NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বাবর আজমই আবার পাকিস্তানের অধিনায়ক

আহমেদাবাদে হেড, কামিন্সরা 'ফ্লপ', হেরেছে হায়দরাবাদও ৮

কলকাতা ১ এপ্রিল ২০২৪ ১৮ চৈত্র ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২৮৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 1.4.2024, Vol.17, Issue No. 289, 8 Pages, Price 3.00

জলপাইগুড়িতে মৃত চার, যাচ্ছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার বিকেলে মিনিট ১৫-এর ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি শহর, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ির বেশ কিছু এলাকা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মৃত্যু হয়েছে চার জনের। সেই ঝড়ে এলাকার ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর। বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। চা-বাগানের ক্ষতি হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। ঝড়ে বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রবিবার রাতেই রওনা হচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্বাস দিয়েছেন, নির্বাচনী আদর্শ বিধি অনুসরণ করেও ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াবে সরকার। এদিকে বাতিল হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর। পূর্বপরিকল্পনা মতো সোমবার বিকেল পাঁচটায় শিলিগুড়ি সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি।

যাচ্ছেন রাজ্যপালও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জলপাইগুড়ির ঘটনায় উদ্বেগে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। আজ, সোমবার জলপাইগুড়ির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন তিনি। রাজভবনে এমারজেন্সি সেল খোলা ব্যবস্থা করেছেন তিনি। ঝড়ে বিপর্যস্তদের সাহায্যের জন্য রাজভবনে এই সেল খোলা হয়েছে। মেজর নিখিল কুমার বিষয়টি তদারকি করছেন। দিল্লির ডিজাজস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন খোদ রাজ্যপাল। শুধু তাই নয়, সোমবার জলপাইগুড়ির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতেও যাবেন সিভি আনন্দ বোস। এছাড়া রাজভবনের পিস রুম সারাদিন খোলা রাখা হচ্ছে। তবে ১৫ মিনিটের ঝড় কালবৈশাখী না টর্নেডো তা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ঝড়ের যে ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, তা কালবৈশাখী কি না, প্রশ্ন উঠেছে।

আগামী সপ্তাহেই বঙ্গে প্রচারে মোদি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে ফের বঙ্গমুখী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লোকসভা ভোট ঘোষণার পর কোচবিহারে প্রথম সভা করতে চলেছেন মোদি। বিজেপি সূত্রে খবর, সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী বৃহস্পতিবার এই সভা হতে পারে। শুধু কোচবিহার নয়, রবিবারও জোড়া সভা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। বালুরঘাট এবং জলপাইগুড়িতে সভা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

ভোট ঘোষণার আগে থেকেই বাংলায় মোদি আসা-যাওয়া শুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি আরামবাগ, কৃষ্ণনগর, বারাসত, শিলিগুড়িতে সভা করেছেন। সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর ২০২৪-এ বঙ্গ থেকে আরও ভালো করতে মরিয়া তারা।প্রথম দফাতেই কোচবিহারে ভোট রয়েছে। ১৯ এপ্রিল ভোট রয়েছে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতেও। সেই কথা মাথায় রেখেই মোদির প্রথম সভা হিসাবে কোচবিহারের মতো রাজবংশী এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, কোচবিহারের রাসলীলা ময়দানে সভা হওয়ার কথা।

বিজেপি সূত্রে খবর, রবিবার বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের লোকসভা কেন্দ্র বালুরঘাটে রবিবার দুপুর আড়াইটের সময় সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী।

তার পর সেখান থেকেই তিনি জলপাইগুড়িতে যাবেন। বিকেল সাড়ে ৪টেয় সেখানে সভা হওয়ার কথা রয়েছে। এই সভাতেই আলিপুরদুয়ার থেকে কর্মী, সমর্থক নিয়ে আসবে বিজেপি।

মহুয়ার হয়ে প্রচারে মমতা, ইতিহাস মনে করিয়ে বিজেপি প্রার্থী থেকে মোদিকে খোঁচা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধুবুলিয়া: ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে। জোরকদমে ভোটপ্রচারে নামলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রবিবার কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে ধুবুলিয়ায় প্রচার শুরু করলেন তিনি। মহুয়াকে কেন লোকসভা থেকে 'তাড়িয়েছে' বিজেপি, সেই ব্যাখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী 'রাজমাতা' অমৃতা রায়ের পরিবারকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে খোঁচা দিলেন মমতা। পাশাপাশি এদিন সভা থেকে সিএএ নিয়ে রাজ্যবাসীকে আবার সতর্ক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধুবুলিয়ার সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের মঞ্চে সভা করেন মমতা। মতুয়াদের বিজেপির পাতা 'ফাঁদে' পা না দেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, বিজেপি মিথ্যা কথা বলে মানুষকে ভোলাতে চাইছে। সেই 'ফাঁদে' পা দিলে মতুয়ারা নিজের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনবেন।

তৃণমূল নেত্রীর কথায়, 'লোকসভায় মহুয়া জোরে জোরে কথা বলত। বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হত বলে মহুয়াকে টার্গেট করেছে। ভোটে দাঁড়ানোর পর ওর বাবা-মাকেও ছাড়ছে না।দ সভা শেষে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটারদের উদ্দেশে মমতার বার্তা, 'ওদের মুখোশ খুলতে হলে মহুয়াকে আবার জেতাতে হবে।' পাশাপাশি মহুয়ার বিপক্ষে থাকা বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কেও নিশানা করেন মমতা। পলাশির যুদ্ধে কৃষ্ণনগরের তৎকালীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ব্রিটিশদের অর্থাৎ লর্ড ক্লাইভের পক্ষ নিয়েছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। সেই কথা তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধলেন মমতা। মোদির উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, 'উনি কি দেশের ইতিহাস ভুলে গিয়েছেন?' পারিবারিক ইতিহাস তুলে লোকসভায় বিজেপির কৃষ্ণনগরের প্রার্থী অমৃতা রায়কেও বেঁধেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বলেন, 'রাজমাতা আবার কী! এখন আমরা সবাই প্রজা।'

এদিনের সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একংগ্রেস ও সিপিএম নিজেরা বলছে আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। এই নামটা মমতা ব্যানার্জির দেওয়া আর গড়েছেনও মমতা ব্যানার্জি নিজেই।' মমতা বলেন, 'ভোটের পর ওটা দেখে নেব।' রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ভোটের আগে আসন সমঝোতা না হলেও প্রয়োজনে ভোটের পর যে তিনি ফের ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিতে পারেন, সে ইঙ্গিত এদিন মমতা দিয়ে রাখলেন।

মিথ্যা কথায় ভুলবেন না, মতুয়াদের বললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদিয়ার ধুবুলিয়া সভামঞ্চ থেকে মতুয়াদেরও সিএএ নিয়ে সতর্ক করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বললেন, 'সিএএ নিয়ে ওরা একটা কমিটি তৈরি করেছে, তাতে সেন্সাসের লোকও আছেন। কেন সেন্সাসের লোক রেখেছে? ওদের মিথ্যা কথায় ভুলবেন না।' মমতার সাবধানবাণী, ' পাসপোর্ট কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দেয়। রাজ্য সরকার দেয় না। আমরা অত্যাচার করি না। অত্যাচার করে কেন্দ্র। আসলে সিএএ হল মাথা। তার ল্যাজা হল এনআরসি। সিএএ করলেই এনআরসিতে পড়ে যাবেন।' বিজেপির বিরুদ্ধে মমতার পাল্টা আক্রমণ, 'বিজেপি নেতারা কেন সিএএতে আবেদন জানাচ্ছেন না? ওঁদেরও বলুন, আবেদন করতে। যে-ই করবে, বিদেশি হয়ে যাবে। এটা মাথায় রাখবেন আপনারা আমার উপর আস্থা রাখুন। মোদীর গ্যারান্টি জিরো।' মমতা বলেন, 'আমি বাংলায় সিএএ করতে দেব না, এনআরসি করতেও দেব না। কাউকে নতুন করে উদ্বাস্তু হতে দেব না।'

'ম্যাচ-ফিক্সিং' ছাড়া ৪০০ পার সম্ভব নয় 'ইন্ডিয়া'-র সমাবেশে তোপ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ: প্রথমে হেমন্ত সোরেন, তারপর অরবিন্দ কেজরিওয়াল, দুর্নীতি কাণ্ডে বিজেপি বিরোধী রাজ্যে একের পর এক মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেপ্তারি নতুন করে একজোট করেছে 'ইন্ডিয়া' জোটকে। সেই জোট থেকেই রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'লোকতন্ত্র বাঁচাও' সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যস্তরে বনিবনা হোক বা না হোক, রবিবার 'ইন্ডিয়া'র মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বড় বড় প্রতিটি শরিক দলেরই প্রতিনিধিরা। রবিবারের সমাবেশে বিজেপি বিরোধী প্রায় ২৭-২৮টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খড়্গে, তেজস্বী যাদব, মেহবুবা মুফতি, ডেরেক ও'ব্রায়েন, উদ্ধব ঠাকরেরা ছিলেন। পাশাপাশি নজর কেড়েছেন অরবিন্দ কেজরীওয়ালের স্ত্রী সুনীতা এবং হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা।

বিরোধীদের অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদি জমানায় ভারতে 'লোকতন্ত্র' বিপন্ন। তাই দেশে 'লোকতন্ত্র' বাঁচাতেই লড়ছেন বিরোধীরা। সেই সঙ্গে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির প্রতিবাদও ছিল সমাবেশের অন্যতম বিষয়। এই সমাবেশ আয়োজনের সিংহভাগ দায়িত্বে ছিল আম আদমি পার্টি (আপ)। যদিও রবিবার সকালে 'লোকতন্ত্র বাঁচাও' সমাবেশের মূল মঞ্চে কেজরিওয়ালের একাধিক ছবি থাকলেও, পরে তা সরিয়ে নেওয়া হয়।

'তিসরি বার মোদি সরকার, আব কি বার ৪০০ পার।' ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এটাই বিজেপি তথা এনডিএ জোটের স্লোগান। এদিন রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিবাদ সমাবেশে রাহুল গান্ধী দাবি করলেন, 'ম্যাচ-ফিক্সিং' ছাড়া ৪০০ পার সম্ভব নয়। কংগ্রেস নেতার ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য, চারশোর বেশি আসন পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজে 'আম্পেয়ার' পছন্দ করেছেন। ঘুরিয়ে নির্বাচন কমিশনের 'পক্ষপাতিত্ব' এবং বিরোধী দলগুলির উপর সিবিআই, ইডির মত কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে চাপ তৈরির প্রসঙ্গ টানেন রাহুল।

রাহুল বলেন, 'আজ আইপিএল খেলা হচ্ছে। যেখান আম্পেয়ারদের চাপ রাখা হয়, টাকার বিনিময়ে খেলোয়াড়দের কেনা হয়, আবার অধিনায়কদের ম্যাচ জেতার জন্য হুমকি দেওয়া হয়, ক্রিকেটে এমন অবস্থাকেই ম্যাচ ফিক্সিং বলা হয়। সামনে লোকসভা ভোট। আম্পেয়ার পছন্দ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। খেলা শুরুর আগেই আমাদের খেলোয়াড়দের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।' রাহুল আরও বলেন, 'কংগ্রেস সবচেয়ে বড় বিরোধী দল, নির্বাচনে মুখে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করা হয়েছে। অথচ আমাদের প্রচার চালাতে হবে, রাজ্যগুলিতে কর্মী পাঠাতে হবে, পোস্টার লাগাতে হবে, কিন্তু সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা কোন ধরনের নির্বাচন?'

এদিকে, শুরুতে 'ইন্ডিয়া'-র মূল মঞ্চে কেজরি ছবি থাকলেও, পরে খুলে ফেলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর, 'ইন্ডিয়া'র মঞ্চে কেজরিওয়ালের এত ছবি থাকা ভাল ভাবে নেননি বিরোধী দলের নেতারা। কংগ্রেস বার বারই বলেছে, 'রামলীলার সমাবেশ কোনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। মোদি সরকারকে একটা শক্তিশালী বার্তা দেওয়ার জন্য এই মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।'

মঞ্চে এক হলেন সুনীতা ও কল্পনা

এখনও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। সেই দিল্লিতেই বিরোধীরা আবারও এক বার 'ঐক্যবদ্ধ' হলেন। রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের মেগা র‍্যালিতে যোগ দিলেন সুনীতা কেজরিওয়াল। পড়ে শোনালেন জেল থেকে পাঠানো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বার্তা। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, 'ভারতের জনতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গেই রয়েছেন। ওঁকে চিরকাল জেলে বন্দি রাখা যাবে না।' অন্য দিকে, কল্পনা সোরেন বলেন, 'আমাদের শক্তি দেশের ১৪০ কোটি মানুষের। এনডিএ সরকার বাবা অম্বেডকরের সংবিধান নষ্ট করে দিতে চাইছে। আমরা তা রুখবই। দেশের মানুষের থেকে বড় কোনও শক্তি হয় না। সেই শক্তি আমাদের সঙ্গে আছে। এই জনসমুদ্রই সেটা প্রমাণ করছে। ভারতের লোকতন্ত্র বাঁচাতেই হবে আমাদের।'

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ: হেমন্ত সোরেন ও ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদ, দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়ার 'লোকতন্ত্র বাঁচাও'-এর ডাকে মঞ্চে দেখা গেল কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা ও হেমন্তের স্ত্রী কল্পনাকে। ঘটনাচক্রে, দু'জনের স্বামীই ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এক জন অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং অপর জন হেমন্ত সোরেন। প্রথম জন ইডি হেপাজতে আর দ্বিতীয় জন জেলবন্দি। জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার আগে অবশ্য হেমন্ত ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। কিন্তু কেজরিওয়াল

মালদা দক্ষিণে পদ্মের বাড়বাড়ন্তে কপালে ভাঁজ কংগ্রেস শিবিরে

শুভাশিস বিশ্বাস

মালদা: বঙ্গ রাজনীতিতে মালদা বরাবরই চর্চার কেন্দ্রে। ২০০৯ সালে নতুনভাবে আসন পুনর্বিন্যাসের পর মালদহ দক্ষিণ আবু হাসেম খান চৌধুরীই গড় হিসেবেই পরিচিত। কারণ, তিনি চার বারের সাংসদ। তবে এবারে এই ট্রেন্ড বজায় থাকবে কি না তা নিয়েই তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। একদিকে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ৮ হাজারের ব্যবধানে আবুর জয় আর এরই পাশাপাশি ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের উত্থানের পর কংগ্রেসের অস্তিত্ব কতটা রয়েছে মালদা দক্ষিণে তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

২০০৯ সালে নতুনভাবে আসন পুনর্বিন্যাসের ফলে মালদা কেন্দ্রটি ভেঙে গঠিত হয় মালদহ উত্তর ও মালদহ দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্র। মালদহ দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র। যা মধ্যে পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র মালদহ জেলার আর দুটি বিধানসভা কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। মালদা জেলার অন্তর্গত বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হল মানিকচক, ইংরেজবাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর। আর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দুটি বিধানসভা কেন্দ্র হল ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জ। জাতিগত দিক থেকে দেখতে গেলে মালদা দক্ষিণে বৌদ্ধ ০.০১ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৩১ শতাংশ, জৈন ০.০৩ শতাংশ, শিখ ০.০২ শতাংশ, মুসলিম ৫৫.৫৬ শতাংশ, তফসিলি জাতি ১৮.৫৩ শতাংশ, তফসিলি উপজাতি ৬.০২ শতাংশ।

রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, মালদার রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে কংগ্রেসকে ঘিরেই। এবি গনিখান চৌধুরীর প্রয়াণের পর ২০০৬ সালে উপনির্বাচনে মালদহ আসনে জিতেছিলেন তাঁর ভাই আবু হাসেম খান চৌধুরী। এরপর ২০০৯ সালে আসন পুনর্বিন্যাসের পর মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী হন আবু হাসেম খান চৌধুরী। ২০০৯ সালে ৫৩ শতাংশেরও বেশি ভোট পান আবু হাসেম খান। সংখ্যার নিরিখে ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৭৭টি ভোট। দ্বিতীয় স্থানে ছিল সিপিএম। অন্যদিকে আবদুর রজ্জাক পান ৩৭ শতাংশের বেশি ভোট। বিজেপি-র কার্যত সে সময়ে সেখানে কোনও অস্তিত্বই ছিল না। মাত্র ৫ শতাংশ ভোট পায় বিজেপি।

এরপর ২০১৪ সালে মালদা দক্ষিণের রাজনীতিতে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। হঠাৎ-ই নজরে আসে বিজেপির ব্যাপক উত্থান। ২০০৯ সালের থেকে প্রায় ১৯ শতাংশ ভোট কমে কংগ্রেসের। ৩৪ শতাংশ ভোট পেয়ে সাংসদ হন আবু হাসেম খান চৌধুরী। সংখ্যার নিরিখে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ২৯১ ভোট। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী বিষ্ণুপদ রায়ের হাত ধরে ২০০৯ সালের তুলনায় ভোট বাড়ায় ১৪ শতাংশ। বিষ্ণুপদ পান ২ লক্ষ ১৬ হাজার ১৮১ ভোট। শুধু কংগ্রেসেরই নয়, ১৭ শতাংশ ভোট কমে সিপিএমেরও। তবে মালদা দক্ষিণে সুবিধা করতে পারছিল না রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। এরপর ২০১৯ সালে মালদার রাজনীতিতে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। বরকত গনি খানের মৃত্যুর পর কোতয়ালি ভবনের জৌলুস যেন স্তিমিত হতে শুরু করে। পরিবারেই দেখা দেয় 'ঘরোয়া কোন্দল'। এই বছরই পরিবারের অন্যতম সদস্য মৌসম বেনজির নুর তৃণমূলে যোগ দিতেই আরও চওড়া হয় এই ফাটল। এদিকে ২০১৯-এই বিজেপির আরও একটা সাড়া জাগানো উত্থান ঘটে মালদহ দক্ষিণের মাটিতে। রীতিমতো কংগ্রেসের আবু হাসেমের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছিল বিজেপি। এই নির্বাচনে এক শতাংশও ভোট বাড়াতে পারেনি কংগ্রেস। আবু ৩৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন, যা ছিল ২০১৪ সালেই। সংখ্যার নিরিখে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৭০ ভোট। এদিকে বিজেপি ২০১৪-র তুলনায় আরও ১৫ শতাংশ ভোট বাড়ায়। শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী পান ৩৪ শতাংশেরও বেশি ভোট। তৃণমূলেরও ২০১৪-র তুলনায় ৬ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি ঘটে মোয়াজ্জেম হোসেনের হাত ধরে। এদিকে ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বলছে মালদা দক্ষিণে এবার অস্তিত্ব সংকটে কংগ্রেস। কোনও আসনে জেতা দূরের কথা, মালদা দক্ষিণ লোকসভার অন্তর্গত সামসেরগঞ্জ ছাড়া অন্য কোনও বিধানসভায় ২০ শতাংশও ভোট পাননি কংগ্রেস-বাম জোটের প্রার্থীরা।

এর পর দ্বিতীয় পাতায়

বাসভবনে গিয়ে আডবাণীকে 'ভারতরত্ন' দিলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ: ভারতের রাজনীতিতে তিনি 'লৌহপুরুষ'। দেশের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির অন্যতম বরিষ্ঠ নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীকে 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করা হল। রবিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আডবাণীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর হাতে 'ভারতরত্ন' তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই লালকৃষ্ণ আডবাণীকে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় কেন্দ্রের তরফে। চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি অয়োধ্যায় রামমন্দিরেরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে চলে বিশেষ উৎসব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে গেরুয়া শিবিরের যে দীর্ঘ আন্দোলন ছিল সেই আন্দোলনে বিজেপির অন্যতম মুখ ছিলেন লালকৃষ্ণ আডবানি।

লালকৃষ্ণ আডবাণী যে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ভারতরত্ন পাচ্ছেন তা প্রথম ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার আডবাণীর হাতে ভারতরত্ন তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ছাড়াও উপস্থিত উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নায়ডু। অসুস্থতার কারণে আডবাণী শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি।

রাষ্ট্রপতি এক্স হ্যান্ডলে কিছু ছবি পোস্ট করেছেন। সেই পোস্টে লেখা হয়েছে, 'আডবাণীজি দীর্ঘ সাত দশক ধরে নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে দেশসেবা করেছেন।' বলা হয়, '১৯২৭ সালে করাচিতে জন্মগ্রহণ করেন আডবাণীজি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ভারতে চলে আসেন। ভারতের সমাজ এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। সংসদীয় রাজনীতিতেও তাঁর পাণ্ডিত্য ভারতের সংসদকে সমৃদ্ধ করেছে।' ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন আডবাণী। তিনি বলেছিলেন, 'অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি ভারতরত্ন গ্রহণ করছি। ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ হিসাবে এটা আমার সম্মান নয়, বরং এটা আমার নীতি, আদর্শের সম্মান। সারা জীবন ধরে যে আদর্শ আমি মেনে চলার চেষ্টা করেছি।'

উপস্থিত ছিলেন মোদি-শাহ-রাজনাথ

বিরাটি -চেতলা, ভেঙে পড়ছে বাড়ির অংশ, মহিলার মৃত্যুতে গ্রেপ্তার ৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচের বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনা আর তাতে ১২ জনের মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বেআইনি নির্মাণের বিপদ কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। শনিবার বিরাটির পর রবিবার কার্নিস ভেঙে পড়েছে চেতলাতেও।

গার্ডেনরিচের পর কলকাতার বিভিন্ন অংশে নির্মীয়মাণ বাড়ি, কোথাও পুরনো বাড়ির অংশ ভেঙে পড়ার ঘটনা ফের প্রমাণ করছে বড় বিপদ ঘনাচ্ছে। শনিবার রাতে বিরাটিতে নির্মীয়মাণ বাড়ির অংশ ভেঙে মাথায় পড়ে মৃত্যু হয় এক মহিলার। সেই ঘটনায় বিল্ডিংয়ের প্রোমোটার-সহ ছ'জনকে রবিবার সকালে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ওই নির্মীয়মাণ বাড়ির তিন প্রোমোটার, লেবার ইনচার্জ-সহ মোট ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে। উত্তর দমদম পুরসভার বিরাটিতে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পাঁচ তলা বাড়ির অংশ ভেঙে পড়ে। ওই সময় বাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছিলেন কেয়া শর্মা চৌধুরী। তিনি পাশের বাড়িতে থাকতেন। নির্মীয়মাণ বাড়ির ইট মাথায় পড়ে মৃত্যু হয় ওই মহিলার।

বিরাটির পর চেতলা। রবিবার ভোরবেলা চেতলার একটি পুরনো বাড়ির কার্নিস আচমকা ভেঙে পড়েছে। তাতে নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। চেতলার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের পরমহংসদেব রোডে ভোর ৫টা নাগাদ সেখানকার একটি পুরনো বাড়ির কার্নিসের একাংশ ভেঙে পড়ে। তীব্র শব্দ হয়। আশপাশের বাসিন্দারা বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাড়িটি পুরনো হলেও পরিত্যক্ত নয়। তাতে লোক থাকেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবি পরিবর্তন

আমি ABHIJIT MOJUMDER, পিতা Lt. BISWAJIT MAJUMDER, চন্দননগর কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা গত 22.02.2024 তারিখে ABHIJIT MAJUMDER নামে পরিবর্তন হইলাম।
ABHIJIT MOJUMDER ও ABHIJIT MAJUMDER একই ব্যক্তি।

নোটিশ

আমার মক্কেল **শ্রীমতি জুনেলী দত্ত**, পিতা স্বঃঋষিকেশ দাস, নিবাস - ২৬, গুলুওস্তাগড় লেন, পোস্ট অফিস- বিডন স্ট্রীট, এস. ও., কোলকাতা, পিনকোড- ৭০০০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত কোবালা বিক্রয় দলিল, যাঁহার বুক নং - ১, ভলুউম নং- ২০৭, পাতা - ৩৭ হইতে ৪৭, দলিল নং- ৪৩২৮, বৎসর - ১৯৭২, যাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্টার আলিপুরে ২৭শে অক্টোবর ১৯৭২ সালে, যাহার মালিক হইলেন ঋষিকেশ দাস (মৃত) দলিলের তপশীল অনুযায়ী কম বেশী ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি যাহার প্রেমিসেস নং হইল – ১৭৭এ/১৫ রায়পুর রোড, কোলকাতা - ৭০০০৯২; জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট দলিল মক্কেলের হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাদবপুর থানায় ১৩/০৬/২০২০ তারিখে জি ডি ই নং ৮০৩ দাখিল করেছেন। যে কোনও ব্যক্তির কোনও দাবি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিষয়ে থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিষয়ে কোন দাবি পরবর্তীতে গ্রাহ্য হইবে না। সংশ্লিষ্ট দলিল এপর্যন্ত কোনও ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকও নেই।

পামেলা দাস
(অ্যাডভোকেট)
আলিপুর জাজেস কোর্ট
কলকাতা-৭০০০০২৭
Enrollment No. F-1097/2014

নোটিশ

আমমোক্তার নামা

রতন মাঝি, পিতা বিনোদ মাঝি, সাং - চিকরণ্ড, জলাপাড়া, পো: চিকরণ্ড, থানা - চন্ডিতলা, জেলা - হুগলী বিগত ইং ২১/১০/২০০৯ তারিখে হুগলি সাবরেজিস্ট্রার অফিস ২ নং বাহির ৫৩৮ নং আমমোক্তার দলিল মুলে রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা-বিভূত ভূষণ আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশিল .জেলা - হুগলী, মৌজা শ্রীপ্রতিপুর, জে, এল নং ১৫৩ , L. R খতিয়ান নং ১৬৮৯, L.R দাগ নং ২২৮০ (দুই হাজার দুই শত আশি) ১ (ষোল আনা) সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ০৪ শতক বা ২.৪২ কাঠা এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে আমার মক্কেল সেখ সাবির আলি, পিতা সেখ সাহাদাত আলি, সাং - শিমুল পুকুর, পোঃ - বাসুবাটি, থানা - সিঙ্গুর, জেলা হুগলী কে জানাইতে হইবে।

ইতি
উকিল বাবু
Mir Md Kalimuddin
Judges'Court, Chinsurah Hooghly

PUBLIC NOTICE

Land measuring 2 (two) cottah 11 (eleven) chittacks, more or less, situate, lying at and being Municipal Premises Nos. 29 and 29/1, Prasanna Kumar Tagore Street, Kolkata-700006, within the limits of Ward No. 21 of the Kolkata Municipal Corporation, bearing Assessee Nos. 110212200025 and 110212200037 Post Office Beadon Street, Police Station Jorabagan, District Kolkata.
My Client intends to purchase the above property from its owner, Lakshman Saha alias Lakshman Chandra Saha. Any person or entity having/claiming any right, title, interest or claim or demand whatsoever in respect of or affecting the above property or the proposed transaction with our Client in any manner whatsoever is called upon to intimate the same in writing along with documents/evidence in support thereof, within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice, failing which the same, if any, shall be deemed to have abandoned/waived, disclaimed and/or given up irrevocably.
Nawed Ahmed Sarkar, Advocate, Advocate, 24/5 Ustad Enayet Khan Avenue, Kolkata-700017, Phone: 9038981340/8276824136, E-mail: sarkarnawed@gmail.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগকরুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১ লা এপ্রিল। ১৮ ই চৈত্র । সোমবার। সপ্তমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ যোগ।

মেষ রাশি : বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একবার চিন্তা ভাবনা শুরু করতে হবে। বড় ভাবে লগ্নি করার আগে প্রিয়জনের সাথে আলোচনা করা শুভ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এমন কোন প্রিয় বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে আলোচনা করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিন। হর হরি বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজকের দিনটি শুভ। পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সমাজে প্রতিবেশীর দ্বারা সুনাম প্রাপ্তি সম্ভব। কর্মের অন্বেষণে যে সমস্ত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা রয়েছে। তারা ভগবান শ্রী গণেশের গণেশ সুত্রম্ পাঠ কর নিশ্চিত শুভ ফল পাবে। বৃষ রাশির প্রবীণ নাগরিকেরা ব্যাধি এবং হাড়ের সমস্যায় পড়বেন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি সম্ভব নিজ গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে হরি ওম বলো। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে অশান্তির বিষয়। পরিচিত গুপ্ত শত্রু দ্বারা নানাবিধ চক্রান্ত। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।কর্মপ্রার্থীদের জন্য শুভ। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন তাদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর। নারকেল সহ ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে। ছোট ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। জলভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতিবেশী যিনি একসময় আপনার উপকার নিয়েছিলেন আজ তার দ্বারা কোন গুপ্ত চক্রান্ত হতে পারে। বেতনভোগ কর্মচারীদের জন্য শুভ হলেও, অফিসে কোন ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সম্ভাবনা। আঞ্চলিক কোন রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে অসম্মানিত হওয়ার যোগ। সতর্কতা শুভ। নারকেলসহ দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করুন শুভ হবে নিশ্চিত।

সিংহ রাশি : আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পারিবারিক আনন্দ ছোট ভ্রমণ, পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বন্ধুবান্ধব সমাজে আপনার নিজস্ব পরিচিতির জন্য আপনি আজ এক সম্মানীয় মানুষ। ফোন কল ফ্যাক্স মোবাইল ফোন দ্বারা নতুন কোন সংবাদ আপনার আনন্দবৃদ্ধি করবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর। বিশেষত যারা ভেরি জমি বাড়ি বাস্তু র কাজ করেন। শ্রী গনেশের পূজো আপনার জন্য আজ শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজকের দিনটা তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আজকের দিন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বড় লগ্নি আজকে করবেন না। সংবাদপত্র মিডিয়া ইউটিউ বারস যারা, তাদের জন্য আজ শুভ শুভ মিশ্রিত দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন।

তুলা রাশি : সচেতন থাকতে হবে গুপ্ত শত্রু থেকে। প্রতিবেশী স্বজন আত্মীয় সকলেই চাইবে আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করতে কিন্তু তার মধ্যেও কোন ছল থাকতে পারে। সচেতন হতে হবে কোন শব্দ বলার আগে একবার সঠিকভাবে ভেবে নিতে হবে। শব্দ চয়ন না করলে আজ কথার দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ী যারা তাদের আজ শুভ দিন। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য আজ শুভ দিন। সন্তানের যে বিষয়ে সমস্যা ছিল আজ সেটা মিটে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান এবং হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে প্রবীন সদস্যকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শরীর ব্যাধি দ্বারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার দিন। পুরাতন কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সহযোগিতা পাবেন। তবে যারা পুলিশ প্রশাসনের কাজ করছেন তাদের সচেতন থাকতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মচারী থেকে খুব একটা সম্মান প্রাপ্তি যোগ নেই ।বিদ্যা যোগ শুভ। বিবাহ কল্পে কথা এগোতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গনেশের পুজো করুন নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

ধনু রাশি : সমাজে আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন ।প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পুরাতন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় যারা বড় লগ্নি করবেন আজ শুভ চিন্তা করুন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা আপনার সহযোগী আছে। তবে গুপ্ত শত্রু থাকবে সচেতন থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : জল তরল পদার্থ লৌহ কেমিক্যাল এর ব্যবসা যারা করবেন, তাদের আজ শুভ দিন। বাড়ির কোন ভাড়াটিয়া বিষয় দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পূর্বে ভাড়াটিয়া যে মানুষ থাকবেন তার সচিত্র প্রমাণ সংগ্রহ করে তবেই ওই কাজে এগোবেন। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ হলেও একটু দুশ্চিন্তা থাকবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের একটু সচেতন থাকতে হবে আজকের দিনটির জন্য বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ একটু সচেতন থাকতে হবে। পুরাতন বান্ধবের বেশে শত্রুর ছলনাময় রূপকে চিনতে পারবেন। বেতনভোগ কর্মী যারা তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হারিয়ে যাওয়া কোনো নথিপত্র র বিষয় জবাবদিহি করতে হতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গণেশের পূজা করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন জল তরল পদার্থ দুধের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। দু তিন দিনের ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। তবে জল ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ বিশেষত যারা বাস্তু জমি বাড়ি বিষয় কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পঞ্চ প্রদীপ জেলে দেবী দুর্গা মায়ের আরাধনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

বর্ধিত হারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, পরিষেবা আজ থেকেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২১-এ বিধানসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল লদীর ভাণ্ডার। সেই বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে এসসি-এসটি সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য মাসে এক হাজার টাকা এবং বাকিদের জন্য পাঁচশো টাকা করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু করে সমাজকল্যাণ দপ্তর। এবার লোকসভা ভোট ঘোষণার অনেক আগেই মুখ্যমন্ত্রী বর্ধিত হারে ভাতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই মতো সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে প্রতিশ্রুতির রূপায়ণ। কোভিড-কালে মানুষের হাতে নগদ টাকার জোগান বাড়ানোর জন্য একাধিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের অর্থনীতির পাশাপশি এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে তৃণমূলের ভোটবাক্সেও। পরবর্তী সময়ে জানা যায়, উপভোক্তারা মাসে মাসে এই টাকা হাতে পেয়ে নানা ধরনের কাজে লাগাতে পেরেছেন। প্রতীচী ট্রাস্টের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, লদীর ভাণ্ডারের প্রায় ৭৮ শতাংশ উপভোক্তা সংসার খরচ চালাতে এই টাকা কাজে লাগিয়েছেন। প্রায় ৪২ শতাংশ উপভোক্তা টাকা খরচ করেছেন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য। প্রায় ৩৫.৩ শতাংশ মহিলা পোশাক, প্রসাধনী, খাওয়া-দাওয়ার মতো নিজেদের সাধপূরণ করতে খরচ করেছেন লদীর ভাণ্ডারের টাকা। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। এই আবহে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই নানা মহল থেকে ভাতা বৃদ্ধির দাবি উঠেছিল।

রাজ্য বাজেটের ঘোষণা মত এপ্রিল মাস থেকেই রাজ্যের লদীর ভান্ডার প্রকল্পের উপভোক্তারা বর্ধিত হারে ভাতা পাবেন। এর জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। ১ এপ্রিল নিয়মমাফিক ব্যাংক বন্ধ থাকায় ২ এপ্রিল থেকেই উপভোক্তাদের একাউন্টে ওই টাকা পাঠানো শুরু হবে বলে অর্থ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ মহিলা বর্ধিত হারে লক্ষীর ভান্ডারের ভাতা পাবেন। এর ফলে এই খাতে রাজ্য সরকারের প্রতি মাসে খরচ ও প্রায় দ্বিগুণ হারে বাড়তে চলেছে। মার্চ মাসে যেখানে এই ভাতার জন্য ১ হাজার ১৮৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল, সেখানে এপ্রিলে বর্ধিত হারে ভাতা দিতে ২ হাজার ২২৮ কোটি খরচ হবে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য আর আমি আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লদীর ভান্ডার প্রকল্পের ভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন। যাঁরা এতদিন ৫০০ টাকা করে পেতেন, তাঁরা এপ্রিল মাস থেকে দ্বিগুণ হারে অর্থাৎ এক হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন। তপশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের ভাড়া এক হাজার ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২০০ টাকা করা হয়েছে।

অতীতের শেফিল্ড থেকে বর্তমানের রুগ্ন শিল্প নগরী হাওড়া, ভোটের মুখে দাবি ও পালটা দাবি

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

আগামী ২০ মে হাওড়ার সদর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা এখন ভোটদাতাদের দুয়ারে পৌঁছেছেন। হাওড়ার উন্নতির জন্য সকলেই এখন জনতা জনার্দনের সামনে তাদের বক্তব্য তুলে ধরছেন। যার মধ্যে থাকছে রাজনৈতিক কচকচি, এক পক্ষের ওপর পক্ষকে দোষারোপের পালা। তারই মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরছে প্রশ্ন, বছর বছর ভোট দিয়ে যাওয়ার পরও আখেরে তারা কি পেলেন? তাদের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা হাওড়া শহরের উন্নতি কতটা করতে পারলেন? আর হাওড়ার মতো পুরাতন শিল্প নগরীতে একের পর এক ছোট বড় কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, কোথাও ধুঁকতে থাকা ছোট কারখানার মালিকদের আর্থিক অবনতি হাওড়া শহরে শিল্পের অবলুপ্তির পথেই ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে চলেছে অতীতের শিল্প নগরীর জৌলুশ। হাওড়ার দাস নগর এলাকা তথা ইছাপুর এলাকাতে ছোট বড় লেদ মেশিনের কারখানা রয়েছে। সেখানেও ব্যবসার হাল মন্দ হওয়ার জন্য শ্রমিকদের সংখ্যাও দিনের পর দিন কমেছে। এই সকল লেদ কারখানাতে অতীতে শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাওড়ার শিল্পের জৌলুশ তলানিতে এসে ঠেকার কারণে এই ব্যবসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে পরবর্তী প্রজন্ম। অতীতের শিল্পের শেফিল্ড তকমাতে ভূষিত হাওড়ার শিল্প নগরীর পুনরুদ্ধার কিভাবে সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কিনা তাই নিয়ে আলোচনা চলেই আসছে। যদিও অতীতের কৌলিন্য থেকে বর্তমানের ধুঁকতে থাকা হাওড়া শিল্প নগরী রয়েছে তার গৌরবময় অতীতের স্মৃতিচিহ্নকে বুকে নিয়ে। ভোটারদের দুয়ারে পৌঁছে নির্বাচনী প্রচারে শিল্পের উন্নতি কর্ম সংস্থানের প্রসঙ্গ তুলছেন তৃণমূল-বিজেপি-বামেরা।

যদিও এই লোকসভা কেন্দ্রের ইতিহাস বলছে, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত এই কেন্দ্র ছিল কংগ্রেসের দখলে। যদিও ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ ও ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত সিপিএমের দখলে ছিল কেন্দ্র। এরপর ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ ফের কংগ্রেসের দখলে আসে এই কেন্দ্রটি। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে ফের বামেদের হাত থেকে হাওড়া কেন্দ্রটি ছিনিয়ে নেয় কংগ্রেস। ফের ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৬ ফের হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে ফিরে আসে বামেরা। এরমধ্যে কংগ্রেসের হাতে ফেরে এই কেন্দ্রটি। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারে থাকার সময়ও হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রটি কখনও কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে। এরপর ২০০৯ সালের পর থেকেই হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রটি হাতছাড়া হয়ে যায় সিপিএমের। ২০০৯ সালের পর থেকে টানা ১৫ বছর এই লোকসভা কেন্দ্রটি তৃণমূলের দখলে রয়েছে। একইভাবে সিপিএম বা বামপন্থীদের ক্ষয়িষ্ণুতার শূন্যস্থান পূরণ করে বিজেপি বিরোধী শিবির হয়ে উঠেছে। সারা রাজ্যের মতো হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রেও বেশ কিছু এলাকায় বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কয়েকটি বিধানসভা এলাকাতে বিজেপি তাদের সংগঠন মজবুত করেছে।

আর এই নিরিখে বামেরা অপ্রাসঙ্গিক শক্তি হয়ে উঠলেও হাওড়ায় মূলত তৃণমূল ও বিজেপির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে চব্বিশের নির্বাচন। তৃণমূল-বিজেপির দ্বিমুখী লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে হাওড়া।

তথ্য বলছে, ৭০ এর দশকের পর থেকে সেভাবে হাওড়ার শিল্প উন্নয়নের কাজ সেভাবে হয়নি। হাওড়ার শিল্পের যা কিছু ছিল তা সবই সত্তরের দশকের সময়ে। যার মধ্যে অন্যতম ছিল বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, জে কে ডব্লিউ, হুগলি ডক, গ্যাসকিং সহ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শিল্প। যে নগরীর জন্য প্রণীত হয়েছিল বিশেষ আইন। যদিও তার সবই এখন ইতিহাসের পাতাতেই সীমাবদ্ধ।

একদা প্রাচ্যের শেফিল্ড তকমা পাওয়া হাওড়া শিল্পনগরীর দশা বড়ই বেহাল। এই কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে আরতি কটন মিল, ব্রিজ অ্যান্ড রুফ, রেল প্রিন্টিং প্রেসের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা, একইভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা বার্ন স্ট্যান্ডাড, হুগলি ডক, গ্যাস্কটিং সহ বহু মাঝারি ও ছোট শিল্প। হাওড়ার শিল্প নগরীর তকমা পুনরুত্থান ও অর্থনীতির বিকাশে এই সংস্থাগুলোর অন্যতম অবদান ছিল। এই কেন্দ্রে এই সমস্ত অতীতের কারখানাগুলোকে চালু করানোর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কেন্দ্রের জীবিকা সংস্থানে এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হতে পারত।

যদিও হাওড়ার এই পরিস্থিতির জন্য পূর্ববর্তী বাম সরকারকেই সম্পূর্ণ দায়ী করে দায় এড়াচ্ছেন হাওড়া সদরের বিদায়ী সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তার অভিযোগ, আমরা জানি সব শেষ হয়ে গেছে। আমরা আসার আগে সিপিএম সিটু করে সব শেষ করে দিয়ে গেছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু সবটা হয়ে গেছে এটা মিথ্যা কথা বলা হবে। এটা খুব কঠিন জায়গা, যেভাবে সিপিএম শেষ করে দিয়ে গেছে সেখান থেকে ধীরে ধীরে আবার ভালো হতে শুরু করেছে। প্রসূনবাবু আরতি কটন মিলের উল্লেখ করে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মিলকে বাড়িয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর আমি সাংসদ হিসাবে চালু করার জন্য কথা বলেছি। আবার চালু হয়েছে। এই সিপিএম কারখানা বন্ধ করে বাংলাকে শেষ করে দিয়ে গেছে। এখন আবার ভোট চাইতে আসে, এরা একটাও ভোট পাবে না।

যদিও বন্ধ শিল্প কারখানার প্রসঙ্গে এই কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সব্যসাচী চক্রবর্তী বলছেন, মানিকপুর ডেল্টা জুটমিল থেকে এই কেন্দ্রের শুরু। সেখানে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অবস্থা খুব করুণ। রাজগঞ্জ, আরতি কটন মিল চললেও সেখানে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা নেই। হুগলি ডক বন্ধ, আপনি কোথায় যাবেন! এগুলো চালাতে গেলে পরিকল্পনা লাগে। বন্ধ কারখানার জমি বেচারামের মতো বেচে দিয়ে সেখানে বড়লোকদের থাকার জন্য আবাসন তুললেও কেনার মতো এত বড়লোক হাওড়াতেও নেই।

এছাড়াও বাম প্রার্থীর আরও দাবি, বাম সরকার রাজ্যে শিল্পের বিনিয়োগের জন্য অনেক সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল। তা নবান্ন তৈরি থেকে রাস্তার সম্প্রসারণ, কম্পিউটার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন উল্লেখযোগ্য। এই কাজে হাওড়ার বাম সাংসদদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল বলেই তার দাবি। যদিও বর্তমান সাংসদ তার তহবিলের অর্থ খরচ করতে পারছেন না। সব্যসাচী স্পষ্ট অভিযোগ করার বলেন, এটা জনগণের টাকা, এত কাজ করার জায়গা আছে। কোনো পরিকল্পনা নেই, তাই খরচ করতে পারছেন না।

যদিও হাওড়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী অভিযোগ করে বলেন, হাওড়া ৬০০ বছরের প্রাচীন শহর। এই শহরকে বিশেষ পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছে। এখানে থাকা বড়, মাঝারি, ছোট সব শিল্প শেষ হয়ে গেছে। হাওড়াতে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, জিকে ডব্লিউ মতো শিল্প ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে রেলমন্ত্রী হলেও বার্ন স্ট্যান্ডার্ড বাঁচাতে অক্ষম ছিলেন। রেলের সবচেয়ে বড় ওয়াগন তৈরির কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, বাঁচাতে পারেননি। এখন মেট্রো রেল ময়দান অবধি সলু হয়েছে, আগামীদিনে এর সম্প্রসারণ হবে সাঁতরাগাছি অবধি। আমাদের দাবি, একে ধুলাগড়, বালিখাল অবধি নিয়ে যাওয়া। রথীন আরও অভিযোগ করে বলেন, হাওড়াতে নবান্ন করা হলেও শহরটার জন্য কিছু করা হল না। একদা ৬০০ বছর পুরানো শেফিল্ড নগরী থেকে বর্তমানে জঞ্জাল নগরীর তকমা পেয়েছে। হাওড়া সবদিক থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। সামান্য সরকারি মেডিক্যাল কলেজ শহরে তৈরি হয়নি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প নিয়ে আমরা ভাবছি। আগামীদিনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা তা তুলে ধরব। যদিও ১৯৫১ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনেই রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়নের তুল্যমূল্য বিচার করলে হাওড়া বরাবরই দুয়োরানির স্থানেই রয়েছে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সেক্ষেত্রে ক্ষমতায় টিকে থাকা ও ক্ষমতা দখল করার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষ এই কেন্দ্রে কার পাশে দাঁড়াবেন তার উত্তর দেবে ৪ জুন।

কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের নেতা যোগ দিলেন বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় কর্মী-সমর্থক নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন আমডাঙার বাসিন্দা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের নেতা আবু হেনা। রবিবার সন্ধেয় নৈহাটি বিধানসভার দলীয় কার্যালয় সিং ভবনে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জির হাত ধরে কংগ্রেস নেতা হাত ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন। তৃণমূল কর্মী মৌসুমী দেবদাসও ঘাসফুল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন। যোগদান পর্বে হাজির হয়ে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, আমডাঙার বাসিন্দা আবু হেনা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিনি বিজেপিতে যোগ দিলেন। বিজেপিতে যোগ দিয়ে আবু হেনা বলেন, দল যা দায়িত্ব দেবে, তা নিশ্চয়ই পালন করব। আবু হেনার কথায়, আমডাঙায় অর্জুন দার নিজের একটা জনভিত্তি আছে। আমডাঙায় উনি অনেক কাজ করেছেন। তাঁর দাবি, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি ৬০ হাজার ভোট পেয়েছিলেন। এবার আমডাঙায় সেই মার্জিন অনেক বাড়বে।

বিজেপিতে যোগ দিলেন মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দল সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূলের একদা সক্রিয় কর্মী ছিলেন অরিজিৎ দাস। তিনি মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের টিকিট না পেয়ে তিনি নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃণমূলকে হারিয়ে জয়লাভ করেন। রবিবার রাতে সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন অরিজিৎ দাস। তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং ও জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি। অরিজিতের দাবি, মোদিজির নেতৃত্বে উন্নয়ন মূলক কর্মযজ্ঞে সামিল হতেই তিনি বিজেপিতে যোগ দিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের টুপি পরাতে চাইছে সিপিএম, দিল্লিতে ইয়েচুরি-ডেরেকেরমিটিং নিয়ে খোঁচা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার সন্ধ্যাতে হাওড়া শহরে হাওড়া জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে কোর কমিটির সভায় উপস্থিত হয়ে তৃণমূল ও সিপিএমকে খোঁচা দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল বিজেপি টাকা দিয়ে ভোট করাতে চাইছে অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু বলেন, পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের টুপি পরাতে চাইছে, মূর্খ ভেবেছে সিপিএম। শনিবার দিল্লিতে সীতারাম কয়লা ভাইপো-পিসির সঙ্গে মিটিং করে এসে রাজ্যে বলবে চোর ধরো ও জেলে ভরো। দুটো একসঙ্গে হয় না।' এছাড়াও ইন্ডি জোট নিয়ে রবিবার ফের খোঁচা দিয়ে শুভেন্দু বলেন ওই জোট এখন সলিল তলে। ওই জোটের আর কোনো অস্তিত্ব নেই, শেষ হয়ে গেছে। পাশাপাশি রাজ্যে সারদা মামলাতে মুখ্যমন্ত্রী সব চেয়ে বড় বেনিফিসিয়ারি। তিনি সুদীপ্ত সেন, গৌতম কুণ্ডুর সঙ্গে ডেলোতে মিটিং করেছিলেন। তিনি বাইরে আছেন এটা আমাদের কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। এছাড়াও আর বাকি যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তারা চুরি করে জেলে গেছেন, বাকিরা তো বাইরে আছে। রবিবার সন্দেশখালি থানাতে মহিলাদের অভিযোগ না নেওয়ার প্রসঙ্গে বলেন, তৃণমূল চায়নি বলে অভিযোগ নেয়নি। পুলিশ, থানা তো তৃণমূল চালায়। এছাড়াও কৃষ্ণনগরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির রাজত্ব চলছে, সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, চুরি করেছেন তাই চলছে।

একইভাবে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের সামনেই দুই তৃণমূল নেতার মারপিট হয়েছে।

দুস্থ ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের পাশে দাঁড়াতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দিগন্ত কলকাতায় হস্তশিল্পী ও স্বনির্ভর মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। যাদবপুর অরুণাচল ক্লাব প্রাঙ্গণে ২৯ মার্চ থেকে তিনদিনের ওই কর্মসূচিতে হাতে বানানো নানা রকমারি শিল্পকর্ম ও ঘরোয়া খাদ্যদ্রব্য প্রদর্শন করা হয়। সঙ্গে ছিল কচিকাঁচাদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি সাজো ইত্যাদি। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনের।

মালদা দক্ষিণে পদ্মের বাড়বাড়ন্তে কপালে ভাঁজ কংগ্রেস শিবিরে

প্রথম পাতার পর

ইংরেজবাজারে বিজেপি এবং বাকি ছ'টি অর্থাৎ মানিকচক, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, ফরাক্কা এবং সামসেরগঞ্জে জয় পায় তৃণমূল। আর সেই কারণেই ২০২৪ এ লোকসভা নির্বাচনেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে মালদা দক্ষিণ। লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর প্রার্থী তালিকা অনুসারে, মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন শাহনওয়াজ আলি রায়হান। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী এবারেও শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। মালদা দক্ষিণ পরবর্তীতে ডালু-গড় হিসেবেই পরিচিত হলেও এবছর তিনি অসুস্থ থাকায় তাঁর ছেলে ঈশা খান চৌধুরী নেমেছেন মালদা দক্ষিণে কংগ্রেসের গড় ধরে রাখতে। এদিকে জানুয়ারির শুরুতে ডালুবাবু নিজে জানিয়েছিলেন, তিনিই দক্ষিণ মালদহ কেন্দ্রে কংগ্রেসের হয়ে চতুর্থবারের জন্য লড়াই করবেন। এরপরই কংগ্রেসের বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠতে থাকে কংগ্রেসে ডালুবাবুর পরবর্তী প্রজন্মের মুখ ঈশাকে প্রার্থী করার জন্য। বয়স কম হওয়ায় তিনি যেভাবে দাপিয়ে নির্বাচন করাতে পারবেন, বয়সের কারণে তা ডালুবাবুর পক্ষে করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। এদিকে কংগ্রেস সূত্রে এ খবরও মেলে, ডালুবাবুই এবার প্রার্থী হিসাবে কয়েক জনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন কংগ্রেস হাইকমান্ডে। সে তালিকায় ছিল পুত্র ঈশার নামও। তবে ঈশা জানাচ্ছেন, তাঁর বাবা অসুস্থ হলেও ছেলের হয়ে ভোটের ময়দানে প্রচারে দেখা যেতে পারে তাঁকে। সঙ্গে এও স্পষ্ট ভাষায় জানান, তাঁর বাবাই তাঁর কমান্ডার। তাঁর কথাই শেষ কথা। ফলে এবছর ঈশাকে লড়াই করতে হবে তৃণমূলের শাহনওয়াজ আলি রায়হান এবং বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ২০১৯ এর মতো এবারেও মালদা দক্ষিণে ভোটযুদ্ধ হবে ত্রিমুখী। আর জয়ের ফ্যাক্টর সেই সংখ্যালঘু ভোট-ই।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ এপ্রিল ২০২৪ ১৮ চৈত্র ১৪৩০ সোমবার

২০২৪-এর নির্বাচনী প্রচারে বাংলায় আসছেন বিজেপির তারকা প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও বাংলায় আসবেন স্টার ক্যাম্পেইনাররা। তা রাজ্য বিজেপিকে জানিয়ে দিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এপ্রিলের ৪ তারিখ থেকে ভিন রাজ্যের বিজেপি নেতাদের ভোট-প্রচার শুরু হবে বাংলায়।

এদিকে কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দু'দফার লোকসভা ভোটে ৪০ জন 'স্টার ক্যাম্পেইনারে'র তালিকা প্রকাশ করে বিজেপি। সেখানে কেন্দ্রের নেতাদের মধ্যে মোদি, শাহ ছাড়াও জগৎপ্রকাশ নাড্ডা, যোগী আদিত্যনাথ, রাজনাথ সিং, স্মৃতি ইরানিদের নাম আছে। সূত্রের খবর, এপ্রিলের শুরুর দিকেই উত্তরবঙ্গে ভোট প্রচারে আসবেন শাহ। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বালুরঘাট কেন্দ্র ছাড়াও কোচবিহারে নিশীথ প্রামাণিকের হয়ে প্রচারে যাওয়ার কথা তাঁরা। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিশীথ আবার শাহের ডেপুটি।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন দফার ভোটের আগে বাংলায় একাধিক জনসভা করার আশ্বাস সুকান্তদের দিলেও তাঁর দপ্তর এখনও সভার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে জানায়নি রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে। তবে সূত্রের খবর, বসিরহাট, কৃষ্ণনগর, তমলুক এবং কলকাতায় মোদি সভা করবেন বলে দিল্লি থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বঙ্গ-বিজেপিকে।

পদ্ম-শিবিরের এক বর্ষীয়ান নেতার কথায়, 'গোটা দেশেই ভোট প্রচারে ছুটতে হবে দলের শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতাদের। তার মধ্যেও বাংলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা। ২০২১ বিধানসভা ভোটের মতো ব্যাপকভাবে না হলেও সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই বাংলায় প্রচারের ঝড় তুলে দেবেন পার্টির শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতারা। এপ্রিলের ৩-৪ তারিখের মধ্যেই অন্যান্য রাজ্য থেকে বেশ কয়েকজন দক্ষ সংগঠককে নাড্ডাজি বাংলায় পাঠাবেন। তাঁদের কাজ হবে ভোটের আগে বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রে গিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংগঠনিক নেতাদের লাস্ট মিনিট সাজেশন দেওয়া।'

এদিকে ভোটের মুখে ভিন রাজ্যের আবাঙালি কেন্দ্রীয় নেতাদের এ রাজ্যে বেশি আনাগোনা চাইছেন না বঙ্গ-বিজেপির একাংশ। তাদের যুক্তি, ভিন রাজ্যের নেতারা যত বেশি আসবেন, তত তৃণমূলের প্রচার করতে সুবিধা হবে যে, বিজেপি বাঙালির পার্টি নয়। সুতরাং ভিন রাজ্যের মেজ-সেজ নেতাদের ভোট-প্রচারে এড়িয়ে চলার পক্ষেই সওয়াল করছেন বঙ্গ-বিজেপির অনেকে। এই প্রসঙ্গে সামনে আনা হয়েছে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রকে। কারণ, সেখানে তৃণমূল প্রার্থী করেছে কীর্তি আজাদকে। আর এখানেই তাঁকে বহিরাগত আখ্যা দিয়ে প্রচার করছে বিজেপি। এবার সেখানে দিলীপ ঘোষের সমর্থনে ভিন রাজ্যের বিজেপি নেতারা ঘাঁটি গাড়লে বহিরাগত অস্ত্রটাই ভোঁতা হয়ে যাবে। অন্যদিকে আবার মোদি-শাহের মতো শীর্ষ নেতাদের ক্ষেত্রে তৃণমূলের বহিরাগত তত্ত্ব খাটবে না বলেই রাজ্যের বিজেপি প্রার্থীদের বিশ্বাস।

তৃণমূলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। রবিবার বিকেলে দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে নৈহাটিতে বর্ণাঢ্য পদযাত্রার ডাক দিয়েছিল ব্যারাকপুর বিজেপি। নৈহাটির নদিয়া মিল সংলগ্ন কাঠপোল মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে গরুরফাঁড়ি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাসকদলকে তিনি নিশানা করেন। পদযাত্রায় সামিল হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের হুঁশিয়ারি, ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী সাবধান হয়ে যাও। যেই নেতার কথায়, ওরা মানুষের ওপর অত্যাচার করছে। লুটপাট চালাচ্ছে, দলীয় কর্মীদের ধমকাচ্ছে ও চমকাচ্ছে। দলীয় কর্মীদের ঝান্ডা লাগাতে দিচ্ছে না। সেই নেতা কিন্তু ফোন বন্ধ করে পালিয়ে যাবে। ঘাসফুলকে নিশানা করে এদিন বিজেপি প্রার্থী বলেন, তৃণমূল দলটা 'ফোপড়া' হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের ধস নামলে দলটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পদযাত্রায় এত মানুষের সমাগম নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, মানুষ মোদিজির গ্যারান্টিকে বিশ্বাস করে। এত জনসমর্থন শুধু তাঁর ওপর নয়। গোটা মোদিজির পরিবারকে মানুষ

বিশ্বাস করে। তাই পদযাত্রায় এত মানুষের ঢল। প্রসঙ্গত, হালিশহর খাসবাটি এলাকায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ব্যানার লাগিয়েছিল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সেই ব্যানারগুলো খুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, বিজেপির ফ্ল্যাগের ওপর ওদের এত প্রেম জন্মেছে। যে বিজেপির ফ্ল্যাগ ওদের চুরি করতে হচ্ছে। বন্ধ গৌরীপুর জুটমিল নিয়েও এদিন সরব হলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, গৌরীপুর জুটমিল খোলা নিয়ে মিথ্যা চুক্তি করেছে মন্ত্রী মলয় ঘটক ও পার্থ ভৌমিক। বন্ধ মিল থেকে যন্ত্রাংশ লুট হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া বন্ধ থাকা জেনসন অ্যান্ড নিকেলসন কারখানাও শেষ হয়ে গিয়েছে। জেসিবি লাগিয়ে বন্ধ কারখানার মাটি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

দমদম বিমানবন্দরে চোখ ধাঁধানো লেজার আলোয় ফের বিপদের মুখে ইন্ডিগোর বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের লেজার আলো ফেলার ঘটনা বিমানের ককপিটে। আর এই চোখ ধাঁধানো আলোর জেরে দমদম বিমানবন্দরে নামার আগে বড় বিপদের মুখে পড়তে চলেছিল ইন্ডিগোর ৬ই ২০৫৭ বিমান। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, এই ঘটনা ঘটেছে গঙ্গানগরের ওপর দিয়ে বিমান দমদম বিমানবন্দরে নামার সময়েই।। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তবে গত কয়েকদিনে একাধিকবার এই একই ঘটনা এটাও প্রমাণ করছে যে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভই হচ্ছে না। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, লেজার আলোয় চোখ ধাঁধানোর ফাঁদে বিমান চালক ও সহকারী চালক। ঘড়ির কাঁটায় রাত তখন ৯টা বেজে ৫০ মিনিট। ওই সময় দিল্লি থেকে ১৯৯ জন যাত্রী এবং ৬ জন কেবিন ক্রু নিয়ে ইন্ডিগোর ৬ই ২০৫৭ কলকাতা

বিমানবন্দর থেকে ১৪ থেকে ১৮ নটিকাল মাইল দূরে ছিল। তখনই গঙ্গানগরের দিক থেকে লেজার আলোর ঝলকানি এসে পড়ে ককপিটে। চোখ ধাঁধিয়ে যায় পাইলটের।

যদিও অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেন তিনি। নিরাপদে ১৯৯ জন যাত্রী-সহ সকলকে নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণ করান। এরপরই বিমান কর্তৃপক্ষ এয়ারপোর্ট অথরিটিকে বিষয়টি জানায়। তারাও ঘটনার বিবরণ দিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। যেহেতু গঙ্গানগরের দিক থেকে লেজার আলো দেখা গিয়েছিল, মধ্যমগ্রাম থানায় বিষয়টি জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রসঙ্গত, এর আগে ১৪ মার্চ নাগাদ একই ঘটনা ঘটেছিল।

হালিশহরে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে লাগানো ব্যানার চুরির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের খাসবাটি সমাজ কল্যাণ সমিতি ক্লাবের কাছে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে ব্যানার লাগানো হয়েছিল। শনিবার মাঝরাতে ছয়টি ব্যানার চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে লাগানো ব্যানারগুলো খুলে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে ধরাও পড়েছে। রাতের অন্ধকারে তৃণমূলিরা এসব করছে। তারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। পম্পা কুণ্ডুর দাবি, ওরা যত পোস্টার, ব্যানার ছিঁড়বে তার চেয়ে বেশি পোস্টার ও ব্যানার তারা লাগাবে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে

রবিবার বিজেপির তরফে হালিশহর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ব্যানার চুরি নিয়ে রাজ্য মহিলা মোর্চার এক্সিকিউটিভ সদস্য পম্পা কুণ্ডু বলেন, দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে হালিশহর পুরসভার পুরপ্রধান শুভঙ্কর ঘোষের দাবি, প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চয় দেখবে। মানুষ তৃণমূলের পক্ষে। ব্যানার খোলার রাজনীতিতে তৃণমূল বিশ্বাসী নয়।

টালিগঞ্জ এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে বামপ্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। ছবি: অদিতি সাহা

সকল যোগ্যদের নিয়োগের ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা পালন করুক প্রশাসন, দাবি এসএলএসটি আন্দোলনকারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১১০০ দিন অতিক্রান্ত ২০১৬ নবম-দ্বাদশ এসএলএসটি আন্দোলন। কিন্তু সমস্যার সমাধান মেলেনি এখন ও। ওএমআর এর আসল প্রতিলিপি না থাকায় বিতর্কিত চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়ে খারিজ হলেও সুপ্রিম কোর্ট তাতে স্থগিতাদেশ দেয়। এই মামলা বর্তমানে কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারাধীন। এদিকে প্যানেলে নাম না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ, ফেল করা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ, র‍্যাঙ্ক জাম্প করে নিয়োগের কারণে বঞ্চিত যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা এখনও রাস্তায়। বিগত ৫ বছর ধরে

> ১১০০ দিন অতিক্রান্ত ২০১৬ নবম-দ্বাদশ এসএলএসটি আন্দোলন। কিন্তু সমস্যার সমাধান মেলেনি এখন ও। ওএমআর এর আসল প্রতিলিপি না থাকায় বিতর্কিত চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়ে খারিজ হলেও সুপ্রিম কোর্ট তাতে স্থগিতাদেশ দেয়।

সরকার পক্ষ বারবার মিটিং এর নামে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করলেও সমস্যার কোনো সমাধান সূত্র বের হয়নি। এই প্রসঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, সরকার বারে বারে এই মিটিং করে প্রেস কনফারেন্স করে সহানুভূতি না জানিয়ে কোর্টে সকল বঞ্চিত যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের জন্য হলফনামা জমা দিয়ে তাদের সদিচ্ছার কথা জানাক। কারণ, এই প্রেস কনফারেন্স করে মিটিং করে কোনোদিন এই বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের সমস্যার সমাধান হবে না। তবে তারা আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী সকল যোগ্যদের নিয়োগের ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা পালন করে সকল বঞ্চিতদের এই দীর্ঘ সমস্যার সমাধান করবেন।

বুথফেরত সমীক্ষার ফল প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণ চলাকালীন বুথফেরত সমীক্ষার ফল প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কমিশন জানিয়েছে, আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুন পর্যন্ত বুথ ফেরত সমীক্ষা বা কোনও রকম ভোট সমীক্ষাই প্রকাশ করা যাবে না।

১ জুন ভোটগ্রহণ শেষ হচ্ছে। ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পর সমীক্ষার ফল প্রকাশ করতে পারবে সংবাদমাধ্যম। ভোটগ্রহণের পরে হয় এক্সিট পোল বা বুথফেরত সমীক্ষা। নির্বাচন চলাকালীন ওই সব মতামত প্রকাশ হলে ভোটাররা প্রভাবিত হতে পারেন বলে ধারণা অনেকের। কমিশনও ওই বিষয়টির উপর জোর দেয়। প্রতিবারের মতো এবারেও সমীক্ষার ফল প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা চাপাল কমিশন। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শুরুর দিন থেকে শেষের দিন পর্যন্ত ওই নির্দেশ বলবৎ থাকবে।

নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাতলেন বর্ষীয়ান নেতা সৌগত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গলায় বিশাল মালা, চোখে চশমা, মাথায় পাগড়ি, মুখে হাসি। কখনও হাততালি দিচ্ছেন, কখন কোমর দোলাচ্ছেন গানের তালে তালে। গোপালের প্রশংসায় পঞ্চমুখও হলেন। শনিবার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বাগুইআটি নারায়ণতলায় গোপাল সেবা অনুষ্ঠানে গানের সঙ্গে এমন ভাবেই পাওয়া গেল দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত রায়কে। সৌগতকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাসের ছবি দেখা গেল সাধারণ মানুষের মধ্যেও। তাঁর সঙ্গে গানের তালে কোমরও দোলালেন অনেকেই। এক কথায় সব মিলিয়ে তৃণমূল প্রার্থীর জনসংযোগ কর্মসূচির এক সফল ছবিই ধরা পরল এদিন।

প্রসঙ্গত, নারায়ণতলা ব্যায়াম সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল এই গোপাল সেবা অনুষ্ঠানের। এই সমিতিরও ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল সৌগতর মুখে। বলেন, 'নারায়ণতলা ব্যায়াম সমিতির এটা অসাধারণ উদ্যোগ। মোট এক হাজার একটা গোপালের মূর্তি এনেছেন মহিলারা। গোপাল বিশেষভাবে প্রিয় মহিলাদের কাছে। গোপালের শিশু সুলভ সারল্য ওদের খুব ভালো লাগে। এত বড় প্রচেষ্টা আমি এর আগে দেখিনি। এটা একটা দেখার মতো জিনিস। ওরা দু'হাজার লোককে খাওয়াচ্ছে। খুবই সুন্দর পরিবেশ।' তবে এদিন নিজের নাচ নিয়েও কথা বলতে দেখা যায় সৌগতকে। সকলের নাচ দেখে যে ধর্মের টানে তিনিও মেতে উঠেছিলেন তাও বলেন অকপটে। সৌগতর কথায়, 'রাধে রাধে গানটা তো উত্তর ভারতের। সবাই এই গানের সঙ্গে মেতে ওঠেন। এর মধ্যে কোনও অভব্যতা নেই, রাজনীতি নেই। সবাই করে। সবাই নাচছে দেখে নাচতে ইচ্ছা হল।'

পুলিশকর্তার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউ মার্কেট দোকানদারের কাছে নিজেকে পুলিশকর্তার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে কয়েক হাজার টাকার জামাকাপড় কিনে প্রতারণা করলেন এক মহিলা। ধৃতের নাম সুস্মিতা মাঝি। তিনি দোকানে কেনাকাটি করে দোকানদারকে জানান, নগদ টাকা তাঁর সঙ্গে নেই, চেক বা অনলাইনেও পেমেন্ট করতে যান্ত্রিক সমস্যা রয়েছে। তার পরে ঠিক হয়, মহিলার সঙ্গে দোকানের এক কর্মী যাবেন টাকা আনতে। অভিযোগ, ওই কর্মীকে টাকা না দিয়ে মাঝপথে গাড়ি থেকে নামিয়ে চম্পট দেন মহিলা। তবে অভিযোগ দায়েরের এক দিনের মধ্যেই ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে ওই জামাকাপড়ও।

পুলিশের দাবি, ওই মহিলা এর

> পুলিশকর্তার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে কয়েক হাজার টাকার জামাকাপড় কিনে প্রতারণা করলেন এক মহিলা। ধৃতের নাম সুস্মিতা মাঝি। তিনি দোকানে কেনাকাটি করে দোকানদারকে জানান, নগদ টাকা তাঁর সঙ্গে নেই, চেক বা অনলাইনেও পেমেন্ট করতে যান্ত্রিক সমস্যা রয়েছে।

আগেও প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কোনও পুলিশকর্তার যোগ নেই বলেও তদন্তকারীদের দাবি। তাঁকে পর্ণশ্রী এলাকায় তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ।

ঝড়-বৃষ্টি হলেও গরমের দাপট থাকবে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার সকাল থেকেই কলকাতার আকাশের মুখভার। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, ঝড়-বৃষ্টি হলেও গরমের দাপট চলতে থাকবে। রাজ্যে আরও বাড়বে গরম। আগামী দুই দিনে বঙ্গে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়বে। যার জেরে কলকাতার পারা একেবারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে চলে যেতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি সবথেকে বেশি তাপমাত্রা বাড়তে পারে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। মৌসম ভবন বলছে, বিশেষ করে পুরুলিয়া আর বাঁকুড়াতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রির কাঁটা ছুঁয়ে ফেলতে পারে। সোমবার ও মঙ্গলবার দুই দিনই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। দিন ও রাত, দুই সময়ের তাপমাত্রা বাড়বে। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, বর্তমানে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতে রয়েছে। আরও একটি অক্ষরেখা রয়েছে কর্নাটক থেকে মধ্যপ্রদেশের উপর।

একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে অসম, বিহার, রাজস্থানের উপর। নতুন আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে ওড়িশাতে। এদিন বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। পার্বত্য এলাকা ও সংলগ্ন জেলায় বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিকে শনিবারে পানাগড়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাঁকুড়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মেদিনীপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুরের তাপমাত্রা বেড়ে ৩৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৪৯ থেকে ৯৩ শতাংশের আশপাশে। চড়া রোদ, অস্বস্তি বাড়াচ্ছে আর্দ্রতাও। সোমবার কলকাতায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে দমকা ঝড় ও বৃষ্টির পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং দমকা ঝড়ের গতি ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার হতে পারে।

বেআইনি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ২ রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বরানগর: বেআইনি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ২ রোগীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। বেশকিছুদিন ধরে বেআইনি নেশামুক্তি কেন্দ্র চলছিল বরানগরের ঋষি অরবিন্দ সরণি এলাকায়। আর এই নেশামুক্তি কেন্দ্রেই দুই রোগীর মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার খবর জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযোগ ওঠা নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্তা দেবজিৎ সরকার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকাবাসী। পুলিশ পরে তা নিয়ন্ত্রণে আনে।

বরানগর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঋষি অরবিন্দ সরণি এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্র চালাতেন দেবজিৎ সরকার নামে অভিযুক্ত ব্যক্তি।

কিন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ, তা যে নেশামুক্তি কেন্দ্র হবে, সেটা জানানো হয়নি বাড়ির মালিককে। বলা হয়েছিল, দু'জন ভাড়া থাকবেন। পরবর্তীকালে জানানো হয়েছিল, সেখানে ডাক্তার আসবেন, রোগী দেখবে চলে যাবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রায় ৫০ জনের উপরে এই বাড়িটিতে থাকতে শুরু করে। কিন্তু পরে আশেপাশের বাসিন্দারা জানতে পারেন, ওই বাড়িতে বেআইনিভাবে নেশামুক্তি কেন্দ্র চালাচ্ছেন ওই দেবজিৎ সরকার। অভিযোগ, তাঁরা এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি।

বাড়ির মালিকের অভিযোগ, নেশামুক্তি কেন্দ্র নিয়ে যখন দেবজিৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বাড়ির মালিকের কাছে ঘর ছেড়ে দেওয়ার জন্য সময় চান। কিন্তু শনি ও রবিবার পর পর দু'জনের মৃত্যু হয় ওই কেন্দ্রে। অভিযোগ, নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীদের উপর অত্যাচার চালাত সেখানকার কর্মচারীরা। আর তার জেরেই দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। স্বভাবতই রবিবার এনিয়ে তোলপাড় গোটা পাড়া। এলাকাবাসী বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে নেশামুক্তি কেন্দ্রটি চালানো দেবজিৎ সরকার নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

সম্পাদকীয়

মেঘনাদবধ কাব্য-এর মধ্যে রাবণের পরাজয়কে ‘ট্র্যাজিক মাহাত্ম্য’ বলেছিলেন মধুসূদন দত্ত

তরুণ রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্য-র তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন তাঁহারা... রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন।...’ অল্পবয়সি রবীন্দ্রনাথের এই ভুল ভেঙেছিল তাঁর পরিণত বয়সে, যে-কথা প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সলজ্জ সংশোধন-সহ তাঁর কথাগুলো প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। ভারতী পত্রিকার ভাদ্র ১২৮৯ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, ‘...জ্জ ত্মত্রস্দ্ধন্ত্র টুখদ্ব খ:ত্মহন্ত স্খত্নত্নত্ত্ব, সেটা বড় যশের কথা নহে; তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন।’ মেঘনাদবধ কাব্য পড়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত হলেও বিবেকানন্দের সমর্থন ছিল মধুসূদনের এই মহাকাব্যের প্রতি। এই কাব্যের ওজস্বী ভাষা, ইন্দ্রজিৎ-রাবণের রাজসিকতা স্বামীজির প্রশংসার কারণ। এ কালের হিন্দুত্ববাদীরা স্বামীজির নানা ভাবনা ও কথার মধ্য থেকে কয়েকটি কথা বেছে নিয়ে, বাকিগুলো আড়ালে রেখে নিজেদের পালে হাওয়া টানতেই সচেষ্ট। তাঁরা মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য যথার্থ অর্থে অনুধাবন করেছেন কি না, সন্দেহ আছে। মধুসূদনের ক্যাপটিভ লেডি মাদ্রাজে প্রশংসিত হলেও কলকাতায় তেমন সমাদর পায়নি। এই কাব্যগ্রন্থ পড়ে গৌরদাসকে লেখা বেথুন সাহেবের চিঠি মধুসূদনের মনের মধ্যে গভীর প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। ফলস্বরূপ তার পর মাদ্রাজেই শুরু হয় মধুসূদনের সাহিত্যিক অজ্ঞাতবাসের অন্য পর্ব। তিনি ঠিক করেন বাংলা পড়বেন।; কারণ হল, ‘আই অ্যাম লুজিং মাই বেঙ্গলি ফাস্টার দ্যান আই ক্যান মেনশন।’ বলা বাহুল্য, মধুসূদনের কবিপ্রতিভার আসল বিস্ফোরণ দেখা গেল মেঘনাদবধ কাব্য-তে (১৮৬১)। রামায়ণের ঘটনা ও ফলাফলকে অপরিবর্তিত রেখে মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যে সম্পূর্ণ অচেনা, আধুনিক এক নিরীক্ষণ বিন্দু নির্মাণ করলেন। অযোধ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, নির্মাণ করলেন লঙ্কার দৃষ্টিকোণ থেকে। মেঘনাদবধ কাব্য ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকতা ও সাহিত্যিক সাহসের একটি উজ্জ্বল বাতিস্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর ঠিক সেই কারণেই তার রচয়িতা সগর্বে বলতে পারলেন; ‘আই ডেসপাইজ রাম।’ মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য-এর মধ্যে রাবণের পরাজয়কে ‘ট্র্যাজিক মাহাত্ম্য’ হিসাবে চিহ্নিত করলেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু তাঁর চোখে ‘বধ’; অন্যায় ভাবে। শিকারির ফাঁদে পড়া বাঘের মতোই। মধুসূদনের প্রতিভা শেষ বার জ্বলে উঠল বীরাঙ্গনা কাব্য-এ (১৮৬২)। প্রবন্ধকার এ ক্ষেত্রে যথার্থই বলেছেন; ইন্দ্রজিতের মতো বীরস্বামীর গর্বে বলীয়ান প্রমীলাও মধুসূদনের কাব্যে নিজ ভুজবলের প্রতি আস্থাশীল। প্রমীলার স্বাধিকারবোধ পাঠকের চোখ টানে। এই কাব্যেও কবি বেছে নিয়েছেন ১১ জন পুরাণ-প্রসিদ্ধাকে, তাঁদের স্বাতন্ত্র্য এবং সংবেদনা, তাঁদের দীপ্তি ও দাহকে। বীরাঙ্গনা-র উৎসর্গপত্রটি বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেছিলেন মধুসূদন দত্ত। আনন্দের কথা, নারী-মুক্তি সংগ্রামের দুই ভগীরথ ‘বীরাঙ্গনা’ নারীদের সম্মান জানালেন এ ভাবেই। আজকের হিন্দুত্ববাদীদের এ সবের মর্মার্থ অনুধাবন করার শক্তি আছে বলে মনে হয় না। তাঁরা দলের স্বার্থে রামকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিকতা স্থাপনেই ব্যস্ত।

আনন্দকথা

বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, “তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে?” আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, ‘তেল পুড়ে যাবে সলতে কমিয়ে দাও।’ এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে!

“বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তাহলে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

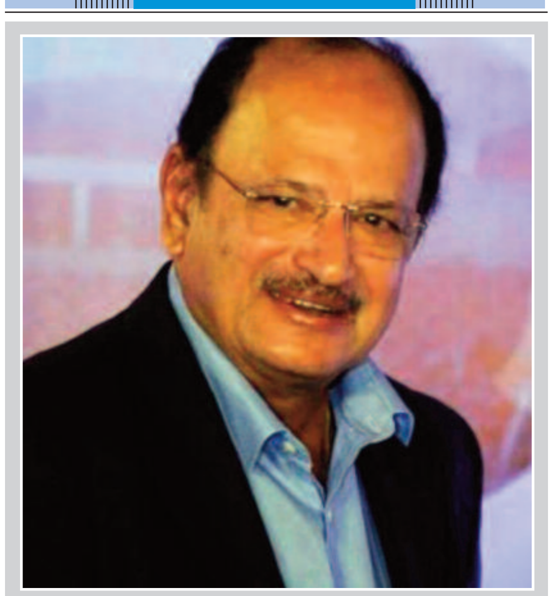

অজিত ওয়াদেকার

১৮৮৯ *আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা নেতা কে বি হেগড়েওয়ারের জন্মদিন।*
১৯৩৭ *ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ আনসারির জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট ক্রিকেটে খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকারের জন্মদিন।*

অঞ্জনা ভৌমিক-অসীমা মুখোপাধ্যায়-মিল্টু ঘোষ স্মরণে

বিশ্বনাথ বিশ্বাস

সদ্য চলে যাওয়া ফেব্রুয়ারি (২০২৪) মাসে স্বর্ণযুগের তিন নক্ষত্রের জীবনাবসান হল। যথাক্রমে — ১৭ ফেব্রুয়ারি অভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিক, ২০ ফেব্রুয়ারি সংগীত শিল্পী অসীমা মুখোপাধ্যায়, ২৯ ফেব্রুয়ারি গীতিকার মিল্টু ঘোষ। কাকতালীয় ঘটনা হল, ১৯৬৮ সালে ‘চৌরঙ্গী’ ছবিতে এঁরা একসাথে কাজ করেছিলেন। আর একই মাসে তাঁরা পরলোকে চলেও গেলেন। তাঁদের স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অঞ্জনা ভৌমিক

অভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিক প্রথম অভিনয় করে ছিলেন ১৯৬৪ সালে পীযূষ বসু পরিচালিত ‘অনুষ্টুপ ছন্দ’ ছবিতে। নায়ক ছিলেন বসন্ত চৌধুরি। ভালো ছবির জন্য ‘জাতীয় পুরস্কার’ পায় ‘অনুষ্টুপ ছন্দ’।

অঞ্জনা ভৌমিক মাত্র ১৪টি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় ছবি হীরেন নাগ পরিচালিত ‘থানা থেকে আসছি’ (১৯৬৫)। এই ছবিতে উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর প্রথম কাজ। যদিও তিনি উত্তমকুমারের নায়িকার চরিত্রে ছিলেন না। তৃতীয় ছবি ১৯৬৬ সালে চিত্ত বসু পরিচালিত ‘গৃহ সন্ধানে’। নায়ক দিলীপ মুখোপাধ্যায়। ছবিটি সুরারোপ করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই অমল মুখোপাধ্যায়। অঞ্জনার লিপে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন ‘নাইবা পেলাম আকাশ ভরা’ ও ‘সোনা ঝরা সন্ধ্যায়’। হেমন্ত গেয়েছিলেন ‘আঁধার তুমিই বলো কেন স্বপ্ন বলেই মনে হয়’ অনবদ্য গান । ওই বছর মুক্তি পায় চতুর্থ ছবি নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত ‘রাজদ্রোহী’ (১৯৬৬)। এই ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক প্রথম উত্তমকুমারের নায়িকা হন।

পঞ্চম ছবি ১৯৬৭ সালে অগ্রদূত পরিচালিত ‘নায়িকা সংবাদ’। নায়ক উত্তমকুমার। সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিতে অঞ্জনার লিপে স্মরণীয় হয়ে আছে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘কি মিষ্টি দেখো মিষ্টি’, ‘আজ চঞ্চল মন যদি’, ‘কেন এ হৃদয় চঞ্চল হল’। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন আরও এক স্মরণীয় গান উত্তমকুমারের লিপে ‘এই পূর্ণিমা রাত, কিছু সুর কিছুটা আবেশ, একি শুরু না শেষ’। ষষ্ঠ ছবি পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘মহাশ্বেতা’ (১৯৬৭) ছবিতে তাঁর নায়ক ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিতে হেমন্ত (অনিল চ্যাটার্জি-র লিপে) ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় (মাঃ মলয় চক্রবর্তী-র লিপে) দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন রবীন্দ্র সংগীত ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’। সংগীত রাজেন সরকার।

১৯৭৬ সালে মুক্তি পায় অঞ্জনা ভৌমিকের সপ্তম ছবি ‘চৌরঙ্গী’ ও অষ্টম ছবি ‘কখনো মেঘ’। ‘চৌরঙ্গী’-র নায়ক ছিলেন উত্তমকুমার। তাঁর লিপে মান্না দে গেয়েছিলেন ‘বড় একা লাগে এই আঁধারে’। অঞ্জনার লিপে শোনা যায় প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত ‘এই কথাটি মনে রেখো’। এই ছবিতে বিশ্বজিত’ও ছিলেন। তাঁর লিপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্লেব্যাক করেছিলেন সেই বিখ্যাত গান ‘কাছে রবে কাছে রবে, জানি কোনদিন হবে না সুদুর’। ছবিটি সুরারোপ করেন অসীম ভট্টাচার্য (মুখোপাধ্যায়)। ‘কখনো মেঘ’ ছবিও নায়ক ছিলেন উত্তমকুমার। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে আরতি মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন অঞ্জনার লিপে ‘সব দুষ্টু ছেলেরাই লক্ষ্মী’, ‘তোমায় দেখে ছবি এঁকে’, ‘হারিয়ে যেতে যেতে’। সুশীল মজুমদার পরিচালিত ‘শুকসারী’ (১৯৬৯) অঞ্জনা ভৌমিকের নবম ছবি। নায়ক সেই উত্তমকুমার । তাঁর লিপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন ‘কি কহিব প্রেম কথা’, আমি নই নই নই প্রিয়া’, ‘ও তোমার ডাগর কালো’, ‘কেন যে বুঝ না সখী’ এমন একগুচ্ছ গান। আর অঞ্জনার লিপে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্লেব্যাক করেন ‘দংশিল পীরিতি বুকে’। এই ছবির সুরকার ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

অঞ্জনা ভৌমিকের দশম ছবি ‘দিবারাত্রির কাব্য’ (১৯৭০)-র পরিচালক ছিলেন দুইজন, বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী। একাদশ ছবি নির্মল মিত্র পরিচালিত ‘প্রথম বসন্ত’ (১৯৭১)। দ্বাদশ ছবি শচীন অধিকারী পরিচালিত ‘রৌদ্র ছায়া’ (১৯৭৩)-তে উত্তমকুমারের সঙ্গে অঞ্জনা ভৌমিকের শেষ অভিনয়। ত্রয়োদশ ছবি বিশ্বজিতের সঙ্গে ‘ভাগ্যলিপি’ (১৯৭৯)। ছবির কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক নিরঞ্জন দে। এই ছবিটি তরুণ ও রণজিত জুটি সুরারোপ করেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটি অসাধারণ গান ছিল — ‘আশা কতটুকু ছিল মনে’। অঞ্জনা ভৌমিকের চতুর্দশ তথা সর্বশেষ ছবি ১৯৮৭ সালে নিরঞ্জন দে-রই পরিচালনায় ‘নিশিবাসর’। শেষ নায়ক ছিলেন বিশ্বজিত-ই।

অসীমা মুখোপাধ্যায়

সুরকার ও গায়িকা অসীমা মুখোপাধ্যায় প্রথম গান গেয়েছিলেন ১৯৬০ সালে হিস মাস্টার ভয়েস লেভেলে। তাঁর আধুনিক গানের গুরু শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে ‘আজি এই মধু মালতীর’ ও ‘যে গানে তোমার মন’। গীতিকার পবিত্র মিত্র। রেকর্ড নম্বর এন ৮২৯৩৫। তথ্যসূত্র শ্রীকানাইলাল সুরভূমি। তখন তিনি ছিলেন অসীমা ভট্টাচার্য। অভিনেতা পার্থ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শিল্পী নিজের সুরে গেয়েছিলেন ‘না আর বলো না’, ‘আকাশ সকাল কাঁদে সূর্যহীনা’, ‘সুখ যে সতীন কাঁটা’, ‘ও চম্পা রে তুই আয়’, ‘বালুকা বেলায় একা একা আমি’, ‘শুধু দিন নয় যুগ যুগ ধরে’ প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে অসীমা গেয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে ‘সেদিন তুমি চাইলে কেন’ ও ‘সবাই দেখেছে শুধু মুখের হাসি। ১৯৭৭ সালে হেমন্ত-র সুরে ও কণ্ঠের সঙ্গে গাওয়া ‘স্বপ্নের দেশ’ অসীমার উল্লেখযোগ্য গান। ১৯৮১ সালে পলিডর কোম্পানি থেকে হেমন্ত-র সুরে গেয়েছিলেন ‘আমার মনে মন্দিরে’ ও ‘বসন্তের হাওয়ায়’। গান দুটি লিখেছিলেন তাঁর স্বামী তথা অভিনেতা পার্থ।

অসীমা মুখোপাধ্যায় যেমন প্রথম গান গেয়েছিলেন গুরু শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে। তেমনি শিষ্যা অসীমাও তাঁর সুর করা প্রথম গান গুরু শৈলেন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে গাইয়ে ছিলেন। অসীমার সুরে হেমন্ত গেয়েছিলেন ১৯৭৫ সালে ‘যখন জমেছে মেঘ আকাশে’, ১৯৮১ সালে ‘তুমি যাবেই চলে আমি জানতাম’, মান্না দে গেয়েছিলেন ১৯৮১ সালে ‘দুঃখ আমার তোমায় যে ভালোবেসেছি’, ‘গোলাপের কাঁটা বলে কেউ’।

আকাশবাণীতে রম্যগীতি, এ মাসের গান অনুষ্ঠানে তাঁর সুরে অনেকে গেয়েছিলেন। পংকজ কুমার মল্লিকের সংগীত পরিচালনায় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ মহালয়াতে শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, অসীমা মুখোপাধ্যায় একসাথে গেয়েছিলেন ‘শুভ্র শঙ্খ রবে সারা নিখিল ধ্বনিত’। উত্তমকুমারের মহালয়া বলে পরিচিত ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ (১৯৭৬) অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন অসীমা। এতে অনেকের সঙ্গে উত্তমকুমার ভাষ্যপাঠে ছিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছেতে ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ সুরারোপ ও সংগীত পরিচালনা করে ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এবং তাঁর সঙ্গে অসীমা গেয়েছিলেন ‘তোমারি করুণাধারা ঝরালো, শান্তিসুধা ঝরালো, ভরিল ভুবন মন হর্ষে’।

চলচ্চিত্রে অসীমা প্রথম সুরারোপ করেছিলেন ১৯৬৮ সালে ‘চৌরঙ্গী’ ছবিতে। তাঁর সুরে ‘চৌরঙ্গী’-র স্মরণীয় গান - উত্তমকুমারের লিপে মান্না দের কণ্ঠে ‘বড় এক লাগে এই আঁধারে’, বিশ্বজিতের লিপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘কাছে রবে কাছে রবে’। এই গানের শেষে সুপ্রিয়া দেবীর লিপে হামিং দেন অসীমা। ‘চৌরঙ্গী’ ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন স্বয়ং অসীমা। পম্পি ফিল্মস্ ব্যানারে। অসীমা প্রথম প্রযোজনা করেন ১৯৬৫ সালে ‘দোলনা’ ছবিটি। সুরারোপ করেন তাঁর আধুনিক গানের গুরু শৈলেন মুখোপাধ্যায়। অসীমা মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত যে ছবিটি আলোড়ন ফেলে দিয়ে ছিল, সেই ছবিটি হল ১৯৭৫ সালের ‘বাঘবন্দী খেলা’। উত্তমকুমার অভিনীত একটি অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। হাড়হিম করা ভিলেনের চরিত্র উত্তম বীভৎস অভিনয় করেছিলেন।

‘চৌরঙ্গী’-এর পর সুরারোপ করেন। ১৯৭২ সালে ‘আজকের নায়ক’। মান্না দে ও রবি ঘোষ গেয়েছিলেন — ‘রাস্তা চলতে কেউ জানিনা জানিনা’, আরতি মুখোপাধ্যায় ও দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ‘যদি আমার এ মন আজ না হারাতাম’। ওই বছরেই উত্তম-অপর্ণা সেন অভিনীত ‘মেমসাহেব’ (১৯৭২)। এই ছবিতে অসীমা নিজের সুরে গেয়েছিলেন ‘বধূ এমন বাদলে তুমি কোথা’, ‘এমন সন্ধায় আকাশে গোধূলির রঙ’ এবং মান্না দের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে ‘আজ বুঝি পাখিরা’। এই ছবিটিও তাঁর প্রযোজিত। ১৯৭৭ সালে তাঁর সুরে ‘ফুলশয্যা’ ছবিটিতে হৈমন্তী শুক্লা গেয়েছিলেন ‘এক ভাবনার পথ দিয়ে চলতে’। ১৯৮২ সালে ‘শুভ রজনী’। এই ছবিতে অসীমার সুরে ও কণ্ঠের সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন অপূর্ব গান ‘সেই প্রথম দেখায় দেউলে হলাম’। লিখেছিলেন পার্থ।

১৯৮৩ সালে ‘তনয়া’ ছবিতে ভট্টাচার্য ছেড়ে অসীমা মুখোপাধ্যায় নামে তিনি সুরারোপ করেন । তাঁর সুরে এই ছবিতে ভিক্টর ব্যানার্জির লিপে হেমন্ত প্লেব্যাক করেছিলেন অনবদ্য গান - ‘আমি আঁধারে রঙ নিয়ে’। ১৯৮৫ সালে অসীমা সুরারোপ করেছিলেন ‘নিশান্তে’ ও ‘অবশেষে’ ছবি দুটি। ‘নিশান্তে’-র উল্লেখযোগ্য গান — ‘তোমাকে ভুলতে চেয়েছিলাম’ ও ‘ধুপ শুধু নিজেই পুড়ে’। ‘অবশেষে’ ছবিতে অসীমা সুরে সব গান লিখেছিলেন পার্থ মুখোপাধ্যায়। এবং নিজের লিপে স্বয়ং গেয়েছিলেন ‘ঈশ্বরের দোহাই বলি’ গানটি। অসীমা সুরারোপ শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ১৯৮৭ সালে ‘দাবার চাল’। ছবিতে আরতি মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন ‘আমি জানি ভোরের ঘাসে’, নির্মলা মিশ্র গেয়েছিলেন ‘বন্ধু চলো যাই’। ‘দাবার চাল’ ছবিতে আরও একটি মিষ্টি মধুর গান শোনা যায় হেমন্ত কণ্ঠে ‘গানের পাখি সুরের দিগন্তে’। মতান্তরে, এই গানটির প্রকৃত সুরকার নাকি সাগর সেন।

১৯৬৯ সালে ‘প্রতিদান’ ছবিতে শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে অসীমা ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দ্বৈতকণ্ঠে চিরস্মরণীয় ভালোবাসার গান — ‘আজকে আমায় সুরে সুরে ডেকে ডেকে দুরে দুরে চলে চলে যায়, আজকে আমায় গানে গানে মন দিতে চায়’।

অসীমা মুখোপাধ্যায়ের সংগীত জীবনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। হেমন্ত স্নেহধন্যা অসীমা-ই প্রথম প্রকাশ্য সংগীত অনুষ্ঠানে জীবিতাবস্থা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করেছিলেন, ১৯৭৫ সালে ১৬ জুন বিড়লা অ্যাকাডেমিতে।

মিল্টু ঘোষ

গীতিকার মিল্টু ঘোষ জন্মে ছিলেন ১ অক্টোবর ১৯৩৬ সালে। মিল্টুর সাফল্যের নেপথ্যে হেমন্ত ও অমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। এই দুই ভাইয়ের অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ।

মিল্টু ঘোষের লেখা সর্বপ্রথম গান প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে রেকর্ডে। সেই গানটি হল, সুধীন দাশগুপ্তের সুরে গীতা দত্তের কণ্ঠে ‘কাজল কাজল কুমকুম শিউলি ঝরে ঝুম ঝুম’। মিল্টুর লেখা গান অমল প্রথম গেয়েছিলেন ‘চাঁদের থেকে অনেক দুরে’ গানটি, নিজের সুরে, ১৯৫৯ সালে। অমলের সুরে হেমন্ত যেমন গেয়েছিলেন ‘জীবনের অনেকটা পথ একলাই চলে এসেছি’ ও ‘পৃথিবীটা যেন এক মজার সংখ্যা’। তেমনি হেমন্ত-র সুরে অমল গেয়েছিলেন ‘পদ্মদীঘির ধারে ধারে’, ‘টগবগ টগবগ ঘোড়া ছুটিয়ে’, ‘মনে হয় আবার আমি’, ‘হায় ছোট্ট বেলার সেই দিনগুলি’, ‘লাল নীল সাদা কালো’, ‘টাকডুমাডুম টাকডুমাডুম’, ‘বছর ঘুরে এলো আবার’, ‘মাগো তোমার আশীষটুকু’ প্রভৃতি মিল্টুর গান। এ এক অসাধারণ ট্রায়ো । আবার হেমন্ত নিজের সুরে গেয়েছিলেন মিল্টুর লেখা ‘গভীর রাতে হঠাৎ জেগে’, ‘সেই সে ফুলের গন্ধ আবার পেলাম’, ‘নাম তার মোছা গেল না’, ‘যখন মনের মেঘ বৃষ্টি ঝরায়’, ‘ভাবনার পানসিতে মন চলে ভেসে’ এমন চিরদিনের গান।

এছাড়াও মিল্টু ঘোষের গান জনপ্রিয় হয় গায়ত্রী বসু কণ্ঠে ‘মনে আমার আলো নেই’, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘চেয়োনা মোছাতে চেয়োনা’, নির্মলা মিশ্রের কণ্ঠে ‘ধুসর গোধূলি আকাশের মেঘ’, রানু মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘তুমি হঠাৎ আমায় কেন’, উষা উত্থুপের কণ্ঠে ‘আহা তুমি সুন্দরী কত কলকাতা’, পিন্টু ভট্টাচার্যের কণ্ঠে ‘এক তাজমহল গড়ো হৃদয়ে তোমার’, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘তোলপাড় তোলপাড় মনের কথা’, শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে ‘রুপের গরবিনী তোমায় আমি চিনি’, মলয় মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘শ্রীমতী যে কাঁদে’, সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘তোমার চোখেরই জল’, মুকেশের কণ্ঠে ‘মন্দ বলে লোকে বলুক না’, মৃণাল চক্রবর্তীর কণ্ঠে ‘কেন জানি না যে শুধু তোমার কথাই মনে পড়ে’, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘সেই চোখ কোথায় তোমার’, মান্না দে-র কণ্ঠে ‘তুই কি আমার পুতুল পুতুল সেই ছোট্ট মেয়ে’ — এমন অনেক গান। অভিনেতা বিশ্বজিত গেয়েছিলেন ‘তোমার ওই হরিণ চোখের’ ও ‘কখন নদীর তীরে সন্ধ্যায়’। মিল্টুর কথায়, অমলের সুরে।

ছায়াছবিতে মিল্টু ঘোষের লেখা গান প্রশংসিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল ‘প্রথম প্রেম’ (১৯৬৫) ছবিতে ‘অশ্রুতে মোর কান্নাতে মোর’ (হেমন্ত), ‘এত সুন্দর এই পৃথিবী’ (সন্ধ্যা), ‘অজানা শপথ’ (১৯৬৭) ছবিতে ‘ওগো বন্ধু আমার’ (আরতি মুখোপাধ্যায়), ‘ও আকাশ সোনা সোনা’ (হেমন্ত), ‘চৌরঙ্গী’ (১৯৬৮) ছবিতে ‘বড় এক লাগে এই আঁধারে’ (মান্না দে), ‘কাছে রবে কাছে রবে’ (হেমন্ত), ‘মেমসাহেব’ (১৯৭২) ‘আজ বুঝি পাখিরা’ (মান্না ও অসীমা মুখোপাধ্যায়), ‘দাবী’ (১৯৭৪) ছবিতে ‘এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে’ (সন্ধ্যা), ‘আমরা মস্তান পার্টি’ (হেমন্ত), ‘নানা রঙের দিনগুলি’ (১৯৭৭) ছবিতে ‘না না না খুলনা’ (হেমন্ত ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়), ‘রেঞ্জার সাহেব’ (১৯৭৮) ছবিতে ‘ও পাহাড় ও পাহাড় চলো না হারাই তোমার সাথে’ (বিশ্বজিত), ‘অরুণ বরুণ কিরণমালা’ (১৯৭৯) ছবিতে ‘সবুজ সবুজ গাছে লাল মুনিয়া’ (সন্ধ্যা), ‘হলদে সবুজ আর লাল সাদা’ (আরতি), ‘নিয়তি কি লিখেছে’ (হেমন্ত)। এছাড়াও গান লিখেছিলেন ‘দোলনা’ (১৯৬৫), ‘গৃহ সন্ধানে’ (১৯৬৬), ‘অঙ্গীকার’ (১৯৬৬), ‘রোদন ভরা বসন্ত’ (১৯৭৪), ‘ছুটির ঘন্টা’ (১৯৭৬), ‘এই তো সংসার’ (১৯৮০), ‘শোরগোল’ (১৯৮৪), ‘অমর জ্যোতি’ (১৯৮৯), ‘সংক্রান্তি’ (১৯৯০) প্রভৃতি ছবিতে। উল্লেখ্য ছবিগুলির সিংহভাগই অমলের সুর। নিতাই গোস্বামী-র সুরে ১৯৭৬ সালের অপ্রকাশিত ‘নেশা’ ছবিতেও মিল্টুর লেখা অসাধারণ ‘নদীরে নদী তুইরে আমার বন্ধু সুজন’ গেয়েছিলেন হেমন্ত ও জয়ন্তী সেন।

মিল্টু ঘোষ শেষ গান লিখেছিলেন ২০০০ সালে মান্না দে-র সুরে ‘মরেও শান্তি নেই’ নাটকে। মান্না দে-ই মিল্টুর শেষ গান গেয়েছেন — ‘বিচার হয় আদালতে’ এবং ‘সুন্দর হে সুন্দর’ ।

কাছে রবে কাছে রবে,
জানি কোনদিন হবে না সুদুর ...

রিল লাইফের র‍্যাঞ্চো বাস্তবে সোনম ওয়াংচুক জনস্বার্থে অনশনে

শুভজিৎ বসাক

২০০৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘থ্রি ইডিয়েটস’ সিনেমাটি মানুষের মনে উল্লেখযোগ্য ভাবে গভীর ছাপ ফেলেছিল এবং সিনেমার র‍্যাঞ্চো চরিত্রটির অনুপ্রেরণা ছিলেন লাদাখের বিশিষ্ট জলবায়ু কর্মী তথা শিক্ষা সংস্কারক সোনম ওয়াংচুক। তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবকে মুক্ত মনের নিরিখে ভাবতে পারেন, সাধারণ মানুষও বিষয়টি সহজাত ভঙ্গিতে গ্রহণ করেছিল। রিয়েল লাইফেও সেই চরিত্র তাঁর মধ্যে ব্যতিক্রমী নয়। সেই প্রেক্ষিতে সোনম ওয়াংচুক গত ২১ দিন ধরে লাদাখ রাজ্যের মর্যাদা ফেরাতে এবং হিমালয় রক্ষার দাবিতে অনশন করছিলেন। কিন্তু কেন্দ্র তাঁর কথা কানে তোলেনি। এখানে উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে লাদাখের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার আশ্বাস দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ সেইবছরই কেন্দ্র জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখকে আলাদা করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেয়। আশ্বাস দেওয়া হয় যে লাদাখের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষারও। তবে সেসব আশ্বাসের কোনওটাই পালন করেনি সরকার, সেই অভিযোগেই গত ৬ই মার্চ থেকে টানা ২১ দিনের অনশনের সিদ্ধান্ত নেন সোনম। শেষ পর্যন্ত ২৬ মার্চ অনশন ভঙ্গ করেন তিনি। তবে তিনি জনস্বার্থের দাবীগুলো থেকে সরে আসবেন না।

সোনম ওয়াংচুকের মূল চারটি দাবি হল- প্রথম, লাদাখকে রাজ্যের সম্মান দিতে হবে। লে এবং কার্গিল জেলার জন্য আলাদা আলাদা লোকসভা আসন নির্ধারিত হোক। দ্বিতীয়, লাদাখের জন্য আলাদা পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং তাতে চাকরির প্রক্রিয়া বলবৎ করা হোক। তৃতীয়, লাদাখের পরিবেশ রক্ষা করা ভীষণ প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্প স্থাপন না করার কারণে লাদাখের বাস্তুতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। আর সর্বশেষ হল লাদাখের সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল নিশ্চয়তার নিরাপত্তা বলবৎ করতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য, গত দুই বছরে ঘোষিত ‘উন্নয়ন’ প্রকল্পে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে গভীর আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কেন্দ্র সিন্ধু অববাহিকায় এবং এর উপনদীতে সাতটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে এবং ওএনজিসিকে পুগা উপত্যকায় একটি ভূ-তাপীয় শক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং এনটিপিসি দ্বারা একটি হাইড্রোজেন ইউনিট স্থাপনের জন্য কমিশন করেছে। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় সোনমের তোলা দাবীগুলো একদমই ভিত্তিহীন নয় আর উল্লেখ করতেই হয় আবহবিদদের মতামত যেখানে তাঁরা বারংবার করে বলেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের হাত ধরে লাদাখ, লে জেলা উষ্ণায়নের মাশুল দিচ্ছে। হিমালয় টপকে বর্ষা এখানে ঢোকে না বললেই চলে। স্বভাবতই বৃষ্টি কম হয়। তার সঙ্গে কমছে সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি। উষ্ণায়নের জেরে এখানে ঠান্ডা আর তুষারপাত দুটোই কমেছে। হিমবাহ গলছে। পরিবেশ ক্রমশ হয়ে উঠছে চরমভাবাপন্ন। উষ্ণায়নের জেরে পরিবেশ বদলে যাওয়ায় রুটিরুজির টানে লে-এর বিভিন্ন গ্রামের অনেকেই অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে হিমবাহের বরফ গলা জল নদীখাতে কতটা মিলবে, তা নিয়েও সন্দিহান বিশেষজ্ঞরা। অতএব এরপরে কেন্দ্রের অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রকল্পগুলো লে ও লাদাখের অবশিষ্ট প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে আঘাত হানবে সন্দেহ নেই।

পরিশেষে বলতেই হয়, প্রশাসন গঠনমূলক কাজে নানা পরিকল্পনার অভাবে বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, এক্ষেত্রে সোনম ওয়াংচুকের মত অভিজ্ঞ মানুষ সেই কাজের জটিলতা মুক্তিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারবেন তাই তাঁর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রের সম্মান জানিয়ে লে ও লাদাখের মানুষের জন্য উন্নয়নে সামিল হওয়া উচিৎ এতে পরিবেশও বাঁচবে, মানুষও ভবিষ্যতে দিশা খুঁজে পাবে।।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন
আমার বাংলা
কলকাতা, ১ এপ্রিল ২০২৪

কালবৈশাখী ঝড়ে জলপাইগুড়িতে মৃত ৪, আহত কমপক্ষে ৫০

শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর, ক্ষতিপূরণের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫০ জন। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। একইসঙ্গে নিয়ম মেনে জেলা প্রশাসনের তরফে মৃত এবং আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গে আগামী দু-তিনদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে বলে পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় এদিন বৃষ্টি হয়। বিকেল নাগাদ জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক জায়গায় ঝড় শুরু হয়। কিছুক্ষণের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায় বেশ কিছু এলাকা।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রবিবার বিকেলের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জলপাইগুড়ি শহর, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি। যে চার জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে দু'জন জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা। এক জন গোসালা মোড়ের বাসিন্দা। আর এক জন সেন পাড়া। বাকি দু'জন ময়নাগুড়ির বার্নিশ এলাকার বাসিন্দা। চার জনের মধ্যে তিন জন পুরুষ ও এক মহিলা।

ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতকাটা ও ময়নাগুড়ি এলাকার ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগান ও ধূপগুড়ি। অনেকেই আহত। ঘরদোর লন্ডভন্ড হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন বহু।

এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'হঠাৎ ভারী বৃষ্টিপাত এবং ঝড়ো হাওয়ায় রবিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি-ময়নাগুড়ি এলাকায় বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষের প্রাণহানি হয়েছে, আহত হয়েছেন বহু মানুষ, ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়েছে। গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, জেলা ও ব্লক প্রশাসন, পুলিশ, ডিএমজি এবং কুইক রেসপন্স টিম বিপর্যয় মোকাবিলায় কাজ করছে। ত্রাণ সরবরাহ চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দিতে সমস্ত ব্যবস্থা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ভোটে ঘরে বসে থাকলে শাস্তির হুঁশিয়ারি তৃণমূলের রাজ্য নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ভোটের সময় কাজ না করে ঘরে বসে থাকলে, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের রাজ্য নেতা ভি শিবদাসন। রবিবার আসানসোলে রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল তৃণমূলের জেলা কর্মিসভা। এই সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তৃণমূলের রাজ্য নেতা ভি শিবদাসন জেলার সমস্ত স্তরের নেতৃত্বকে উদ্দেশ করে বলেন, 'যারা ভোটের সময় কাজ না করে ঘরে বসে থাকবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দলের অন্দরে কারও বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ থাকলে ক্ষোভ ভুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য ভোটে লড়তে হবে এবং প্রার্থীকে জয়ী করাতে হবে।' মলয় ঘটক বলেন, 'টিভির পর্দায় মুখ না দেখিয়ে মাঠে ময়দানে নেমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কথা তুলে ধরতে হবে জনগণের মধ্যে।' আর প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, 'বিজেপি বিরোধী দলকে দমিয়ে রাখতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে মাঠে নামিয়েছে অথচ বর্তমানে বন্ড নিয়ে সব থেকে বড় দুর্নীতি করেছে বিজেপি, যা আজ দেশের সমস্ত মানুষ জেনে গিয়েছে।'

সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খান অভিযোগ করেন, 'এখনও পর্যন্ত আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করতে পারিনি। অপরদিকে নাম ঘোষণার পর এক দু'টি কর্মিসভা ছাড়া দীর্ঘদিন আসানসোলে দেখা মিলছে না তৃণমূল প্রার্থীর।' যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব জাহানার অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না। তৃণমূলের দাবি, তারা নিজেদের কর্মসূচি নিজেদের মতো করবেন এতে বামফ্রন্টের মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা ছাড়াও এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও মলয় ঘটক। এছাড়াও তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এডিডিএর চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং সহ জেলা নেতৃত্ব।

হুগলি উত্তরপাড়া প্রেস কর্নারের উন্মোচন করলেন পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও একই সঙ্গে হুগলি উত্তরপাড়া প্রেস কর্নারের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। যেখানে সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ পোর্টাল সাংবাদিকরা এক ছাদের তলায় একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন।

এদিন হুগলির কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় প্রেস কর্নার ও পোর্টাল সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসের ফিতে কেটে শুভ সূচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এদিন উপস্থিত ছিলেন কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভবেশ ঘোষ সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এদিন রাজ্যের একাধিক পত্র পত্রিকা সহ নিউজ পোর্টাল সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, হুগলি জেলার কানাইপুরে ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ১টি কেন্দ্রীয় অফিস ও প্রেস কর্নার এখানে উদ্বোধন হল। এবং নিউজ পোর্টালের বিভিন্ন চ্যানেলের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

হুগলি জেলার কানাইপুরের ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর একটি কেন্দ্রীয় অফিস এখানে উদ্বোধন হল। নিউজ পোর্টাল ও বিভিন্ন চ্যানেলের অধিকাংশ সাংবাদিকরা উপস্থিত আছেন। নির্বাচনের মধ্যেই এই অফিস উদ্বোধনের মধ্যে আমি আমন্ত্রিত হিসেবে এসেছি।

সংগঠনের সম্পাদক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী বলেন, এই প্রেস কর্নার জেলার সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের জন্যই। পোর্টাল সাংবাদিকদের গুরুত্ব দিনে দিনে বাড়তে থাকলেও এক ছাদের তলায় আশার প্রয়োজন ছিল। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সৌমিলি গঙ্গোপাধ্যায় চক্রবর্তী সহ অন্যান্য সাংবাদিক বৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের সহ-সম্পাদক বনস্পতি দে বলেন, সংগঠনের এই কর্মকাণ্ড পোর্টাল সাংবাদিকদের জন্য সমস্ত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট এবং পোর্টাল সাংবাদিকদের এক ছাতার তলায় থেকে হুগলি জেলায় একটি বৃহত্তম মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে।

সরকারটা না ভাঙলে নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: যতদিন না এই সরকারটা ভেঙে পড়ছে, ততদিনই নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে। কাটমানি খেয়ে, ঘুষ দিয়ে পুরাতন বাড়িগুলিতে মানুষকে রেখে তাঁদের জীবন সঙ্কটে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনার দায় কে নেবে, কটা টাকা দিলেই সব হয়ে যাবে। এই সরকারের হাতে কিছু নাই, এরা কিছু করতে পারবে না। এই ভাবে চলবে। কলকাতায় ফের নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ।

রবিবাসরীয় সকালে দৈনন্দিন কর্মসূচির মতোই বর্ধমানের মোহনবাগান মাঠে প্রাতর্ভ্রমণে যান বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। মোহনবাগান মাঠ থেকে তিনি চলে যান গোলাপবাগের বিধান চন্দ্র রায়ের স্ট্যাচুর কাছে। সেখানে মাল্যদান করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তির সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ে করেন। এরপর তিনি শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে যান। সেখানে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের পাশাপাশি পুরনো আরএসএস কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এরপর রাজবাড়ির লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরে যান দিলীপ ঘোষ। সেখান থেকে আসার পথে রাজবাড়ির সামনে রাজার মূর্তিতে মাল্যদান করেন। তারপর তিনি সোনাপট্টির বটতলায় চায়ে পে চর্চার আসরে অংশ নেন। দিলীপ ঘোষকে হারানোর জন্য তৃণমূলের কাছে বিজেপির পক্ষ থেকে বার্তা গিয়েছে বলে কুণাল ঘোষের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দিলীপবাবু কটাক্ষের সুরে বলেন, 'কুণাল ঘোষ আগে তৃণমূল পার্টিটা নিয়ে চিন্তা করুক। তৃণমূলটা উঠে যেতে চলেছে, এবার উনি কোন পার্টিতে জয়েন করবেন তা ঠিক করুক। ওনার অবস্থা এখন গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের মতো, বিজেপিকে নিয়ে সারা দেশ ভাবছে।'

দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ওনারা কিছু করতে পারে নাই, অন্যরাও কিছু করে উঠতে পারবে না বলে দাবি করেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'উনি এত দিন প্রচারে নামেননি কেন। ওনার মাথার স্টিকারটা কবে খুলবেন, ভোটের আগে না শেষ হওয়ার পর। ভোটের আগে চোট, এটাই ভোটের রেসিপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বিধি ভেঙে গার্লস হস্টেলের উদ্বোধনের অভিযোগ, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নির্বাচন কমিশনের আদর্শ আচরণ বিধিকে কেয়ার না করে রীতিমতো তারিখ লেখা ফলক লাগিয়ে কলেজ হস্টেলের উদ্বোধন করার অভিযোগ উঠল বিষ্ণুপুরের 'দলবদলু' বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। যা নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি।

ভোটের মুখে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে বারবার বিভিন্ন বিতর্কে অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে শাসকদলকে। কখনও বিক্ষুব্ধ নির্দলদের দলে টেনে আবার কখনও বিজেপির দেওয়াল লিখন মুছে বিতর্কের মুখে পড়েছে তৃণমূল। এবার বিষ্ণুপুরের 'দলবদলু' বিধায়ক তন্ময় ঘোষ নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উদ্বোধন করে দিলেন আস্ত একটি গার্লস হস্টেল।

জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুরের রামানন্দ কলেজের নিবেদিতা গার্লস হস্টেলের সংস্কার কাজ চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। সম্প্রতি সেই সংস্কারের কাজ শেষ হয়। এরপর শনিবার রীতিমতো ঘটা করে সেই হস্টেলের ফলকের আবরণ উন্মোচন করে সংস্কার করা হস্টেলের উদ্বোধন করেন ওই কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। যা অস্বস্তিতে ফেলেছে তৃণমূলকে।

তন্ময় ঘোষ ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করলেও, কয়েক মাসের মধ্যে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। স্বাভাবিক ভাবে ভোটের মুখে তন্ময় ঘোষের এমন কাজে বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না তৃণমূলের কেউ। অস্বস্তিতে পড়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে রামানন্দ কলেজ কর্তৃপক্ষও। বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই তন্ময় ঘোষ প্রচারে খুব ব্যস্ত বলে দাবি করেন।

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সালকিয়া (০১৪১৪)
৬১, শ্রী অরবিন্দ রোড, সালকিয়া,
জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৬,
ইমেল : sbi.01414@sbi.co.in

স্বর্ণ অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই সালকিয়া শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে স্বর্ণঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যারা যথাযথভাবে নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি স্বর্ণঋণ (গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : মায়া সামন্ত এবং সন্দীপ সামন্ত

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ সি	মোট ওজন ৩৪.৪৯০ গ্রাম নিট ওজন ২৭.৫০০ গ্রাম	২টি বালা
২.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ সি	মোট ওজন ৩৬.৪৬০ গ্রাম নিট ওজন ২৮.০০০ গ্রাম	৪টি বাউটি
৩.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ সি	মোট ওজন ৯১.০১০ গ্রাম নিট ওজন ৭৬.৫০০ গ্রাম	৬টি চুড়ি
৪.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ সি	মোট ওজন ৬১.৪৩০ গ্রাম নিট ওজন ৪৮.০০০ গ্রাম	১টি চেন লকেট সহ
৫.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২০ সি	মোট ওজন ৪৯.৯৭০ গ্রাম নিট ওজন ৪২.৪০০ গ্রাম	২টি চুড়
৬.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২০ সি	মোট ওজন ৩৩.৮৪০ গ্রাম নিট ওজন ২৮.৭০০ গ্রাম	১টি ব্রেসলেট
৭.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২০ সি	মোট ওজন ৩০.১৩০ গ্রাম নিট ওজন ২৫.৬০০ গ্রাম	১টি ব্যাঙ্গল
৮.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ সি	মোট ওজন ১১.৮৩০ গ্রাম নিট ওজন ৮.৮০০ গ্রাম	১টি বটম সেট
৯.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ সি	মোট ওজন ৬৯.২৪০ গ্রাম নিট ওজন ৬২.৩০০ গ্রাম	১টি নেকলেস
১০.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ সি	মোট ওজন ২৯.৪৪০ গ্রাম নিট ওজন ২৬.৪০০ গ্রাম	২টি দুল পাশা সহ
১১.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ সি	মোট ওজন ১৩.৫৮০ গ্রাম নিট ওজন ১০.৪০০ গ্রাম	১টি নেকলেস
১২.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ সি	মোট ওজন ২৪.৩৪০ গ্রাম নিট ওজন ২১.৯০০ গ্রাম	৪টি দুল
১৩.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ সি	মোট ওজন ৮.৫২০ গ্রাম নিট ওজন ৭.৬০০ গ্রাম	৭টি ইয়ার রিং
১৪.	০৮.০৪.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ সি	মোট ওজন ২৯.২১০ গ্রাম নিট ওজন ২৬.২০০ গ্রাম	১টি মানতাসা

স্থান: সালকিয়া, তারিখ: ০১.০৪.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কাঠের উনুনে ফুঁ দিয়ে বিজেপির সমালোচনায় সরব সুজাতা মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রচারের ফাঁকে ঢুকে পড়লেন গৃহস্থের রান্নাঘরে। সেখানে জ্বলন্ত কাঠের উনুনের পাশে বসে ফুটতে থাকা ভাতের হাঁড়ি দেখিয়ে প্রার্থী সরব হলেন কেন্দ্র সরকারের সমালোচনায়। প্রচারে বেরিয়ে এমন কাজই করলেন বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল।

প্রচারে বেরিয়ে বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের কাণ্ড কারখানায় কখনও বিতর্ক তৈরি হয়েছে, কখনও আবার তাঁর কাণ্ড কারখানা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের বেগে। রবিবারও প্রচারে বেরিয়ে তেমনই এক কাণ্ড করে বসলেন সুজাতা মণ্ডল। রবিবার সকালে স্থানীয় বিধায়ক ও পুরপ্রধানকে সঙ্গে নিয়ে সুজাতা মণ্ডল প্রথমে যান বোলতলা বুড়ো শিবের মন্দিরে। সেখানে পুজো দিয়ে বিষ্ণুপুর শহরে পায়ে হেঁটে প্রচারে বের হন। প্রচারে গিয়ে এক গৃহস্থের হেঁসেলে ঢুকে পড়েন তিনি। সেখানে তখন জ্বলন্ত কাঠের উনুনে ভাত ফুটছিল। নিজেই জ্বলন্ত উনুনের সামনে ফুঁ নল হাতে বসে পড়েন সুজাতা মণ্ডল। পরে বাড়ির গৃহবধূকে পাশে বসিয়ে গ্যাসের দাম নিয়ে কেন্দ্রের কড়া সমালোচনা করেন সুজাতা মণ্ডল। সমালোচনা শেষে হাতে থাকা ফুঁ নলের সাহায্যে উনুনে ফুঁ দিয়ে সুজাতা দাবি করেন, সামনের নির্বাচনে এভাবেই ফুঁ দিয়ে বিষ্ণুপুর লোকসভা থেকে তিনি বিজেপিকে উড়িয়ে দেবেন।

তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সিঙ্গুরে বৈঠক বিধায়ক বেচারাম মান্নার

হরিপালে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগকে নিয়ে বৈঠকে বিধায়ক করবী মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্য সরকারের উন্নয়ন, আর্থিক অনুদান ও কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনাকে প্রচারে এনে কেন্দ্র বিরোধী জনমত গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তৃণমূল। লোকসভা ভোটের ময়দানে রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, বার্ধক্যভাতা, জাতিগত শংসাপত্র ও কৃষকদের জন্য কিষান ক্রেডিট কার্ডের মতো প্রকল্পে যাঁরা সুবিধা পাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীদের বৈঠক করিয়ে ভোট বাক্স সুরক্ষিত রাখার কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। হুগলি কেন্দ্রে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গুরের গোপালনগরে সরকারি সুবিধাপ্রাপ্তদের সঙ্গে বৈঠক করেন সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না। সেখানে উপভোক্তাদের কাছে রচনা সরাসরি জানতে চান রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পে তাঁদের কতটা সুবিধা হয়েছে? উত্তর দিতে গিয়ে একাধিক মহিলা জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। গ্রামের মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মাসে মাসে নগদ টাকা মেলায় আর্থ সামাজিক অবস্থার বদল হয়েছে। এক মহিলা বলেন, 'আমার স্বামী পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কোনও রকমে খেয়ে পরে বেঁচে আছি। কিন্তু কয়েক বছর ধরে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছি। এখন আমার ওষুধেরও টুকটাক হাত খরচ এই টাকায় হয়ে যায়।' মেয়ের বিয়ের খরচ মেটাতে অনেকাংশে সহায়ক হয়েছে রাজ্য সরকারের রূপশ্রী প্রকল্প বলে জানান আরেক মহিলা। তিনি বলেন, 'আমাদের মতো আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পরা পরিবারগুলির মেয়েদের বিয়ের খরচ নিয়ে কোনও সরকার মাথা ঘামায়নি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী রূপশ্রী প্রকল্প চালু করে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এটা অনেক বড় প্রাপ্তি।' সিঙ্গুরের পাশাপাশি হরিপাল বিধানসভার দ্বারহাট্টাতে আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগকে নিয়ে সরকারি সাহায্য প্রাপ্তদের সঙ্গে বৈঠক করে খোঁজখবর নেওয়া হয়। সেখানে ছিলেন বিধায়ক করবী মান্না। লোকসভা নির্বাচনে প্রথম ভোটে দাঁড়িয়েছেন মিতালি। তাঁকে হাতের কাছে পেয়ে একজন বলেন, 'আমাদের হরিপালে বাড়ি। আমফান ঝড়ে মাটির বাড়ি ধসে গিয়েছিল। বিধায়কের উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েত আবাস যোজনায় ঘর তৈরি করে দিয়েছেন।' প্রবীণ মহিলা বলেন, 'বার্ধক্য ভাতা পাওয়ায় আমরা বয়স্করা একটু ইচ্ছে মতো খরচ করতে পারছি। ছেলেমেয়ের কাছে হাত পাততে হচ্ছে না।' বেচারাম মান্না বলেন, 'কেন্দ্র গরিব মানুষের টাকা আটকে রেখে পুঁজিপতিদের সুবিধা দিচ্ছে। রেকর্ড সংখ্যক আসন নিয়ে দিল্লিতে অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করবে তৃণমূল।'

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: রবিবার সকালে হাওড়া শ্যামপুর থানায় এলাকার গজলায় রূপনারায়ণ নদের চড়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ দিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে খবর ওই ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪০। মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে।

রবিবাসরীয় প্রচার সারলেন তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: রবিবারের প্রচার সারলেন বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। বনগাঁ লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস রবিবার সকাল থেকে গোবরডাঙা কালীবাড়ি মন্দিরে প্রসন্নময়ী কালী মায়ের কাছে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন গোবরডাঙা পুর এলাকায়। এদিন পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রচার সারলেন বিশ্বজিৎ দাস। শতাধিক কর্মীকে নিয়ে হুডখোলা গাড়িতে করে গোবরডাঙা পুর এলাকা বিভিন্ন রাস্তায় তিনি ঘোরেন এবং মানুষের সঙ্গে পায়ে হেঁটেও জনসংযোগ করেন।

মেসার্স শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন অধীন),
CIN No. U51909WB1996PTC078810
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্করাপসি কোড অধীনে কর্পোরেট দেনাদারের বিক্রয়
ডাক জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : সোমবার ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : শনিবার ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ই-নিলামের দিন, তারিখ এবং সময় : মঙ্গলবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)
শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় (লিকুইডেটরের অধীনে) লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর ২৮.০২.২০২৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এর আদেশ নং - IA (IB) No. 1424/KB/2023 CP (IB) No. 991/KB/2019-অধীনে।
ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম www.eauctions.co.in-এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি পরিমাণ (আইএনআর)	ডাক বর্ধিত পরিমাণ (আইএনআর)
বিকল্প সুবিধা/ ব্লক এ এবং/বা ব্লক বি এবং/বা ব্লক সি (পিসমিল ভিত্তিক)				
বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৮১, ৯ম তল, জসাল হাউস ফ্লোর পরিমাপ ১৮৫০ বর্গফুট, একটি কাজের লোকের কোয়ার্টার এবং অনাচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস অবস্থিত ৪এ, অকল্যান্ড স্কোয়ার, কলকাতা : ৭০০০১৭	এ	২,০৭,০০,০০০ টাকা	২০,৭০,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা
বাণিজ্যিক সম্পত্তি, বেসমেন্ট আনুমানিক ৫১০০ বর্গফুট অবস্থিত এ, সূর্য্য অ্যাপার্টমেন্টস, ১৪/১এবং ১৪/৭ ম্যাকেঞ্জি লেন, হাওড়া, এসি মার্কেটের নিকট, হাওড়া : ৭১১১০১	বি	২,১০,০০,০০০ টাকা	২১,০০,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা
ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ডি, বিল্ট আপ এরিয়া ১,২৩৮ বর্গফুট অবস্থিত ১১শ তল, ব্লক নং ৩, একতা ওলেন্ডার ভবনে, রাধানাথ চৌধুরী রোড, কলকাতা : ৭০০০১৫	সি	৮০,০০,০০০ টাকা	৮,০০,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাদি :
১. সমস্ত সম্পদ-এর বিশদ বিবরণ এবং ব্লক এ এবং/বা বি এবং/বা সি-এর সাথে যেকোনো মুলতুবি আইনি মামলা ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে হবে।
২. এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনো কারণ ব্যতীত এবং কোনো দায় ছাড়াই কোনো আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরপত্রদাতাকে গ্রহণ এবং/অথবা গ্রহণ না করার এবং প্রক্রিয়াটি বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩. সফল দরদাতা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের পুরানো বকেয়া, সোসাইটির পুরানো রক্ষণাবেক্ষণ বিল/সমস্ত প্রযোজ্য কর, শুল্ক/স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি ইত্যাদি বহন করবে।
৪. ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড-এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। www.eauctions.co.in পোর্টালে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর চিহ্নিত করবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিংকস্টার ইনফোসিস প্রা লি. যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৫. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স লিংকস্টার ইনফোসিস লিমিটেড-এর মাধ্যমে ই-নিলাম কঠোরভাবে **'যেখানে যেমন আছে' 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী www.eauction.co.in-এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিড নথির বিশদ বিবরণ এবং ইএমডি অর্থপ্রদানের বিবরণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে বর্ণিত নির্ধারিত সময়েরে মধ্যে নীচে দেওয়া ঠিকানায় নথিতথ্যের বা ইমেলের মাধ্যমে লিকুইডেটরের অফিসে পৌঁছাতে হবে।
৭. কেওয়াইসি সহ বিড ফর্ম/ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করার জন্য নথিগুলি **সোমবার, ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)** দাখিল করতে হবে। ইএমডি জমা হওয়া সাপেক্ষে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের যোগ্যতা লিকুইডেটর দ্বারা **শনিবার, ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে (বিকাল ৫টার পূর্বে)** ঘোষণা করা হবে।
৮. ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/shradhaagencies.ip@gmail.com-এ লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর ১৬.০৪.২০২৪ থেকে ২৭.০৪.২০২৪ পর্যন্ত সম্পদ/স্থান পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হবে।
৯. ব্লক এ এবং/অথবা ব্লক বি এবং/অথবা ব্লক সি-এর অধীনে সমস্ত ক্যাটাগরির নিলামের জন্য ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **শনিবার, ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)**।
১০. নির্ধারিত সময় এবং সংশোধন উপযুক্ত দরদাতাদের যথা সময়ে জানানো হবে।
১১. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে দেওয়া বিশদ বিবরণে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

মনীশ জৈন
IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরং কুঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১২
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০১.০৪.২০২৪
ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/shradhaagencies.ip@gmail.com, মোবাইল নং ৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১

বিজেপি প্রার্থীকে কবিতার বই উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে কবির কাছ থেকে কবিতার উপহার পেলেন উলুবেড়িয়া লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অরুণ উদয় পাল চৌধুরী। রবিবার উলুবেড়িয়া লোকসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী প্রচার করেন। নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে শ্যামপুরের বেলপুকুর থেকে অনন্তপুর পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। এদিন অনন্তপুর মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দা কবি মৃণাল হাতি ওরফে মিশন বাবু নিজের লেখা কবিতার বই প্রেরণা নিয়ে একটানা দাঁড়িয়ে ছিলেন একঘণ্টা। বিজেপি প্রার্থীকে হাতের কাছে পেয়ে তার লেখা বই উপহার হিসেবে তুলে দেন। এই ধরনের উপহার পেয়ে অরুণ বাবু জানান, 'এই উপহার অতিরিক্ত অক্সিজেন জোগালো' বলে মন্তব্য করেন বিজেপি প্রার্থী।

আউশগ্রামের জঙ্গলমহলে ছবির শুটিংয়ে কাজল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের কালিকাপুরে শুরু হয়েছে আগামী হিন্দি 'মা' ছবির শুটিং।

'ট্রায়াল' ছবির পর 'মা' ছবির শুটিংয়ে ফের পশ্চিমবঙ্গে আসলেন অজয়পত্নী কাজল। তাঁর সঙ্গে ছোট পর্দা কাঁপানো কেডি পাঠক চরিত্র খ্যাত রণিত রায়ও এসেছেন। শুক্রবার কলকাতা এয়ারপোর্টে নেমে সোজা বোলপুরে আসেন কাজল ও রণিত। তারপর সেখান থেকে শনিবার সকালে আউশগ্রামের জঙ্গলমহলে ভৌতিক ছবির শুটিং শুরু করলেন কাজল। আউশগ্রামের কালিকাপুর, আদুরিয়ার জঙ্গল সহ একাধিক জায়গায় নানান দৃশ্যের শুটিং রয়েছে কাজলের। শুধু দিনে নয় রাতেও করা হবে শুটিং। আউশগ্রামে কাজলকে একঝলক দেখতে সকাল থেকেই সেখানে ভিড় করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বলিউড সুপারস্টার অজয় দেবগন প্রোডাকশনের বিগ বাজেটের ভৌতিক ছবিতে এই প্রথম অভিনয় করবেন তাঁর স্ত্রী কাজল। জানুয়ারি মাসে শুটিং করার কথা থাকলেও তা কাজলের ব্যস্ততার জন্য পিছিয়ে যায়। বিশাল ফুরিয়ার পরিচালনায় 'মা' ছবিতে শুটিং করছেন কাজল। ছবিতে একাধিক চমক থাকছে বলে জানা গিয়েছে। তথাকথিত অ্যাকশন, রোমান্টিক ছবির পরে ভৌতিক ছবিতে নতুন লুকে ধরা দেবেন বঙ্গতনয়া কাজল।

একবছর ধরে বোলপুর, আউশগ্রাম সহ নানা জায়গায় শুটিংয়ের জন্য রেইকি করে যান অজয় দেবগন ও প্রোডাকশনের লোকজন। এদিন আউশগ্রামে একটি মন্দিরে পুজো দেওয়ার দৃশ্য গ্রহণ করা হয় কাজলের। তারপর দুই শিশুর খেলাধুলো সহ নানা দৃশ্য নেওয়া হয়। পাশাপাশি এই এলাকায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে সেখানেও শুটিং করার কথা রয়েছে রবিবার। বিগ বাজেটভিত্তিক ছবিতে কাজল একজন মায়ের ভূমিকা পালন করবেন বলে সূত্রের মাধ্যমে জানা গিয়েছে। এর বেশি ছবি সম্পর্কে বলতে নারাজ প্রোডাকশনের কেউ।

কাজলের শুটিং ঘিরে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে আউশগ্রাম জঙ্গলমহল জুড়ে। প্রচুর পুলিশি নিরাপত্তা রয়েছে গোটা এলাকায়। এগারো মাইল থেকে নানা রাস্তায় কড়া নজরদারি চালানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। কাজল বঙ্গতনয়া হলেও বহু বছর ধরে মুম্বই কাঁপিয়েছেন। নিজে বাঙালি হয়েও মারাঠি পরিবারের সুপারস্টার অজয় দেবগনকে বিয়ে করেছেন। দু'জনে একসঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজও করেছেন।

তবে এবার বাংলার জঙ্গলমহলে ছবির শুটিং করাটাও কাজলের কাছে চরম উৎসাহের। এর আগেও আউশগ্রামের কালিকাপুরের জঙ্গলে বলিউডের পিপ্পা, তিন, রসগোল্লা, খণ্ডহা, ফাঁদে পড়িয়া বগা কাঁদে রে, হনুমান ডট কম সহ একাধিক টলিউড বলিউড ছবির শুটিং হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ওপরে তৈরি পিপ্পার বেশির ভাগ দৃশ্য এখানে নেওয়া হয়েছে। জঙ্গলে মিলিটারি ট্যাঙ্কার নিয়ে যুদ্ধের পুরো দৃশ্য এখানে করা হয়েছে। তবে এবার কাজলের আসা নিয়ে শোরগোল পড়েছে আউশগ্রাম জুড়ে। চারদিন ধরে এই এলাকায় কাজলের শুটিং চলবে বলে জানা গিয়েছে।

গঙ্গার ভাঙন প্রতিরোধের কাজে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ

অভিযোগ অস্বীকার মানিকচক ব্লক কংগ্রেস সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গঙ্গার ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু হতেই কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠল মানিকচক ব্লক কংগ্রেস সভাপতিদের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনাকে ঘিরে রবিবার মানিকচক থানায় গঙ্গার ঘাটে কর্মরত মাঝিরা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের মুখে এমন ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। তৃণমূলের অভিযোগ, ভাঙন রোধের কাজ করছে রাজ্য সরকার। আর কাজের শুরুতেই এভাবেই দাদাগিরি মেরেই তোলাবাজির চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস। এমনকী কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভাঙন প্রতিরোধের কাজ নিয়ে উদাসীন মনোভাব দেখিয়ে চলেছে। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন মানিকচক ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই গঙ্গা নদীর ভাঙনের সমস্যা রয়েছে মানিকচকে। মানিকচকের যে সব এলাকায় ভাঙনের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে বর্ষার মরশুম আসার আগেই ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। যদিও নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই এই অর্থ বরাদ্দ করেছিল সেচ দপ্তর। কিন্তু রবিবার মানিকচকের মাঝিরা ঝাড়খমড থেকে যন্ত্রচালিত নৌকো করে বোল্ডার আনার পরই তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মানিকচক ব্লকের নারায়ণপুর গঙ্গার ঘাটে বোল্ডার ফেলার কাজ করতে গেলেই

দিতে হবে নাকি কাটমানি এমনই হুমকি দেওয়া হয়েছে মাঝিদের। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করাই মানিকচক ঘাটের কর্মরত মাঝিদের কাজ বন্ধ করে ঝাড়খণ্ডের মাঝিদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। এরপরই এদিন সকাল থেকেই মানিকচকের নারায়ণপুর গঙ্গার ঘাটে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়। পুরো বিষয়টি নিয়েই সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন মাঝিরা।

মানিকচক গঙ্গার ঘাটে ভাঙন প্রতিরোধের কাজে যুক্ত এক মাঝি তাহিদুল শেখ জানিয়েছেন, আমরা প্রায় ৫০ জন মাঝি, ঠিকাদারের মাধ্যমে নদীর ওপার ঝাড়খণ্ড থেকেই বোল্ডার আনার বরাত পেয়েছিলাম। এই কাজ আগামী এক থেকে দেড় বছর ধরে চলবে। অথচ আমাদের কাছ থেকে বোল্ডার আনার জন্য কাটমানি চেয়েছে এলাকার ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান। এর প্রতিবাদ করাতে এদিন চরম বচসা হয়। এরপর বাহুবল দেখিয়েই আমাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের মাঝিরা ওপার থেকে যন্ত্রচালিত নৌকোর মাধ্যমে বোল্ডার নিয়ে আসছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করাতেই এদিন ভাঙন রোধের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। এদিকে এলাকার কংগ্রেস নেতার এমন ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভাঙন প্রতিরোধের কাজ নিয়ে উদাসীন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মালদার মানিকচকে ভাঙন প্রতিরোধের কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন শুনেছি ওখানে বিরোধী দলের কেউ কাটমানি চাইছে মাঝিদের কাছ থেকে। এব্যাপারে পুলিশ যাতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেই সেই দাবি করেছি। জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার উদাসীন নয়। একটা সময় ফরাক্কা ব্যারেজ ভাঙন প্রতিরোধের কাজ অনেক করেছে। কিন্তু তৃণমূলের তোলাবাজদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে ঠিকাদারেরা চলে গিয়েছিল। এখন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই মানিকচক ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান জানিয়েছেন, মাঝিরা যে অভিযোগ করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গঙ্গার ভাঙনের প্রতিরোধের কাজের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। আসলে তৃণমূলের উস্কানিতেই এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক অভিযোগ করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ কোনোভাবেই বন্ধ যাতে না থাকে সেই দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে।

কেমন আছে সাংসদ দেবের মহিষদা গ্রাম?

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: এবারও ঘাটাল থেকে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন কেশপুর ব্লকের মহিষদা গ্রামের অধিকারী পরিবারের ছেলে দেব। পরপর দু'বারে জয়ী দেব এবার জিতলে হ্যাটট্রিক করবেন। ঘাটালের সাদামাটা মহিষদা গ্রামের ছেলে বিদায়ী সাংসদ অভিনেতা দেব জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। এলাকার মানুষজন কেমন রয়েছেন তা জানতে রবিবার পৌঁছে গিয়েছিলাম দেবের মহিষদা গ্রামে। গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চাইলাম, কেমন আছে দু'বারের সাংসদের মহিষদা গ্রাম?

প্রশ্ন করতেই গ্রামের গৃহবধূ মামণি মাল আক্ষেপের সুরে বললেন, মহিষাগ্রামের মানুষ ভালো নেই। যে জল খেয়ে বেঁচে রয়েছি সেই জলটুকুও পরিশুদ্ধ নয়। দেবকে যে রাস্তা দিয়ে ভোটটা দিতে যাব, যদি ভোটের দিন বৃষ্টি হয় তাহলে আর ভোটকেন্দ্রে যাওয়াই হবে না। রাস্তা একেবারেই যাতায়াতের অযোগ্য। ভোটটা তাকে দেব কি করে? দেবের পাড়ার বাসিন্দা ৭০ ঊর্ধ্ব মন্মথ মাল জানান, দেব গ্রামের ছেলে ঠিকই, কিন্তু গ্রামের জন্য সে কি করেছে যে আমরা ওকে ভোট দেব? গ্রামের মানুষ কেমন রয়েছে তা দেব নিজে এসে একবার দেখে যাক। বৃদ্ধ বলেন, দেবের নিজের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তাটাও খারাপ রয়েছে এখনও। বৃষ্টি হলে হাঁটু সমান কাদা উঠে যায়, সাইকেল নিয়ে যাওয়া যায় না। গ্রামের গৃহবধূ অনুশ্রী মাল জানান, জলের একটা কল রয়েছে, তাতে জল পড়লেও সে জল খাওয়া যায় না। রাস্তাঘাট খুব একটা ভালো নয়, আমি চাইব গ্রামের ছেলে গ্রামের উন্নয়নে নজর দিক। মহিষদা গ্রামের বাসিন্দা অমিত দোলই অভিযোগের সুরে জানান, পাকা রাস্তা থেকে দেবের নিজের বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটাই তো এখনো ঢালাই হল না, তাহলে সে গ্রামের উন্নয়ন কি করে করবে? গ্রামে কোনও উন্নয়নই হয়নি। গ্রামের মানুষের এই অভিযোগকে কার্যত স্বীকৃতি দিয়েছে বিরোধী দল বিজেপি। কেশপুর বিধানসভার বিজেপি কনভেনার অজয় কৃষ্ণ প্রধান বলেন, এরা নিজেরা চুরি করতেই ব্যস্ত, উন্নয়ন কিভাবে করবে? কেশপুরে কোনও উন্নয়নই হয়নি, বিশেষ করে দেব তার নিজের এলাকার দিকে নজরই দেন না। মহিষদায় বিশালক্ষ্মী মন্দির থেকে দেবের বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটা এতটাই খারাপ যে, মানুষ যাতায়াত করতে পারে না। তবে সব অভিযোগ উড়িয়ে কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা জানান, এটা মহিষদা গ্রামের গর্বের বিষয়, তাদের গ্রামের ছেলে সাংসদ হয়েছে। সাংসদের পাশাপাশি তিনি একজন অভিনেতা ও সেলিব্রেটি মানুষ। তার লোকসভার অন্তর্গত ৭ টি বিধানসভা রয়েছে। ৬ টি বিধানসভার উন্নয়ন করার পর, কেশপুরের উন্নয়নে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন দীপক অধিকারী। দেবের নিজের গ্রাম মহিষদার জন্য ১০ টি ঢালাই রাস্তার শুরু হয়েছে। তৃতীয়বার সাংসদ হওয়ার পরেই গ্রামের মানুষ তা পেয়ে যাবেন। অনেক গুলো প্রকল্পর কাজ শুরু হয়েছে, শেষ হওয়ার পরই গ্রামের মানুষ বুঝতে পারবেন তাদের জন্য কি করেছে দেব। দেবের দাদা স্বপন কুমার অধিকারী বলেন, দেব মানুষের কাজ করতে চান। ওনার সঙ্গে একমত হয়ে লোকাল লিডাররা কাজ করতে পারছেন না। আমি একসঙ্গে ছোট থেকে পড়াশোনা করেছি থেকেছি, আমি ওকে খুব ভালো জানি-চিনি। মনের দিক থেকে দেব খুব ভালো মানুষ। আমি দেবকে বলব গ্রামের মানুষের কৃষিজীবী মানুষদের জন্য ছোট ছোট ফার্মিংয়ের ব্যবস্থা করে উন্নয়ন করার। দেব এগিয়ে যাক, মানুষের কাজ করুক এটাই আমি চাই।

হিন্দমোটর সাংস্কৃতিক মঞ্চের পরিচালনা ২৪ থেকে ৩১ মার্চ হিন্দমটোর দেবাইপুকুরে নবমবর্ষ বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত সঙ্গীতশিল্পী সৌমিতা রায় চৌধুরী, দেবস্মিতা নাথ। নৃত্য শিল্পী শরন্যা সিনহা, পৌষালী চক্রবর্তী। আমন্ত্রিত নৃত্য প্রতিষ্ঠান শিবম ডান্স অ্যাকাডেমীর নৃত্য শিল্পীরা, পরিচালনা করেন, স্বরূপা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জী এবং স্বারিথ স্কুল ফর পারফর্মিং আর্টস এর নৃত্য শিল্পীরা, পরিচালনায় অনিন্দ্য সাহা। শিবম ডান্স অ্যাকাডেমীর অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শতরূপা চ্যাটার্জী। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় আটদিন ধরে থাকছেন প্রখ্যাত আবৃত্তিকার ও বাচিক শিল্পী পল্লব বিষ্ণু এবং অনিন্দ্য সাহা।

আমডাঙায় রাস্তা তৈরিতে উদ্যোগী হলেন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং এর অনুরোধ গ্রহণ করে, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক বারাসাত-বড়জাগুলি বিভাগে ৩৫২.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যারাকপুর লোকসভার অধীনে জাতীয় ৩৪ নম্বর মহাসড়কের ১৭.৬৭৯ কিলোমিটার ৪ লেন তৈরির কাজ অনুমোদন প্রদান করেছে। এ কাজ সম্পন্ন হলে এই এলাকার মানুষ সহ রাজ্যবাসী উপকৃত হবেন এবং এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নও হবে বলে দাবি করেন অর্জুন। এর জন্য, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর নেতৃত্বে উন্নয়নকে একটি নতুন মাত্রা দেওয়া দূরদর্শী মন্ত্রী নিতিন গডকড়িজিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ। তিনি বলেন, আমার কাছে ব্যারাকপুরের

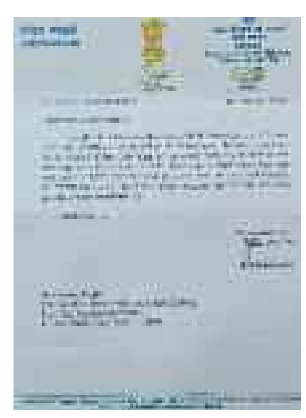

মানুষই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি সারাজীবন তাদের জন্য কাজ করে যাব। বহুদিন ধরে নানান অছিলায় কাজটি আটকে ছিল। উদ্যোগ নেওয়ার লোক ছিল না। আমি সর্বদাই মানুষের পাশে আছি এবং থাকব বলে জানান অর্জুন সিং।

বৃদ্ধা মাকে সঙ্গে নিয়ে মানব কল্যাণে সামিল হলেন তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ প্রচন্ড গরমের মধ্যেই শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে অন্যভাবে ভোট প্রচার সারলেন। তৃণমূলের একটি রক্তদান শিবিরে যোগদান করে মানব কল্যাণে সামিল হন তিনি। আরামবাগ পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের দলীয় অফিসে এই গরমে রক্তের চাহিদা পূরণ করতে একটি রক্তদান শিবিরের

আয়োজন করা হয়। সেখানে অসুস্থ অবস্থাতেই বৃদ্ধ মাকে নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন মিতালি। সেখানে নিজে সংবর্ধিত হওয়ার আগেই তিনি রক্তদাতাদের সংবর্ধনা দিয়ে দেন। প্রত্যেক রক্তদাতাদের মন ভালো রাখতে ও তাদের চাঙ্গা রাখতে একটি করে গোলাপ ফুল মেশানো ফুলের স্টিক প্রদান করেন। সকলকে বোঝান যেকোনও মাধ্যমেই জনসংযোগ করা যায়। এদিন, যেমন রক্তদান উৎসবের মধ্যে দিয়ে এখানে মানুষ রক্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তার এক বিন্দু রক্ত দিয়েই অপর একজন প্রাণ ফিরে পান। উল্লেখ্য, রবিবার ছুটির দিনে বৃদ্ধা মাকে নিয়েই রক্তদানে এসেছিলেন মিতালি বাগ। এদিন এই রক্তদানে এসেছিলেন বহু মানুষ। সকলেই যে রাজনীতি করেন তা নয়। এদিন মিতালি বলেন, অসুস্থ বলে বসে থাকলে তো চলবে না। আমি এদিন আমার মাকে নিয়ে বেরিয়ে পেরেছি। মা বলেছিলেন, মেয়ের জন্য আমিও পথে পথে ঘুরব। মানুষকে বোঝাব। যাতে তারা আমার মেয়েকে নয়, তারা যেন এই লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করেন। তাঁর হাতকে শক্ত করেন। আমাদের নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যদি পারেন তাহলে আমরা কেন পারব না। উনি রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছেন। মানুষের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন আর মানুষের কল্যাণে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। তাহলে আমরা কেন বসে থাকব। শুধু ভোটের সময়েই নয়,তৃণমূল সারা বছর মানুষের পাশে থাকে। সবমিলিয়ে মানবিক কাজে তিনি সামিল হওয়ার পাশাপাশি কৌশলে ভোট প্রচারও সারলেন মিতালি।

তৃণমূলের ব্যানার ছেঁড়া নিয়ে রাজনীতির তরজা, অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বনগাঁ লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিত দাসের ব্যানার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল স্বরূপনগরে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর বিধানসভার বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিত দাসের সমর্থনে গোবিন্দপুর অঞ্চলের গুনরাজপুর বাজার ও দত্তপাড়া বাজারে লাগানো হয়েছিল দুটি ব্যানার। রাতের অন্ধকাররে দুষ্কৃতীরা সেই ব্যানার ছিঁড়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি দুলাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির যিনি প্রার্থী হয়েছেন তিনি বেশ কয়েকদিন আগে স্বরূপনগর থানার বালতি হাইস্কুলের সামনে একটি জনসভায় উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন, তারপর থেকে বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী আমাদের ব্যানার ফেস্টুন ছিঁড়ে দিচ্ছে, পাশাপাশি তৃণমূলকে হেনস্তা করার চেষ্টা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকার। তিনি বলেন, তৃণমূলের যিনি প্রার্থী হয়েছেন তিনি বিজেপির বিধায়ক তাই তার দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে তাদের

দলের লোকেরা ব্যানার ফেস্টুন ছিঁড়ে বিজেপিকে দোষ দিচ্ছে। বিজেপি কখনো এই ধরনের রাজনীতি করে না, আগে সিপিএমের ঘাড়ে দোষ চাপাত। এখন বিজেপি শক্তিশালী তাই বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে তৃণমূল, এতে আমাদের কিছু এসে যায় না। আমরা ১০০ শতাংশ ওই আসন আমরা জয়ী হচ্ছি।

নাম ঘোষণা হতেই প্রচারে ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার সন্ধ্যায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঝাড়গ্রাম এসটি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে ডাক্তার প্রণত টুডুর নাম ঘোষণা করে। রবিবার ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে প্রার্থী প্রণত টুডুকে সংবর্ধনা জানান বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো সহ অন্যান্যরা। নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শহরের রঘুনাথপুর এলাকায় সিধু কানুর মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর নিজের হাতে দেওয়াল লেখেন বিজেপি প্রার্থী। সংবাদমাধ্যমকে প্রণত টুডু বলেন, দল আমাকে প্রার্থী করায় দলের জেলা, রাজ্যও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আমি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। দল আমার উপর আস্থা রেখেছে আমি দলীয় নেতৃত্ব ও

কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করব এবং গত নির্বাচনে দলের প্রার্থী যে ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবার তার চেয়ে বেশি ভোটে নির্বাচিত হব। জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে রবিবার সারাদিন ঝাড়গ্রাম শহরে প্রচার করেন প্রণত টুডু।

মতুয়া মহাসম্মেলনে সামিল হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মতুয়া মহাসম্মেলনে এসে মতুয়া ভক্তদের সঙ্গে ডঙ্কা বাজালেন তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া থানার আক্রমপুরে মতুয়া মহা সম্মেলনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন তাকে মতুয়ার ধর্মাবলম্বী মানুষরা বরণ করে নেয় পরবর্তীতে কাকলি ঘোষ দস্তিদার নিজে বেশ কিছুক্ষণ ডঙ্কা বাজিয়ে হরিচাঁদ গুরুচাঁদের মণ্ডপে প্রবেশ করে সেখানে পুজো দিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, মতুয়াদের বিরুদ্ধে যা যা ষড়যন্ত্র হয়েছে তা আমরা লড়াই করে রুখে দেব। এছাড়াও তিনি এবারের ভোটের মূল এজেন্ডা হিসেবে উন্নয়নকেই তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন।

জমি নিয়ে বিবাদ, শাবল দিয়ে দাদা ও বউদিকে খুন করল ভাই

থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: জমি নিয়ে বিবাদ দীর্ঘদিন ধরে। তার জেরে বৃদ্ধ বাবাকে থুতু দেওয়ার অভিযোগ ছোট ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদ করায় ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছে দাদা-বউদি। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে। শনিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘির ক্ষেতরাবাড়ি অঞ্চলের বালিয়াদিঘি গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম দীনবন্ধু পোদ্দার ও তার স্ত্রী কাজল পোদ্দার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় করণদিঘি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ভাই জগবন্ধু পোদ্দারকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে করণদিঘি থানার পুলিশ। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জগবন্ধু পোদ্দারের স্ত্রী বছর দুয়েক আগে মারা যায়। তারপর থেকেই পরিবারের মধ্যে গন্ডগোল লেগেই থাকত। শনিবার রাতে জগবন্ধু তার বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং তার গায়ে থুতু ছেটায়। দাদা দীনবন্ধু এই ঘটনার প্রতিবাদ জানালে তাকে লোহার শাবল দিয়ে আঘাত করে ভাই জগবন্ধু। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দীনবন্ধুর। এদিকে স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন স্ত্রী কাজল পোদ্দার। তাকে তড়িঘড়ি শিলিগুড়িতে নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তার। স্থানীয় বাসিন্দা শুমঙ্গল বিশ্বাস বলেন, আমরা সকালে জানতে পেরেছি, রাতে ছোট ভাই জগবন্ধু তার বাবার গায়ে থুতু ছেটায়। ঘটনার প্রতিবাদ করে বড় ভাই দীনবন্ধু। এরপর জগবন্ধু তার দীনবন্ধুর মাথায় লোহার শাবল দিয়ে আঘাত করে। তাকে বাঁচাতে আসলে দীনবন্ধুর স্ত্রী কাজলকেও একইভাবে আঘাত করে জগবন্ধু। এই ঘটনায় দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে।

অপরদিকে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মনোজ দাস বলেন, একটি জমি নিয়ে এই গন্ডগোলের সূত্রপাত। দীর্ঘদিন ধরেই ছোটখাটো ঝামেলা লেগেই থাকত। তবে শনিবার রাতে লোহার শাবল দিয়ে দাদা ও বউদি দুজনকেই আঘাত করে ভাই জগবন্ধু। পাশাপাশি এই ঘটনার পর অভিযুক্ত জগবন্ধু পোদ্দার করণদিঘি থানায় আত্মসমর্পণ করে বলেও জানান মনোজ বাবু। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে করণদিঘি থানার পুলিশ।

বিরিয়ানির দাম ৩০ টাকা, প্লেটের পর প্লেট বিকচ্ছো বাবলি দত্তের দোকানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ৩০ টাকায় বিরিয়ানি তৈরি করে হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন মালদা শহরের সিঙ্গাতলা এলাকার এক গৃহবধূ। রীতিমতো সকাল থেকেই ভিড় করছে স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ। পেট ভরে খাচ্ছেন সেই সস্তার বিরিয়ানি। এমনকী সস্তায় এই পুষ্টিকর বিরিয়ানি পেতে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে ক্রেতাদের। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে এত সস্তায় বিরিয়ানি বিক্রি করে সাধারণ ক্রেতাদের অবাক করে দিয়েছেন মালদা শহরের সিঙ্গাতলা এলাকার গৃহবধূ বাবলি দত্ত। রীতিমতো ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি মশলা ব্যবহার করেই বানাচ্ছেন এই বিরিয়ানি। যাতে অন্তত পেটের কোনও ক্ষতি হবে না বলেই দাবি করেছেন ওই বিরিয়ানি বিক্রেতা

বাবলিদেবী। বাড়ির সামনের বারান্দায় ছোট্ট একটি দোকানের মতো আকৃতি করেই ব্যাপক হারে এই বিরিয়ানির বিক্রি চলছে। বাবলিদেবীর বাড়ির সামনে রয়েছে একটি স্কুল। আর সেই স্কুলের শতাধিক পড়ুয়ারা ভিড় জমাচ্ছেন বিরিয়ানির দোকানে। বর্তমান সময়ে মুখরোচক খাবারগুলির মধ্যে অন্যতম বিরিয়ানি। যা অধিকাংশ পরিবার প্রায় দিনই খেয়ে থাকেন। আর এরই মধ্যে ৩০ টাকার বিরিয়ানি নিয়ে হাজির হয়েছেন সিঙ্গাতল এলাকার বাসিন্দা বাবলি দত্ত। সংসার সামলিয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলছে বিরিয়ানি বিক্রি। মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কয়েকটি বড় হাড়ির বিরিয়ানি শেষ হয়ে যাচ্ছে। রীতিমতো এলাকার মানুষদের অবাক করে দিয়েছেন বাবলিদেবী। বিক্রেতা গৃহবধূ বাবলি দত্ত জানিয়েছেন, গত তিনমাস আগেই নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বাড়ির সামনেই বিরিয়ানি তৈরি শুরু করি। সম্পূর্ণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে বাড়িতেই তৈরি হয় এই বিরিয়ানি। তারপরই সেটি সময়ের মধ্যে বিক্রি করা হয়। বাবলিদেবী আরো বলেন, এক প্যাকেট আলু বিরিয়ানির দাম ৩০ টাকা। ডিম বিরিয়ানির দাম ৪০ টাকা ও চিকেন বিরিয়ানির দাম ৫০ টাকা। এত কম দামে মালদা শহরে আর কোথাও বিরিয়ানি পাওয়া যায় না। এত কম দামে দিতে পারার কারণ হিসেবে বিক্রেতা বাবলিদেবী বলেন, অন্যান্য দোকানের থেকে তিনি একটু কম পরিমাণে বিরিয়ানি দিচ্ছেন। তাই কম দামে বিক্রি করতে পারছেন। যদিও এক প্লেট বিরিয়ানি একজন খেতে পারবেন। পেটেও ভরে যাবে। তার এই দোকানের সবচেয়ে বেশি ভিড় করে স্কুল পড়ুয়ারা। দোকানের সামনেই স্কুল রয়েছে। সেখানকার ছাত্ররা এখানে প্রচুর পরিমানে ভিড় করে প্রতিদিন। সকলেই যেন বিরিয়ানি খেতে পারেন তাই বিক্রেতা বাবলি দত্তের এমন উদ্যোগ।

ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা, দিল্লিতে জোটে থাকার স্পষ্ট বার্তা নেতৃত্বের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ: লোকসভা ভোটে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে বিরোধী একাধিক দলের ইন্ডিয়া জোট। তবে জোট হলেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠেছে শরিকদলগুলির মধ্যে।

তবে আসন্ন লোকসভা ভোটের আখে হেমন্ত সোরেন ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি ফের নতুন উদ্যোগে জুড়েছে তাদের। রবিবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মহা সমাবেশের ডাক দিয়েছিল ইন্ডিয়া জোট। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষরা। তাঁরা এদিন সাফ জানিয়ে দিলেন, ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূল ছিল, আছে, থাকবে। মনে করা হচ্ছে, ভোট পরবর্তী জোটের রাস্তা খোলা রাখলেন তাঁরা।

রবিবার থেকেই লোকসভা ভোটের প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরের ধুবুলিয়ায় দলীয় প্রার্থী তথা বহিষ্কৃত সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে জনসভা থেকে এদিন ইন্ডিয়া জোট নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। মমতার কথায়, 'ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছি। নামটাও আমার দেওয়া। ভোটের পর ওটা দেখে নেব।' ইন্ডিয়া জোটে জট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'বাংলায় সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকেই ভোট দেওয়া। আরও একটা লেজুড় মুসলিম পার্টি হয়েছে। সেটাকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া।' তিনি বলেন, 'আমরা একলা লড়ছি। আমি শুনেছি সিপিএম, কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটের হয়ে লড়ছে বলে বলেছে। আর এখানে তো জোটই হয়নি। এখানে ঘোঁট হয়েছে।' এতেই ইঙ্গিত ছিল, ভোটের আগে আসন সমঝোতা নিয়ে টানাপোড়েনের ফলে এককভাবে লড়াই করলেও প্রয়োজনে নির্বাচন পরবর্তীতে তিনি এই জোট নিয়ে সক্রিয় হতে পারেন।

অধিকারের দাবিতে সরব লাদাখ, 'পশমিনা মার্চের' পর হবে সিদ্ধান্ত

লাদাখ, ৩১ মার্চ: ষষ্ঠ তপসিল, পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা, লাদাখের পরিবেশে, জমি রক্ষায় আন্দোলন করে চলেছেন সেখানকার শিক্ষাবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজবিদ সোনম ওয়াংচুক। ২১ দিনের অনশন আন্দোলনের শেষে লাদাখিরা ৭ এপ্রিল সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে 'পশমিনা মার্চ' করতে চলেছেন। যেখানে তাঁরা দেখাতে চান কীভাবে লাদাখের জমি শিল্পের জন্য নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। লাদাখের প্রকৃত অবস্থা কী, কেন তাঁরা শঙ্কিত।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ৭ এপ্রিল সোনম ওয়াংচুকের 'পশমিনা মার্চ'-এর পরই লাদাখ কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারে অ্যাপেক্স বডি লে (এবিএল)। ২০১৯ সালে সংসদে জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠনের পর লাদাখ ও কারগিল জেলায় তৈরি হয় দুটি সংগঠন। লে-তে তৈরি হয় এবিএল। কারগিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ) কাজ করে কারগিলে। অরাজনৈতিক এই দুই সংগঠন মূলত লাদাখের দুই অংশের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। যাদের মূল দাবি হল, লাদাখকে ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা এবং পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া।

নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের হাত ধরে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েক দফায় নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনাও করেছে এবিএল এবং কেডিএ। যার শেষটি ছিল ৪ মার্চ। সেদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে হওয়া বৈঠকের পর থেকেই সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে আন্দোলন। ওয়াংচুকের আন্দোলন পরবর্তী অধ্যায়ে দেশের উত্তরতম লোকসভা কেন্দ্রে যথেষ্ট চাপে বিজেপি । সাংসদ জাময়াং শেরিং নামগিয়াল, লাদাখের বিজেপি সভাপতি ফুনচক স্টানজিন প্রত্যেকের গলাতেই একই ধরনের সুর,আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কারা জিতবে, বলা মুশকিল।

কংগ্রেসের মুখপাত্র শেরিং নামগিয়াল বলছিলেন, 'ওদের উপর সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। যার ফল ভোট মেশিনে পড়বেই।' কিন্তু তাঁদের হাসি থাকবে তো? বিকেলের দিকে এবিএলের কয়েকজন সদস্য উপস্থিত হন সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলন মঞ্চে। যেখানে বর্তমানে দশদিনের অনশন করছেন লাদাখের মহিলারা। সেখানেই এবিএলের অন্যতম শীর্ষনেতা সেরিং দোরজে লাকরুক বলছিলেন, 'বিজেপির উপর স্থানীয় মানুষ ক্ষুব্ধ। কংগ্রেসকেও দীর্ঘদিন সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ওরা এখনও প্রার্থী ঠিক করে উঠতে পারেনি। তাই আমরা ভাবছি, নিজেদের লড়াই নিজেরাই লড়ব। আসন্ন নির্বাচনে এবিএল অংশ নিতে পারে। ৭ এপ্রিল পশমিনা মার্চ হোক। তার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।' লাদাখ লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার প্রায় এক লক্ষ ৮২ হাজার। যার মধ্যে লাদাখে ৮৮ হাজার। বাকি ৯৪ হাজার কারগিলে। অ্যাপেক্স বডি লের আন্দোলনে কতখানি সাহায্য করবে কেডিএ, কংগ্রেসই বা কী করবে, নজর রাখতে হবে এই দিকগুলিতেও। কংগ্রেসের বর্তমানে সবথেকে বড় মাথাব্যথা লে না কারগিল, কোন এলাকা থেকে প্রার্থী বাছাই করা হবে, তা নিয়ে। কারণ যে অঞ্চল প্রতিনিধি পাবে না, সেখানে নির্দল প্রার্থী দাঁড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। একমাত্র নির্দল ও কংগ্রেসের মধ্যে ভোট কাটাকুটি বড় পর্যায়ে হয়ে গেলে, তবেই লাদাখে ফুটতে পারে পদ্ম। এই আশাই এখন করছে বিজেপি নেতৃত্ব।

হিত বিখ্যাত সংযুক্ত যমজ অ্যাবি হেনসেল

ওয়াশিংটন, ৩১ মার্চ: বিবাহিত বিখ্যাত সংযুক্ত যমজ অ্যাবি হেনসেল। জানা গিয়েছে, প্রায় ৩ বছর আগে তিনি গোপনে ২০২১ সালে নার্স এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ জোশ বোলিংয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। ৩৪ বছরের সংযুক্ত যমজ, অ্যাবি এবং ব্রিটনি হেনসেল প্রথম ১৯৯৬ সালে দ্য অপরাহ উইনফ্রে শোতে তাঁদের উপস্থিতির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব জীবনের ওপর একটি শো বানিয়ে সম্প্রচার করেন এক প্রাইভেট চ্যানেলে।

সম্প্রতি অ্যাবি হেনসেল ফেসবুক প্রোফাইলে নিজের ছবি পরিবর্তন করেছেন। তাঁর বোন ব্রিটনির সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট শেয়ার করেন তিনি। প্রোফাইলে যে ছবি পোস্ট করা হয়েছে, সেটি তাঁর বিয়ের বলেই অনুমান। কারণ এই ছবিটিতে বিয়ের পোশাকে ধরা দিয়েছেন সংযুক্ত যমজ। অন্যদিকে তাঁর স্বামী হেইডি বোলিং ধূসর রঙের স্যুট পরে পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এমনকী তাঁরা একে অপরের হাত ধরে রয়েছেন।

এর আগে হেইডি বোলিংয়ের ফেসবুক পেজেও শেয়ার করা একটি ছোট ক্লিপে দম্পতিকে নাচতে দেখা যায়, তা তাঁদের বিয়ের রিসেপশনের ক্লিপ বলেই মনে করা হয়। সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, তাঁরা ১৯৯০ সালে মিনেসোটায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বড় হন। সেখানেই বসবাসকারী যমজ বোন বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক। অ্যাবি এবং ব্রিটানি হল ডাইফেলাস সংযুক্ত যমজ। তাঁদের কোমরের নীচ থেকে সমস্ত অঙ্গ তাঁরা ভাগ করে নেন।

অ্যাবি ডান হাত এবং পা তাঁর নিয়ন্ত্রণে আর ব্রিটনি বাঁ দিকের হাত-পা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। তবে জন্মের পর অস্ত্রোপচারে উভয়েরই বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম ছিল বলে তাঁদের বাবা-মা প্যাটি এবং মাইক হেনসেল, যমজদের বিচ্ছেদের জন্য অস্ত্রোপচারের বিরুদ্ধে ছিলেন।

হেমন্ত-কেজরির গ্রেপ্তারিতে যখন একজোট হচ্ছে ইন্ডিয়া, তখন কোথায় রাঘব চাড্ডা, প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির পর নতুন করে একজোট হয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোট। দিল্লির আনাচ-কানাচে আপ কর্মী-সমর্থকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভও দেখা যাচ্ছে। তবে ঠিক এই সময় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রিয় পাত্র আপের রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চড্ডা কোথায়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অতীতে অনেক বার কেজরিওয়ালের সঙ্গে তাঁকে আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সেই রাঘবকেই কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির পর তেমন সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে না। যা নিয়ে আপের মধ্যেও প্রশ্ন উঠছে।

কেজরির গ্রেপ্তারির পর পরই লন্ডন থেকে একটি ভিডিয়োবার্তা পাঠিয়েছিলেন সাংসদ রাঘব চড্ডা। সেখানে তিনি বিষয়টিকে 'ষড়যন্ত্র' বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু তার

পর থেকে কিছুটা 'অন্তরালে'ই রয়েছেন আপ নেতা। বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র অন্যতম শরিক দল এনসিপির শরদ পওয়ার গোষ্ঠীর এক নেতা এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। উল্লেখ্য, রেটিনার একটি জটিল সমস্যায় ভুগছেন রাঘব। তার চিকিৎসা করাতেই লন্ডনে রয়েছেন তিনি। রাঘবের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী পরিণীতি চোপড়াও।

রবিবার রামলীলা ময়দানে ছিল হেমন্ত সোরেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে ইন্ডিয়া জোটের মহা সমাবেশ। এদিকে এই সময়ে রাঘবের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এনসিপি-র এক নেতা জিতেন্দ্র আওহাদ।

জিতেন্দ্র বলেন, 'আপের সমস্ত নেতাকে আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে। অতিশী (মারলেনা) এবং বাকিরা খুবই সক্রিয়। রাঘব দলের মুখ এবং খুবই বুদ্ধিমান মানুষ। তবে তাঁর অন্তর্ধান দলের কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে।

প্রসঙ্গত, দিল্লির আবগারি মামলায় গত ২১ মার্চ ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন কেজরিওয়াল। বর্তমানে আদালতের নির্দেশে ইডি হেপাজতে রয়েছেন তিনি। সোমবারই তাঁর ইডি হেপাজতের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অন্য দিকে, কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি-সহ একাধিক ইস্যুতে দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র তরফে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। সেই সমাবেশে কংগ্রেস, আপ, তৃণমূল-সহ প্রায় ২৮টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের থাকার কথা।

আয়কর দপ্তরের নোটিস, ৩ হাজার ৫৬৭ টাকা কোটি জরিমানা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ: আয়কর দপ্তরের একের পর এক নোটিসে জর্জরিত দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। সব মিলিয়ে বকেয়া করের অঙ্ক যেটা আয়কর বিভাগ দেখাচ্ছে, সেটা রীতিমতো চোখ কপালে তোলার মতো। কংগ্রেসের দাবি, এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে মোট ৩,৫৬৭ কোটি টাকা জরিমানা দাবি করেছে আয়কর বিভাগ।

শুক্রবারই প্রায় ১৭০০ কোটি টাকার আয়কর নোটিস পেয়েছে কংগ্রেস। ২০১৪-'১৫ এবং ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের জন্য ১,৭৪৫ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হবে। এর আগে ১৯৯৪-'৯৫, ২০১৭-'১৮ থেকে ২০২০-'২১ অর্থবর্ষের জন্য আয়কর নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সেই অঙ্কটা ছিল প্রায় ১৮০০ কোটি। ফলেসব মিলিয়ে মোট ৩, ৫৬৭ কোটি টাকা জরিমানা দিতে বলা হয়েছে কংগ্রেসকে। লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের আর তিন সপ্তাহ বাকি। তার আগে পর পর আয়কর নোটিসে চাপে কংগ্রেস। এমনিতেই দলের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিজ করে রেখেছে আয়কর বিভাগ। ভোটের আগে এই বিপুল জরিমানা মেটাতে হলে কংগ্রেস যে ভোটের মুখে বিপাকে পড়বে বলাই বাহুল্য।

কংগ্রেস আগেই অভিযোগ করেছে, কেন্দ্রের মোদি সরকার কর সন্ত্রাস চালাচ্ছে। যদিও এর পালটা এসেছে আয়কর বিভাগ সূত্রেও। আয়কর বিভাগের দাবি, কংগ্রেস যে অভিযোগ করছে তাঁদের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে পদক্ষেপ করা হচ্ছে সেটাও মিথ্যা। এর আগে বার বার কংগ্রেসকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। ৩১ মার্চের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কোনও জবাব মেলেনি। এমনকী আদালতেও ওরা স্বস্তি পায়নি। সেকারণেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আয়কর বিভাগ মেনে নিচ্ছে, রাজনৈতিক দলকে চাঁদার জন্য আয়কর দিতে হয় না। কিন্তু সেটা ২০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত আয় হলে। কংগ্রেস তার চেয়ে বেশি আয়েও কর দেয়নি। সেকারণেই নোটিস দেওয়া হয়েছে।

রামনবমীতে অযোধ্যায় রামলালার দর্শনে আসা ভক্ত ও প্রশাসনের কাছে চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে গরম

শরীর সুস্থ রাখতে ছাতু আনার পরামর্শ

অযোধ্যা, ৩১ মার্চ: অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিশাল এই মন্দির দর্শনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা আসছেন। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের মতে, বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে এক থেকে দেড় লক্ষ ভক্তের ভিড় হচ্ছে মন্দিরে। সামনেই রাম নবমী। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়, অযোধ্যায় ভক্তদের আরও বড় সমাবেশ দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গরমই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করছেন ট্রাস্ট সদস্যরা।

এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়, রামনবমীর সময় অযোধ্যার রাম মন্দিরে এলে, সঙ্গে করে ছাতু আনার পরামর্শ দিয়েছেন রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই। শনিবার চম্পত রাই বলেছেন, 'সামনে রাম নবমী আসছে। এই সময় ২ লক্ষেরও বেশি দর্শনার্থী আসবেন বলে আশা করছি। কিন্তু, অযোধ্যা কি এই বিপুল সংখ্যক অতিথিকে স্বাগত জানাতে পারবে? গরমই আমাদের সামনে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। ভক্তদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। বিশেষ করে তারা যাতে খাদ্য এবং জল পর্যাপ্ত পরিমাণে পায়, তা আমাদের অগ্রাধিকার। জলের সমস্যা হবে না। কিন্তু খাদ্যের ব্যবস্থা করা একটা চ্যালেঞ্জ। অযোধ্যা দর্শনার্থীদের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও পদদলিত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। আশা করছি ভবিষ্যতেও ঘটবে না। আমি দর্শকদের অনুরোধ করব, নিজেদের নিরাপত্তার কারণে, রাম মন্দির পরিদর্শন করার সময় দলবদ্ধভাবে থাকুন। আগত ভক্তদের আমি তাদের সঙ্গে ছাতু আনতে অনুরোধ করছি। ছাতু খেলে তাঁরা গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবেন।'

নয় দিনের চৈত্র-নবরাত্রি উদযাপনের সমাপ্তিতে, রাম নবমী উৎসব পালন করা হয়। এই দিনেই বিষ্ণুর অবতার হিসেবে রামের জন্ম হয়েছিল বলে কথিত আছে। হিন্দুদের একাংশের বিশ্বাস, অযোধ্যাতেই জন্ম হয়েছিল রামের। কাজেই, রাম নবমীর সময় অযোধ্যার মন্দিরে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাহলে কি ভিড় সামাল দিতে, রাম নবমীর দিনে রামলালাকে দর্শনের সময় বাড়ানো হবে? চম্পত রাইয়ের মতে, 'রাম লালার মন্দির ২২ ঘণ্টা খোলা রাখা অযৌক্তিক। তিনি প্রশ্ন করেছেন, তআমরা কি রামলালাকে ২৪ ঘন্টা জাগিয়ে রাখব?'

মুজফ্‌ফরনগরে বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে হামলা!

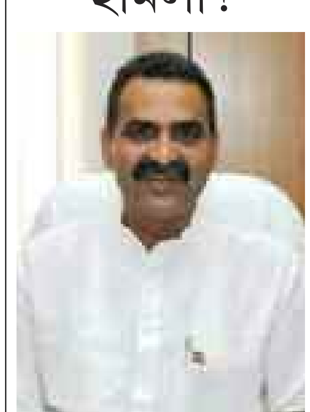

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এ বারের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগরে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জীব বালিয়ানের কনভয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার তিনি নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন। প্রচার শেষে ফেরার সময় রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ খাটাউলি থানার অন্তর্গত মাদকরিমপুর গ্রামের কাছে তাঁর কনভয় লক্ষ্য করে পাথর ছোড়েন এক দল দুষ্কৃতী। যদিও বিজেপি প্রার্থী সুরক্ষিত রয়েছেন জানিয়েছেন মুজফ্‌ফরনগরের পুলিশ সুপার সত্যনারায়ণ প্রজাপতি।

পুলিশ সুপার বলেন, 'মাদকরিমপুর গ্রামে একটি জনসভা করছিলেন বিজেপি প্রার্থী। সেই সময় ওই জনসভা থেকেই কিছু দুষ্কৃতী ওই প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। জনসভা শেষে ফেরার পথে সঞ্জীব বালিয়ানের গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে দুষ্কৃতীরা।' তিনি জানিয়েছেন, ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে। একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। প্রার্থীর কনভয়ে হামলার ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত সেখানে পৌঁছয় পুলিশের একটি দল। এই ঘটনার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছিল। কিন্তু দ্রুত তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খুঁজে দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।বিজেপির জেলা সভাপতি সুধীর সাইনি দাবি করেছেন, এই হামলায় দু'তিন জন আহত হয়েছেন। ৬-৭টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাল্টিমোরে সেতু বিপর্যয়ের ৫ দিন পরও জাহাজেই নাবিকরা

বাল্টিমোর, ৩১ মার্চ: আমেরিকার মেরিল্যান্ড প্রদেশের বাল্টিমোরে সেতু বিপর্যয়ের পাঁচদিন পরও পণ্যবাহী জাহাজে থাকা ভারতীয় নাবিকরা এখনও সেখানেই আটকে রয়েছেন। এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের দাবি, দ্রুত তেমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ সেতুর ভাঙা টুকরো আশপাশের এলাকা থেকে সরিয়ে না ফেলা পর্যন্ত ওই জাহাজের দেখভাল করে যেতে হবে সংশ্লিষ্ট নাবিকদের। উল্লেখ্য, আমেরিকার মেরিল্যান্ড প্রদেশের বাল্টিমোরে এক পণ্যবাহী জাহাজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুতে সজোরে ধাক্কা দিলে তা ভেঙে জলে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে। তবে জানা গিয়েছিল, জাহাজের নাবিকরা ঠিক আছেন। সব মিলিয়ে ২১ জন নাবিক রয়েছেন জাহাজটিতে। তাঁদের মধ্যে ২০ জনই ভারতীয়। তাঁরা সকলেই এখনও জাহাজেই রয়েছেন। বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, জাহাজের এক ভারতীয় নাবিক চোট পাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসার পর তিনি আবারও জাহাজেই ফিরে আসেন। নদী থেকে সেতুর ধ্বংসাবশেষ সরাতে বেশ কিছুদিন লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এখনও অনেক কাজ বাকি থাকায় নির্দিষ্ট দিনক্ষণ কর্তৃপক্ষের পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আরও বেশ কিছুদিন ওই নাবিকদের জাহাজেই কাটাতে হবে, তা বলাই বাহুল্য।

গাজায় হামলা নিয়ে ইজরায়েলেই বিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু

তেল আভিভ, ৩১ মার্চ: গাজায় হামলা নিয়ে এবার ইজরায়েলের মাটিতেই প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে দেখে বিক্ষোভ দেখাল হাজার হাজার মানুষ। প্রতিবাদীরা তেল আভিভ ও জেরুসালেমের রাস্তায় নেমে পড়েন। অভিযোগ, গাজার পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। পণবন্দিদের মুক্ত করতে তাঁর প্রয়াসের আন্তরিকতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। বিক্ষোকারীদের একটা বড় অংশই পণবন্দিদের আত্মীয়।

শনিবার সন্ধ্যায় ইজরায়েল ও হামাস আলোচনায় বসে। রবিবারও কায়রোয় ফের আলোচনা হওয়ার কথা। এখনও যুদ্ধবিরতির নিয়ে তেমন কোনও ইঙ্গিত না মেলায় বাড়ছে প্রতীক্ষা। এখনও ইজরায়েলি ও বিদেশি মিলিয়ে কমপক্ষে ১৩৪ জন গাজায় পণবন্দি হয়ে রয়েছেন। প্রতিবাদে তেল আভিভে রিং রোড অবরোধ করা ছাড়াও জেরুসালেমেও শয়ে শয়ে প্রতিবাদী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। সকলেই পণবন্দিদের দ্রুত মুক্ত না করতে পারায় নেতানিয়াহুর ব্যর্থতার অভিযোগ তোলেন।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলি বাহিনী। আন্তর্জাতিক মহলে বারবার তোপের মুখে পড়লেও, হামাসের শেষ না দেখে

যুদ্ধবিরতিতে যেতে নারাজ সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এই সামরিক অভিযানের নিন্দায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে শুরু করে একাধিক আন্তর্জাতিক সংগঠন সরব হলেও এবং গাজার সাধারণ মানুষের কথা ভেবে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অবিলম্বে সেখানে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পেশ হলেও, হামাসকে শেষ করতে অবিচল ইজরায়েল। গত সোমবার গাজায় যুদ্ধবিরতি চেয়ে নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব আনে অস্থায়ী সদস্য আলজেরিয়া। প্রস্তাবের সমর্থনে ১৪ সদস্য দেশ ভোট দিলেও, এখনও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হয়নি।

অঘোষিত রোলেক্স ঘড়ি, পেরুর প্রেসিডেন্টের বাড়িতে অভিযান

পেরু, ৩১ মার্চ: শনিবার পেরুর প্রেসিডেন্টের বাড়িতে অভিযান দুর্নীতিবিরোধী তদন্তকারী দলের। সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রেসিডেন্ট দিনা বোলুয়ার্টের একটি রোলেক্স ঘড়ি, যার কথা অজানা হওয়ায়, তা সংগ্রহের জন্য অভিযান চালান তদন্তকারীরা। কর্মকর্তারা এদিন ভোরবেলা রাষ্ট্রপতির বাড়িতে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। তবে সেসময় তিনি বাসভবনে ছিলেন না বলে সংবাদ সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে।

বোলুয়ার্টে দায়িত্ব গ্রহণের সময় আউটলেটটি ২০২২ সালের ডিসেম্বরের ছবি সহ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাঁর হাতে দামী রোলেক্স ঘড়ি থাকলেও, পাবলিক রেকর্ডে তা ঘোষণা করা হয়নি। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই পেরুভিয়ান পুলিশ প্রেসিডেন্টের বাড়িতে অভিযান চালায়। পেরুর প্রেসিডেন্টের বাড়িতে

পুলিশ ও প্রসিকিউটর অফিসের যৌথ অভিযান সেখানকার টেলিভিশন চ্যানেল লাতিনায় সম্প্রচারিত হয়। সরকারি এজেন্টরা রাজধানী লিমার সুরকিলো জেলায় বোলুয়ার্টের বাড়ি ঘেরাও করেন।

পেরুর প্রেসিডেন্ট অফিসে থাকাকালীন অবৈধ ভাবে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন কিনা তার তদন্ত শুরু করার পরেই তিনি একটি রাজনৈতিক সংকটে পড়েন। সেদেশের সংবিধান অনুযায়ী, এই মামলায় ৬১ বছরের বোলুয়ার্টে অভিযুক্ত হলে ২০২৬ সালের জুলাইয়ে তাঁর মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা তাঁকে ইমপিচ না করা পর্যন্ত বিচার হওয়া সম্ভব নয়। বোলুয়ার্টে দৃঢ় ভাবে এর বিরোধিতা করেছেন।

গত সপ্তাহে এনিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, সেগুলি ১৮ বছর বয়স থেকে কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি অর্জন করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি পরিষ্কার ভাবে গভর্নমেন্ট প্যালেসে প্রবেশ করেছি এবং সে ভাবেই এটি ছাড়ব।' বামপন্থী নেতা পেদ্রো কাস্তিয়ো কংগ্রেস ভাঙার এবং ডিক্রি দিয়ে শাসনের চেষ্টার পর তাঁকে দ্রুত ক্ষমতাচ্যুত এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দিনা বোলুয়ার্টে পেরুর প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট।

মন জিতলেন ধোনি! ম্যাচ জিতল দিল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিল্লি ক্যাপিটালসের ঘরের মাঠ আপাতত বিশাখাপত্তনম। কিন্তু রবিবার সেটা মনে হল না। আসলে খেলাটা যে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে। বলা ভাল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির বিরুদ্ধে। তিনি যেখানে খেলতে নামছেন, সেটাই যে তাঁর ঘরের মাঠ হয়ে যায়। গত বার আইপিএলে খুব পরিচিত দৃশ্য ছিল ধোনির ম্যাচ মানেই চেন্নাইয়ের জার্সি ভর্তি গ্যালারিতে। সঙ্গে পতাকাও। সে কলকাতা, জয়পুর, দিল্লি, যেখানেই খেলা হোক না কেন। চেন্নাইয়ের ম্যাচ মানেই গ্যালারির রং হলুদ। রবিবার সেই দৃশ্য আবার ফিরল বিশাখাপত্তনমে। সমর্থন চেন্নাই পেলেও ম্যাচ জিতে নিল দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লির তোলা ১৯১ রানের জবাবে ধোনির চেন্নাই থেমে গেল ১৭১ রানে।

ম্যাচটা ছিল দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের। ক্রিকেট দলগত খেলা হলেও কিছু কিছু চরিত্র থাকেন, যাঁদের আলাদা করে নজর দিতে হয়। আইসিসি-র সব ট্রফিজয়ী অধিনায়ক ধোনি তেমনই একটি চরিত্র। ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, এক দিনের বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন ধোনি। আইপিএল জিতেছেন পাঁচ বার। ২০১৯ সালে ভারতের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলা ধোনিকে এখনও দেশের সব মাঠে দর্শক বরণ করে নেয় আবেগ দিয়ে। কিন্তু আবেগ দিয়ে মন জেতা যায়, ম্যাচ নয়।

বিশাখাপত্তনমে হলুদ জার্সিধারি দর্শকেরা সংখ্যা ছিল বেশি। সর্বক্ষণ ধোনির জন্য চিৎকার করলেন তাঁরা। ঋষভ পন্থের দিল্লি ক্যাপিটালস প্রথমে ব্যাট করে তোলে ১৯১ রান। গাড়ি দুর্ঘটনার পর মাঠে ফিরে প্রথম বার অর্ধশতরান করলেন পন্থ। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন পন্থ। এ বারের আইপিএলেই মাঠে ফিরলেন তিনি। দিল্লির অধিনায়ক প্রথম দু'টি ম্যাচে খুব বেশি রান করতে পারেননি। ফর্ম ফিরে পেতে সময় লাগছিল তাঁর। তবে তৃতীয় ম্যাচেই বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি এখনও আগের মতোই সাবলীল। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ৩২ বলে ৫১ রান করেন পন্থ। তিনটি ছক্কা এবং চারটি চার মারেন তিনি। পাথিরানাকে যে ভাবে ১৯তম ওভারে বাউন্ডারির বাইরে পাঠাচ্ছিলেন, তাতে আগামী দিনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে পন্থকে দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। তিনি ব্যাট করার সময় যদিও গ্যালারি তাঁর জন্যেও গলা ফাটাল।

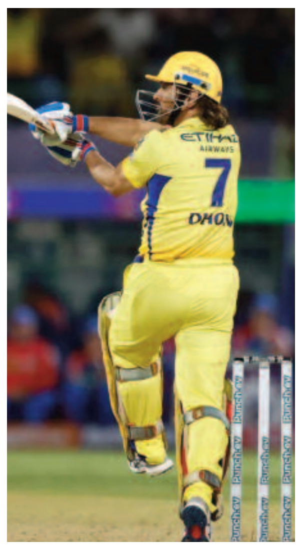

দিল্লির হয়ে এই ম্যাচে ওপেন করতে নেমেছিলেন পৃথ্বী শ। এত দিন তাঁকে খেলায়নি দিল্লি। রবিবার পৃথ্বী ২৭ বলে ৪৩ রান করেন। ওয়ার্নার করেন ৩৫ বলে ৫২ রান। তাঁরা ৯৩ রানের জুটি গড়েন। ওভারে ১০ রান করে তুলছিলেন তাঁরা। কিন্তু পর পর দু'ওভারে দুই ওপেনার আউট হয়ে যান। সেই সঙ্গে রানের গতিও ধাক্কা খায়। বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার পেসার পাথিরানা নজর কাড়েন। তাঁর গতি এবং নিখুঁত ইয়র্কার সামলাতে গিয়ে হিমশিম খান দিল্লির ব্যাটারেরা। মিচেল মার্শ (১৮) এবং ট্রিস্টিয়ান স্টাবসকে (০) বোল্ড করেন তিনি।

চেন্নাইয়ের হয়ে প্রথম উইকেটটি নেন মুস্তাফিজুর রহমান। শুরুতে তাঁকে বল করানো হয়নি। চেন্নাইয়ের হয়ে নতুন বলে শুরু করেছিলেন দীপক চাহার এবং তুষার দেশপাণ্ডে। চাহার তাঁর ৪ ওভারে ৪২ রান দেন। তুষার দেন ২৪ রান। তাঁরা কেউই কোনও উইকেট পাননি। তবে ওয়ার্নারের আউট ক্ষেত্রে মুস্তাফিজুরের থেকেও বেশি কৃতিত্ব পাথিরানার। তিনি যে ভাবে লাফিয়ে এক হাতে ক্যাচ নিলেন তাতে অবাক হয়ে যান মহেন্দ্র সিংহ ধোনি।

ম্যাচে পাথিরানা তিনটি উইকেট নেন। পন্থকে আউট করেন তিনিই। অফ স্টাম্পের বাইরের বল লং অফের উপর দিয়ে মারতে গিয়েছিলেন পন্থ। কিন্তু ধরা পড়ে যান রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে। ৫১ রানে থেমে যায় পন্থের ইনিংস।

দিল্লির তোলা ১৯১ রান তাড়া করতে নেমে চেন্নাই শুরুতেই দুই ওপেনারের উইকেট হারায়। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১) এবং রাচিন রবীন্দ্রের (২) উইকেট তুলে নেন খলিল আহমেদ। সেই ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করেন অভিজ্ঞ অজিঙ্ক রাহানে। ৩০ বলে ৪৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন তিনি। কিন্তু শিবম দুবে এবং ড্যারিল মিচেলেরা তাঁকে সাহায্য করতে পারলেন না।

বাংলার মুকেশ কুমারের প্রশংসা করতে হবে। ১৪তম ওভারে প্রথম বল করতে আসেন তিনি। আর সেই ওভারেই রাহানের উইকেট তুলে নেন। একই ওভারে আউট করেন সমির রিজভিকে। পরে শিবমকেও আউট করেন মুকেশ। মাঝের ওভারে তাঁর একের পর এক উইকেট নেওয়া এবং ১৯তম ওভারে ধোনিকে বড় শট খেলতে না দেওয়া দিল্লিকে ম্যাচ জিতিয়ে দেয়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে মুকেশ ডেথ ওভারে যে ভাবে বল করলেন, তাতে নির্বাচকদের খাতায় তাঁর নাম থাকতেই পারে।

এ বারের আইপিএলে প্রথম জয় পেল দিল্লি। যা স্বস্তি দেবে রিকি পন্টিং, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে নামার আগে বাড়তি আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেল সৌরভের দিল্লি।

আহমেদাবাদে হেড, কামিন্সরা 'ফ্লপ', হেরেছে হায়দরাবাদও

নিজস্ব প্রতিনিধি: নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের দিনটি ট্রাভিস হেড-প্যাট কামিন্সরা কখনোই ভুলবেন না। গত ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের এই মাঠে ভারতকে হারিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া; যে জয়ে বল হাতে ভারতকে আটকে রাখার কাজটি করেছিলেন কামিন্স, আর রান তাড়ায় সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন হেড।

প্রায় সাড়ে চার মাস পর সেই মাঠেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেললেন হেড-কামিন্সরা। প্রতিপক্ষ গুজরাট টাইটানস। তবে এ যাত্রায় দুই অস্ট্রেলীয় হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি। আগের ম্যাচে আইপিএল রেকর্ড ২৭৭ রান করা হায়দরাবাদ ভালো খেলেনি দল হিসেবে। কামিন্সদের দলকে ১৬২ রানে আটকে দিয়ে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে জিতেছে গুজরাট টাইটানস।

বিশ্বকাপ ফাইনালে ১৩৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন হেড। তবে আজ গুজরাটের বিপক্ষে থেমে গেছেন ১৪ বলে ১৯ রান করেই। হায়দরাবাদের হয়ে আগের দুই ম্যাচেই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ফিফটি করা হাইনরিখ ক্লাসেনও খুব বেশি সময় টিকতে পারেননি। ১৪ বলের ইনিংসে ২ ছয় ১ চারে ২৪ রান তুলে বোল্ড হন রশিদ খানের বলে।

হায়দরাবাদের হয়ে বড় রানের ইনিংস খেলতে পারেননি আসলে কেউই। সর্বোচ্চ ২৯ রানের ইনিংস জিতেশ শর্মা ও আবদুল সামাদের।

২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬২ রানে থামে হায়দরাবাদ। গুজরাটের হয়ে ৪ ওভারে ২৫ রানে ৩ উইকেট নেন মোহিত শর্মা।

রান তাড়ায় নেমে গুজরাটের প্রথম চার ব্যাটসম্যানের কেউই ২৫-এর আগে আউট হননি। ঋদ্ধিমান সাহা ১৩ বলে ২৫ রান করে ফেরার পর অধিনায়ক শুবমান গিল ২৮ বলে ৩৬ ও সাই সুদর্শন ৩৬ বলে ৪৫ রান করে ম্যাচ মুঠোয় নিয়ে আসেন। ২৭ বলে ৪৪ রানের অপরাজিত ইনিংসে জয়ের কাজটি সারেন ডেভিড মিলার।

হায়দরাবাদের হয়ে কামিন্স ৪ ওভারে ২৮ রানে ১ উইকেট নেন। যদিও গুজরাটের তাতে বড় কোনো ক্ষতি হয়নি।

৩ ম্যাচে গুজরাটের জয় দুটি, সমান ম্যাচে হায়দরাবাদের একটি।

বাবর আজমই আবার পাকিস্তানের অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে গুঞ্জনটাই সত্যি হলো। পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে ফিরেছেন বাবর আজম। আজ পিসিবি জানিয়েছে, দেশটির ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বে থাকবেন তিনি। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর তিন সংস্করণের নেতৃত্ব থেকে অনেকটা বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বাবর।

এরপর ঘটা করে টেস্টে শান মাসুদ ও টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। আফ্রিদিকে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, বাবরের নেতৃত্বেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান। টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে টিকে গেছেন মাসুদ।

এখন পর্যন্ত আফ্রিদির অধীনে পাকিস্তান খেলেছে মাত্র একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এ বছরের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের কাছে সেই সিরিজে ৪-১ ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান দলে আফ্রিদির অধিনায়কত্ব নিয়ে শঙ্কা জাগে পিএসএলের এবারের মৌসুমে। তাঁর নেতৃত্বে লাহোর কালান্দার্স আগের দুবার চ্যাম্পিয়ন হলেও এ মৌসুমে ছিল সবার শেষে। এ মৌসুমে খেলা ৮ ম্যাচে লাহোর জিতেছে মাত্র ১টি ম্যাচ।

আফ্রিদির নেতৃত্ব আসলেই থাকবে কি না, তা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা শুরু হয় গত ২৫ মার্চ। সেদিন নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণার সময় আফ্রিদির ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে পিসিবির প্রধান মহসিন নাকভি বলেছিলেন, 'এমনকি আমিও জানি না, কে অধিনায়ক হবে। শাহিন চালিয়ে যাবে, নাকি নতুন একজন আসবে, সেটি ফিটনেস ক্যাম্পের পর ঠিক করা হবে।' যদিও ফিটনেস ক্যাম্প চলাকালীনই বাবরের অধিনায়ক হিসেবে ফেরার ঘোষণা এল। ফিটনেস ক্যাম্প চলবে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত।

সর্বশেষ দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের নেতৃত্ব দিয়েছেন বাবর। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাবরের দল খেলেছে সেমিফাইনাল। ২০২২ সালে পরের বিশ্বকাপে ফাইনালে।

বাবর অধিনায়ক হিসেবে ফেরায় পাকিস্তান দলে গ্রুপিংয়ের শঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কয়েক দিন আগে অবসর থেকে ফিরে আসার ঘোষণা দিয়েছেন মোহাম্মদ আমির ও ইমাদ ওয়াসিম, দুজনই বাবরের অন্যতম বড় সমালোচক। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে এ দুজন একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বাবরকে রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে বাবরের জায়গা নেই বলেও মন্তব্য করেছিলেন। তাই বাবর অধিনায়ক হিসেবে ফেরার পর তাঁদের সম্পর্ক কী হবে, এ নিয়ে কৌতূহল তো থাকছেই।

ব্রাইটনকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে ক্লপের লিভারপুল

লিভারপুল ২ 1 ব্রাইটন

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'অ্যানফিল্ডে এসেছে ব্রাইটন, লিভারপুল সাবধান!'

কেন এই সতর্কবার্তা, সেটি আজ ম্যাচ শুরু দেড় মিনিটের মধ্যেই দিয়েছিল ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ আলবিয়ন। সর্বশেষ তিনটি অ্যানফিল্ড সফর থেকেই অন্তত ১টি পয়েন্ট নিয়ে বাড়ি ফেরা ব্রাইটন যে ততক্ষণে এগিয়ে গেছে ১-০ গোলে।

তবে আজ আর সাম্প্রতিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়নি। ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ইয়ুর্গেন ক্লপের দল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি জিতেছে ২-১ গোলে। আর ২৯তম ম্যাচে পাওয়া ২০তম জয়টি অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তুলে দিয়েছে অল রেডদের। ২৯ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৬৭। আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচে গানাররা না জিতলে শীর্ষেই থাকবে ১৯ বারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের শুরুতে লিভারপুল সমর্থকদের স্তব্ধ করে দিয়ে ব্রাইটনকে এগিয়ে দেন ড্যানি ওয়েলবেক। নিজেদের অর্ধ থেকেই আক্রমণে উঠে আসে ব্রাইটন। সিমন আদিংরা বাঁ প্রান্ত দিয়ে বল বাড়ান লিভারপুলের বক্সে। ভার্জিল ফন ডাইক ঠিকঠাক ক্লিয়ার করতে পারলেন না, এই সুযোগে বলের দখল পেয়ে সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড স্ট্রাইকার ওয়েলবেক গোল করে এগিয়ে দেন ব্রাইটনকে।

এরপর গোল শোধে মরিয়া লিভারপুল শাণিয়ে গেছে আক্রমণের পর আক্রমণ। বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ নষ্ট করার পর

লিভারপুল সমতায় ফেরে ২৭ মিনিটে। কর্নার থেকে মোহাম্মদ সালাহর মাথা হয়ে ব্রাইটনের এক খেলোয়াড়ের পা ছুঁয়ে বল চলে যায় লুইস দিয়াজের কাছে। কলম্বিয়ান উইঙ্গারের ভলি খুঁজে নেয় ব্রাইটনের জাল। অফসাইডের আবেদন করেছিলেন ব্রাইটনের খেলোয়াড়েরা। রেফারি ও ভিএআর, কেউই সেই দাবিতে টলেননি।

লিভারপুল এগিয়ে যায় ৬৬ মিনিটে। ব্রাইটন থেকে লিভারপুলে যোগ দেওয়া অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের নিখুঁত এক পাস ব্রাইটনের বক্সে খুঁজে নেয় সালাহকে। মিসরীয় তারকা দলকে এগিয়ে দিতে ভুল করেননি।

৭ মিনিট পর ব্রাইটনের জালে আরেকবার বল জড়িয়েছিলেন দিয়াজ। এবার অবশ্য আগেই উঠে গিয়েছিল সহকারী রেফারির অফসাইডের পতাকা। ব্রাইটনের গোলরক্ষকের বাধায় আরও কয়েকবার এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হারানো লিভারপুল নিজেরাও বেঁচেছে একবার। ৮৭ মিনিটে অ্যাডাম লালানা শটটা অল্পের জন্যই যায় বাইরে।

শামির গোড়ালির অবস্থা কেমন?

সমাজমাধ্যমে ছবি পোস্ট করলেন বাংলার পেসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলতে পারছেন না মহম্মদ শামি। তাঁর চোট এখনও সারেনি। ফেব্রুয়ারি মাসে শামির গোড়ালিতে অস্ত্রোপচার হয়। এখনও সুস্থ হতে সময় লাগবে তাঁর। নিজের ছবি পোস্ট করলেন শামি। দেখালেন পায়ে ব্যান্ডেজ করা রয়েছে।

শামি রবিবার তিনটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর পায়ে ব্যান্ডেজ করা রয়েছে। বিছানায় শুয়ে রয়েছেন তিনি। পাশেই রয়েছে ক্রাচ। এখনও যে হাঁটতে পারছেন না তা বোঝা যাচ্ছে। আগেই জানা গিয়েছিল আইপিএল খেলতে পারবেন না তিনি। শামি এ দিন ছবি পোস্ট করে লেখেন, তগুজরাত টাইটান্সকে শুভেচ্ছা।দ

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ জানিয়েছিলেন যে, শামি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সুস্থ হবেন না। তিনি বলেছিলেন, তশামির অস্ত্রোপচার হয়ে গিয়েছে। ও দেশে ফিরে এসেছে। সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে ও ফিরতে পারে।দ

১৩ মার্চ শামি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তাঁর অস্ত্রোপচারের কথা জানিয়ে ছিলেন। পোস্ট করে শামি লিখেছিলেন, তসকলকে

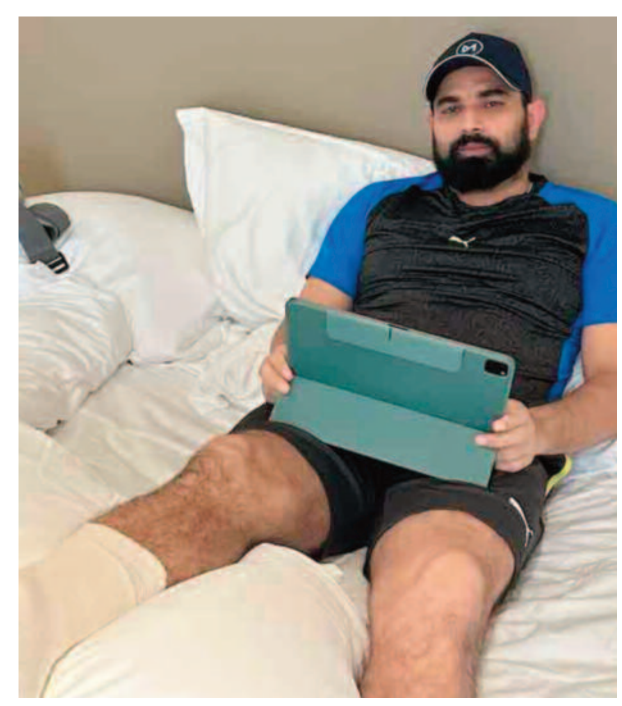

নমস্কার। আমার চোট সম্পর্কে কিছু কথা জানাতে চাই। ১৫ দিন আগে আমার অস্ত্রোপচার হয়েছিল। সেলাইও কাটা হয়েছে। যে ভাবে সুস্থ হচ্ছি তাতে আমি আশাবাদী যে খুব তাড়াতাড়ি চোট সারানোর পরের পর্ব শুরু হবে।দ এই লেখার সঙ্গে ছবিও পোস্ট করেছিলেন শামি। সেখানে তাঁর গোড়ালির যে জায়গায় অস্ত্রোপচার হয়েছে, সেটার ছবি দিয়েছেন। আপাতত ক্রাচ নিয়ে হাঁটছেন শামি।

চট্টগ্রাম টেস্টে শ্রীলঙ্কা এগিয়ে আছে ৪৭৬ রানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: হিসাবটা পরিষ্কার। চট্টগ্রাম টেস্ট বাঁচাতে হলে প্রথম ইনিংসে গড়তে হবে রানের পাহাড়। প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ৫৩১ রানের জবাবটা বড় রান করেই দিতে হবে। বাংলাদেশ তা করতে পারবে তো? নিতে পারবে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের ব্যাটিং-স্বর্গের সুবিধা? দিনের খেলা ঘণ্টা দেড়েক বাকি থাকতে এই কৌতূহল জাগিয়ে ব্যাটিংয়ে নামলেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার জাকির হাসান ও মাহমুদুল হাসান। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে উইকেটের চরিত্র আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেও সময় নেননি তাঁরা।

তবে ওটুকু সময়টা আলাদা করে নিলেও শেষ হাসিটা শ্রীলঙ্কার। বাংলাদেশকে উইকেট না হারিয়ে সময়টা পার করতে দেননি লঙ্কান পেসার লাহিরু কুমারা। ১৩তম ওভারে ফুল লেংথ থেকে ভেতরে ঢোকানো দারুণ এক বলে মাহমুদুলকে বোল্ড করেন তিনি। ৪২ বলে ৩ চারে ২১ রানে মাহমুদুল আউটের মাধ্যমে ভাঙে জাকিরের সঙ্গে তাঁর ৪৭ রানের উদ্বোধনী জুটি। শেষ পর্যন্ত ১৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫৫ রানে দিন শেষ করে বাংলাদেশ। জাকির ২৮ রানে অপরাজিত, নাইটওয়াচম্যান তাইজুল ইসলাম শূন্য রানে। শ্রীলঙ্কা এগিয়ে আছে ৪৭৬ রানে।

দিনের শুরুর আলোচনাটা ছিল অন্য রকম। সাগরিকার ব্যাটিং,স্বর্গে ৪ উইকেটে ৩১৪ রানে দিন শুরু করা শ্রীলঙ্কার ইনিংস কতটা দীর্ঘ হবে, এ নিয়েই ছিল যত কৌতূহল। প্রথম দিনের মতো আজও উইকেট নিষ্প্রাণ, কোনো ঝুঁকি না নিলে মনে হচ্ছিল না কেউ এই উইকেটে আউট হতে পারেন। এমন উইকেটে যে ধরনের ব্যাটিং করা দরকার, লঙ্কানরা ঠিক তা-ই করেছেন।

প্রায় সারা দিনই তাদের রান রেট ছিল সাড়ে তিনের আশপাশে। লঙ্কানদের এমন হিসেবি ব্যাটিংয়ের পথটা সুগম করেছে বাংলাদেশের হতশ্রী ফিল্ডিং। প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসের পর চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম দিনের মতো ক্যাচ ফেলার রোগটা ভুগিয়েছে আজও। যা কাজে লাগিয়ে অর্ধশত করেছেন ছয় লঙ্কান ব্যাটসম্যান। এর মধ্যে তিনজনের রান ছাড়িয়েছে আশির ঘর। তাতেই প্রথম ইনিংসে ৫৩১ রানের পাহাড় গড়েছে লঙ্কানরা। কোনো ব্যাটসম্যানের শতক ছাড়া টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড এটি।

কিন্তু দিনটা অন্য রকম হতে পারত। সকালের মেঘলা আবহাওয়ায় বাংলাদেশ দলের পেসাররা সুযোগ সৃষ্টি করেও উইকেটের দেখা পাননি। দুই পেসার

হাসান মাহমুদ ও খালেদ আহমেদের বল বেশ কয়েকবার দুই লঙ্কান ব্যাটসম্যানের ব্যাটের বাইরের কানা ঘেঁষে কিপারের গ্লাভসে যায়। দুবার ব্যাটে লাগলেও তা পড়েছে স্লিপ ফিল্ডারের সামনে। দিনের প্রথম ব্রেকথ্রুটা এসেছে সাকিব আল হাসানের সৌজন্যে। ১০৬তম ওভারে সাকিবের বলে কট বিহাইন্ড হন চান্ডিমাল। আউট হওয়ার আগে যিনি করেছেন ১০৪ বলে ৫৯ রান। উইকেট হারালেও রানের গতি ঠিক রাখেন ধনাঞ্জয়া ও মেন্ডিস। দুজনের জুটি ভাঙে মধ্যাহ্নবিরতির পরই। সকাল থেকেই দারুণ বোলিং করে যাওয়া খালেদ ১১৯তম ওভারে ভালো লেংথ থেকে বল ভেতরে এনে ধনাঞ্জয়াকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন। একই স্পেলে সদ্য ক্রিজে আসা প্রবাত জয়সুরিয়াকেও আউট করার সুযোগ ছিল। কিন্তু জয়াসুরিয়ার স্লিপে তুলে দেওয়া ক্যাচ নাজমুল, জাকির ও শাহাদাত মিলেও ধরতে পারেননি।

প্রবাত তখন ৬ রানে। ২৩ রানে আবার প্রবাতকে সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ। এবার তাইজুলের বলে কট বিহাইন্ডের সুযোগ হাতছাড়া করেন লিটন দাস। শেষ পর্যন্ত ২৮ রানে প্রবাতকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন সাকিব। ততক্ষণে মেন্ডিস ও প্রবাত মিলে খেলে ফেলেন ১৪০ বল, রান যোগ করেন ৬৫।

উইকেট পতনের পর আরও এক বোলার বিশ্ব ফার্নান্ডোকে নিয়ে সেশনের বাকি সময়টা পার করে দেন মেন্ডিস। জীবন পেয়েছেন তিনিও। তাইজুলের বলে ব্যক্তিগত ৬০ রানের সময় ডিপ মিডউইকেটে মেন্ডিসের ক্যাচ ফেলেছেন হাসান। সুযোগ কাজে লাগিয়ে আসিতা ফার্নান্ডো ও লাহিরু কুমারার সঙ্গে দুটি ২১ রানের জুটি গড়েন মেন্ডিস। নিজে পৌঁছে যান নব্বইয়ের ঘরে। দুর্ভাগ্য, শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে ফার্নান্ডো শূন্য রানে রানআউট হলে মেন্ডিসকে ৯২ রানে অপরাজিত থাকতে হয়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**